বাংলা নাটক

— দেবকুমার বসু

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

জন্ম : ১৬ই আশ্বিন ১২৯৬ মৃত্যু : ১৪ই আষাঢ় ১৩৬৬

নব্য বাংলার কাব্য ও কলা প্রদর্শনী উপলক্ষে রবীন্দ্রত্তোর আধুনিক কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে তালিকা নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ। কিন্তু তালিকা প্রণয়নের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এর মূল্য শুধুমাত্র ছাত্র অথবা বিদ্যোৎসাহীদের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে, সাধারণ ও উৎসাহী পাঠকের দিগদর্শন হিসেবেও মূল্যবান। যথার্থ সার্থক তালিকা গবেষকদের কাছে অপরিহার্য। নাটক প্রদর্শনী উপলক্ষে বাংলা নাটকের তালিকা প্রণয়ন করেছি। নাট্যশাস্ত্রে আমি বিশেষজ্ঞ নই, একজন উৎসাহী মাত্র। তালিকা প্রণয়ন তাই আমার পক্ষে একান্ত দুরূহ। শিল্পাচার্য ভোলা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় কৃষ্ণ দত্ত, সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ, শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বন্ধুবর মনোজ ভট্টাচার্যের আদেশ ও অনুরোধে এ দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছে। ভুল ভ্রান্তি যে একেবারেই হয়নি, একথা বলার দুঃসাহস আমার নেই। এইটুকু বলতে পারি, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

বাংলা নাটকের বয়স প্রায় একশ বছর। এই সময়ের মধ্যে মুদ্রিত নাটকের সংখ্যাও অনেক। বহু প্রাচীন নাটক বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধে নামের উল্লেখ আছে মাত্র। সরকারী বা বেসরকারী, কোন পক্ষ থেকে সেই মূল্যবান অতীত কীর্ত্তিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টাই নেই। অতি-সাম্প্রতিক কালে উনিশ শতকের মূল্যায়ন করার চেষ্টা চলছে। অতীতকে না জানলে বর্ত্তমানকে বোঝা যায় না, ভবিষ্যতও তৈরী করা যায় না। কিন্তু সেই সমস্ত প্রচেষ্টা এখনও উনিশ শতকের কয়েকজন দিকপালের কীর্ত্তিকলাপ বিশ্লেষণেই আবদ্ধ। একথা অনস্বীকার্য্য যে উনিশ শতকের রেঁণেসাসের প্রথম স্তর নাট্য আন্দোলনে। ইংরাজী নাটকের বদলে যেদিন বাঙলা নাটক মঞ্চস্থ হল সেদিন আমাদের জাতীয় জীবনে একটি মহৎ দিন।

যে কোন কারণেই হোক বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট অভাব এখনও আছে।

৺ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মনোমোহন ঘোষ, ডাঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক

অজিতকুমার ঘোষ প্রভৃতি পণ্ডিত ও গুণিজন বাংলা সাহিত্যের এই অবহেলিত শাখার পুষ্টি সাধনে অগ্রনী। তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধেয় ও নমস্য।

যে সব নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থকে ইতিপূর্ব্বে কোন তালিকাভুক্ত করা হয়নি—আমি তাদের তাঁলিকাভুক্ত করেছি। এই তালিকা ১৯৪৫ আগষ্ট-এ এসে শেষ হয়েছে। তবু আমার মনে হয় এখনও কোন নাটক বা নাট্যকার অনবধানবশতঃ তালিকভুক্ত হন নি।

এই তালিকা প্রণয়নে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি ঋণী। শ্রদ্ধেয় শ্রীখগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, অনুজপ্রতীম শ্রীমান শিশির কুমার দে, শ্রীমান রামচন্দ্র ঘোষ এবং ডাঃ রবি মিত্রের সহযোগিতা ছাড়া এ তালিকা প্রণয়ন কিছুতেই সম্ভব হত না।

নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি, ডাঃ সুকুমার সেন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ ও অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নাটকের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে দিয়েছেন তারজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ডক্টর সুকুমার সেন গ্রন্থ তালিকাখানি দেখে সংশোধন করেছেন। তাঁর মতে—১৮৫২ সনে প্রকাশিত কীর্ত্তিবিলাস নাটকের নাট্যকার যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত নহেন। গ্রন্থের নামপত্র না পাওয়ায় কীর্ত্তিবিলাস নাটকের লেখকের নাম জানা যায় না। লঙ্ তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকায় লেখকের নাম লিখিয়াছেন জি. সি. গুপ্ত। কেহ কেহ মনে করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু যোগেন্দ্র নামের আদ্যাক্ষর 'G' হইবে না। 'J' কিংবা 'Y' হইবে। ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত প্রেমদাস রচিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় এবং ১৮৭১ সনে প্রকাশিত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রাজবালা নাটক নহে। এ-ছাড়া বানানে দু-একটা ভুল থেকে গেছে। এর জন্য আমি দুঃখিত।

এই ক্ষুদ্র তালিকা ছাত্রবন্ধু, সাধারণ পাঠক এবং প্রকাশকদের প্রয়োজনে লাগলে আমার শ্রম সার্থক বলে জানবো।

কলিকাতা
ডিসেম্বর, ১৯৪৫। — দেবকুমার বসু

শ্রীমান দেবকুমার বসু ১৮৫২ সাল থেকে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যত বাংলা নাটক ছাপা হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ভবিষ্যতে যাঁরা বাংলা নাটকের ইতিহাস আলোচনা করবেন, তাঁদের পক্ষে এমন একটি প্রামাণিক তালিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাত্রার পুঁথিরও এইরূপ একটি তালিকা হওয়া উচিত।

দেবকুমারের এই তালিকা মনে হয় সুসম্পূর্ণ ও প্রমাদ শূন্য। তার এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক। তিনি আমাদের ধন্যবাদের দাবী রাখেন।

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

নাটকের ধারা

১৮৫২ সালে দুখানি বাংলা নাটক বার হয়েছিল। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে নাট্য রচনা এই প্রথম। কিন্তু তারও বিশ বছর আগে বাঙালী নাটক লিখেছিলেন। তবে সে ইংরাজীতে। বইটির নাম The Persecuted, রচয়িতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতায় যেমন নাটকেও তেমনি ইংরাজির মধ্যদিয়েই বাঙালী ভারত-বাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নূতন সাহিত্য প্রেরণায় প্রথম সাড়া দিয়েছিল। এভাবে দেখলে বাংলা নাটকের জন্ম হয়েছিল ১৮৩১ সালে।

ভদ্রার্জ্জুন ও কীর্ত্তিবিলাসের পর বাংলায় নাট্য রচনা পাই রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুল-সর্বস্ব। এটির ছাঁদ নাটকের মত হলেও এতে নাটকের লক্ষণ তেমন নেই। রামনারায়ণ অনুসরণ করেছিলেন নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির কলিকুতুহলের মত সংলাপময় পদ্য-আকীর্ণ নকৃশা তবুও কুলীন-কুলসর্বস্বকে এক হিসাবে বাংলা নাটকের সর্বাগ্রজ বলতে হয়। এই বইটিই সর্বপ্রথম ষ্টেজে অভিনীত হবার সৌভাগ্য লাভ করে এবং পরবর্তী নাট্য রচনার পথ খুলিয়া দেয়। এভাবে দেখলে ১৮৫৪ সালে বাংলা নাটকের জন্ম স্বীকার করতে হয়।

১৮৫২ অথবা ১৮৫৪ যে সালই ধরি না কেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু বহু নাটক বেরিয়েছে। ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত নাটক নামধারী, বাংলা রচনার সংখ্যা নেই। আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি নাম সংগ্রহ করতে। কিন্তু কত নাম যে বাদ পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে শোক প্রকাশ অবশ্যই করব না। তবে ভিড় বাড়লে যে এক রকম গৌরবও বাড়ে তাতে সন্দেহ কি।

বাংলা নাটকের শতাব্দপূর্তি উপলক্ষ্যে গ্রন্থ জগৎ এই নাটক,—তালিকা প্রকাশ করেছেন। বাংলা নাটকের সম্বন্ধে যারা কৌতুহলী তাঁরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীরাও উৎসাহিত হবেন। পুস্তিকাটির সংকলয়িতা ও প্রকাশক সর্বথা সাধুবাদের যোগ্য।

আশুতোষ বিল্ডিঙ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — শ্রীসুকুমার সেন

নাট্যের রূপ

জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয় কিন্তু জাতীয় নাট্যের রূপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জীবন যাপনের ধারাও ভিন্ন। নাট্য জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাই ভিন্ন ভিন্ন জাতির নাট্যের রূপ বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ভূমির প্রকৃতি অনুসারে ফল ফুলের বৈচিত্র্য। জাতির প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় নাট্যের বিশিষ্টতা। প্রাচীন ভারতের নাট্যের রূপ ও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নাট্যের রূপের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বর্ত্তমান যুগেও চীন ও জাপানের নাট্যের রূপ ও রীতি বর্ত্তমান ইউরোপীয় নাট্য রীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের বাংলা দেশে দীর্ঘ পাঁচ ছয়শত বৎসর কাল যাত্রা নামধেয় যে নাট্য প্রচলিত ছিল তার রূপ বর্ত্তমান বাংলা থিয়েটার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তাতে না ছিল মঞ্চ না ছিল পট এবং আলোকেরও সমারোহ ছিল না। আপামর সাধারণের কাছেও এই নাট্য ছিল অত্যন্ত প্রিয়। এর ভিত্তি গঠিত হয়েছিল আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ও পুরাণকে আশ্রয় করে। আমাদের দর্শন ও পুরাণ যে জীবন বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের নাট্য ও নাটক তারই ব্যাখ্যা করত। দর্শনের গুরুগম্ভীর তত্ত্ব পৌরাণিক গল্পের মধ্য দিয়া একেবারে অজ্ঞ, অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলাই ছিল আমাদের দেশের যাত্রার কাজ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাঁর বিবিধ চরিত গ্রন্থে দেখতে পাই যে সে সময় দেশে বার মাসে তের পার্বনের মধ্যে নাট্যের ছিল বহুল প্রচলন। সম্পন্ন লোকের প্রাঙ্গণে, দুর্গোৎসবে রাসলীলায়, দোলের উৎসবে নানাবিধ নাট্যের পালা পরম উল্লাসে অভিনীত হইত। মহাপ্রভু নিজে উৎসাহের সঙ্গে নাট্যলীলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর পার্ষদেরা তাঁর এই নাট্যোৎসবে প্রীতি ও আনন্দের সঙ্গে যোগদান করে তাঁর উৎসাহ বর্দ্ধন করেছেন। সে সময় যাত্রা ছিল দেবপূজারই অঙ্গ। ভক্তিমুলক কৃষ্ণযাত্রারই প্রচলন ছিল

সবচেয়ে বেশী। মহাপ্রভু নিজে রুক্মিণীর অংশ গ্রহণ করে লোকের মনে কৃষ্ণভক্তির স্রোত প্রবাহিত করেছেন। বৃদ্ধ অদ্বৈত পণ্ডিতও এই নাট্য লীলায় যোগদান করতে লজ্জা অনুভব করেন নি। নিত্যানন্দের তো কথাই নেই। দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় যাত্রা ছিল সামাজিক জীবনের এক প্রধান অঙ্গ। শুধু তাই নয় এ জিনিষ তখন এত বহুলভাবে প্রচলিত ছিল যে মনে হয় দুই তিন শত বর্ষ ধরে এই যাত্রা অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের সমাজে চলে আসছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত ছিল যাত্রার লোকপ্রিয়তা। কিছুকাল আগেও গ্রামে গ্রামে ভূস্বামীরা, দুর্গাপূজা, দোল ও রাস উপলক্ষ্য করে বহুদিন ধরে নাট্টোৎসব করতেন। এখনও যাত্রার অপ্রচলন হয় নি তবে যাত্রার মূর্তি বদলেছে। অল্পদিন পূর্ব্বেও যাত্রা ছিল দেব-দেবীর পূজার অঙ্গ। শুধু পূজার অঙ্গ নয় লোকশিক্ষারও অঙ্গ। আমাদের দেশে লোক অক্ষর পরিচয়কেই শিক্ষার একমাত্র সোপান মনে করতেন না। বর্ণজ্ঞান না থাকলেও আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক এই পৌরানিক উপাখ্যানমূলক যাত্রার সাহায্যে হিন্দু ধর্ম্মের ও দর্শনের সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত হতে সক্ষম হত। জীবনের উচ্চ উচ্চ আদর্শগুলি, সত্যানুরাগ, পরোপচিকীর্ষা, পরার্থে আত্মত্যাগ, সতীধর্ম্ম, পিতৃভক্তি, সৌহার্দ্দ্য ও দেবদ্বিজে ভক্তি লোকের মনে সংক্রামিত হত; কিন্তু অত্যধিক পুরাণপ্রিয়তা শেষকালে যাত্রাকে সমসাময়িক জীবন হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। নাটকে মানুষের সাধারণ জীবন ও তার বিবিধ সমস্যা আমাদের যাত্রার পালায় কোন রকম স্থান পেল না।

অত্যন্ত অবাস্তব জিনিষ লোকপ্রিয় হয় না, লোকের কোন কাজেই আসে না। কাজে কাজেই যাত্রার লোকপ্রিয়তা নষ্ট হতে লাগল আর অনাদৃত হবার অবশ্যম্ভাবী ফল, অধঃপতন ঘটতে লাগল। পৌরাণিক নাটকের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির পর লৌকিক (secular) নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে অর্থাৎ ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত হতেই কোলকাতায় ইংরেজী থিয়েটারের প্রবর্ত্তন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই থিয়েটার পরিপুষ্ট হয়। এই থিয়েটার দেশীয় ধনী ও নামজাদা লোকের যথেষ্ট আনুকূল্য ও অর্থ

সাহায্য লাভ করেছিল। কোলকাতার মুষ্টিমেয় ইংরাজের ইংরেজি থিয়েটার চালানো সম্ভবপর ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের নেতারা সাহায্য না করলে সে সময় কোলকাতায় ইংরেজি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব ছিল। "শাঁ-সুঁচি" থিয়েটার অগ্নিগ্রাসে পতিত হলে দ্বারকানাথ ঠাকুর থিয়েটারের সাহেব পরিচালকদের আর একটি থিয়েটারের বাড়ী সংগ্রহ করে দেন। দেশের ইংরেজি জানা লোকেরাই এই ইংরেজি থিয়েটার খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ইংরাজ নট-নটী দিয়ে অভিনীত ইংরেজী থিয়েটারে সেক্সপীয়রের নাটকে নায়কের অংশে অভিনয় করেন। স্কুল ও কলেজে এই সময়ে Shakespeare অভিনয় প্রচলিত হতে আরম্ভ করে। এই ইংরেজি অভিনয়ের ধারা এখনও লুপ্ত হয়নি। এইরূপে ইংরেজি থিয়েটার থেকে বাঙ্গালীর জন্য বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে।

বহু বৎসর ধরে শহরে তৎকালীন ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে বাংলা সখের থিয়েটারের প্রচলন হয়েছিল। সহরের নানা পাড়ায় অর্থশালী ও কৃতবিদ্য লোকের উৎসাহ ও সাহায্যে তাঁদেরই নিজেদের বাড়ীতে বা বাগান বাড়ীতে অভিনয় আয়োজন হ'ত। অবশ্য এতে সাধারণের অবারিত প্রবেশাধিকার ছিল না। ইচ্ছা করলেও সকলের পক্ষে এই অভিনয় দেখা সম্ভব হত না। এই সকল এমেচার থিয়েটার মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠিত হত ও আড়ম্বরের সহিত কিছুদিন অভিনয় চলত। তারপর উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে এলে প্রতিষ্ঠানেরও অকালমৃত্যু ঘটত। নবীন বসুর বিদ্যাসুন্দর, শকুন্তলা, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, বেলগেছে থিয়েটারে রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা এর দৃষ্টান্তস্থল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এইরকম সখের দলের আবির্ভাব ও তিরোভাব চলেছিল। বাংলায় প্রথম পেশাদারী থিয়েটার প্রবর্ত্তিত হয় এমনি এক সখের দলের নটেদের দ্বারা। এদের মধ্যে জনকয়েক আশ্চর্য্য প্রতিভাধর যুবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসুর নাম বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। মনে রাখা উচিত—আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে যে

নাট্যশালার বিবরণ পাই, তার নাট্যশালা ও নাটক অনেকটা "এলিজাবেথের" যুগের অনুরূপ। সুতরাং খাঁটি বাঙ্গালী যাত্রার আসর তুলে দিয়ে এরা যখন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন জিনিষটা যে একেবারে বিলাতী হচ্ছে সেটা কারোরই মনে হয়নি! বিশেষতঃ তখন সাহেবদের অনুকরণ শ্লাঘার বিষয় ছিল। অনেকটা "তোমার শিখান বিদ্যা শিখাব তোমায়" এই ভাব। এমন কি প্রাচীনপন্থী লোকেও আদরের সহিত এই থিয়েটারকে গ্রহণ করেছিলেন এবং রঙ্গমঞ্চের পশ্চিমদেশীয় নাট্যরূপের বিরুদ্ধে আপত্তি তো করেন নি বরং এর প্রচলনে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করেন নি।

পেশাদারী সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজি থিয়েটার কায়েমীভাবে প্রচলিত হল। আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের গোড়ার কথা অমৃতলাল বসুর স্মৃতি কথায় পাই।

"ইংরেজি নাটকের অভিনয় আমাদের ভাল করে দেখিয়ে যান প্রথম জি, ডবলিউ ল্যুইস নামক একজন বিদেশী। অমৃতলালের মতে গিরিশবাবু বাংলা অভিনয়ে যে নূতন ধরণের শক্তি ও ভাব সঞ্চয় করেছিলেন, তার প্রথম প্রেরণা তাঁর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এই ল্যুই থিয়েটারের অভিনয় দর্শনের প্রভাবে।" অধিকন্তু এই ল্যুই থিয়েটারের প্রেরণা থেকেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিডন ষ্ট্রিটে বেঙ্গল থিয়েটার ও ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন হয়। সেই ধরণের থিয়েটারই আজও বাংলাদেশে চলছে। অর্থাৎ যাত্রার আসর অনাদৃত হয়ে থিয়েটার আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু একথা সত্য যে যত লোক থিয়েটার দেখে তার চেয় ঢের বেশী লোক এখনও যাত্রা দেখে যদিও যাত্রার রূপ থিয়েটার-ঘেঁষা ও অকুলীন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে Europe এ ঝোঁক এসেছে মঞ্চ তুলে দেবার দিকে। পাটাতনের উপরে দৃশ্যপট সজ্জিত, আলোকোজ্জ্বল, দর্শকের মণ্ডলী থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এক কল্পলোক তুলে দিয়ে দর্শককে একেবারে অভিনেতাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নাটককে রূপ দেওয়ার একটা চেষ্টা এসেছে। এরই নাম

Arena Theatre বা Theatre in the round কিন্তু এই জিনিষ আমাদের দেশে বহু শতাব্দী থেকে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশ দরিদ্র। বেশী টাকার টিকিট কিনবার সামর্থ সাধারণ দর্শকের নেই। আলোক প্লাবিত মঞ্চের উপর নয়নাভিরাম দৃশ্যপটের সৃষ্টি করার খরচ অনেক। এর আরও একটা কুফল হচ্ছে, নাট্যের যে প্রাণ অভিনয়, তার চেয়ে দৃশ্যপটের জাকজমকে লোক বেশী মুগ্ধ হয়, এতে নাট্যের ক্ষতি। দৃশ্যপট, চমকপ্রদ আলোকসম্পাত, এসব একেবারে বাদ দিলেও রসসৃষ্টির কোনোরকম ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং এই ব্যায়সাধ্য রঙ্গমঞ্চ তুলে দিয়ে যদি যাত্রার আসরকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাতে রস-পরিবেশনের কোনরূপ ব্যাঘাত তো হবেই না বরং নাট্য সম্প্রদায়গুলির পরমায়ু বাড়বে ও প্রয়োগ কর্ত্তা এবং নটমণ্ডলী অনেক বৃথা পরিশ্রম থেকে নিস্কৃতি পাবেন। চার পাঁচ শত বৎসর ধরে যে যাত্রা লোকের মনে ভাবের তরঙ্গ তুলতে সক্ষম হয়েছে তাকে যদি আমরা মরে যেতে দিই তাহলে সেটা দেশবাসীর পক্ষে গৌরবের কথা হবে না।—Loss of an achievement.

অভিনয় যতই ভাল হোক, পশ্চিম দেশের মত ঝকঝকে আলোর কায়দা ও পশ্চাৎপটের নানারকম কৌশল যদি বা আমরা আয়ত্ত করি তা কিছুতেই জাতীয় নাট্য হবে না। জাতীয় নাট্যশালার নাম দিয়ে যদি কোন নাট্যশালা গড়ে তোলা হয় পশ্চিমের অনুকরণে তা ব্যয়বহুল আড়ম্বর প্রদর্শনের স্থান ছাড়া আর কিছুই হবে না। আজ যখন পশ্চিমে চেষ্টা হচ্ছে Picture frame stage তুলে দেবার তখন আমরাই বা আমাদের যাত্রার আসরে নাট্যকে স্থান দেব না কেন? যাত্রাকে নূতন করে কালোপযোগী করে গড়ে তুলবো না কেন?

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

নাট্যসাহিত্য ও সঙ্গীত

নাটক বা নাট্যসাহিত্যের বিকাশ, প্রকৃতি, বিচিত্র গতি ও ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করাই হলো আজকের এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি সঙ্গীত-সাহিত্য ও শিল্পের পথচারী হিসাবে নাটকের মাধ্যমে ভারতবর্ষে গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশীসঙ্গীতের বিকাশ ও বিস্তৃতি কিভাবে হয়েছিল সে' সম্বন্ধেই সামান্য কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করব। প্রসঙ্গক্রমে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে—গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী সঙ্গীতই তো ভারতের আদি কিংবা একমাত্র সঙ্গীত নয়, বরং এ'কথাই অতীব সত্য যে, এদের কাঠামো ও সৌন্দর্য গড়ে উঠেছিল ক্ল্যাসিক্যাল যুগেরও আগে বৈদিক গান সামগানের মালমশলাকে নিয়ে, বৈদিক বিচিত্র শ্রেণীর সামগানই এদের অধিষ্ঠান ও প্রাণকেন্দ্র, সুতরাং প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সম্পর্কিত হ'য়ে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছিল এ'কথার চাক্ষুষ নিদর্শন হয়ত যুগের ইতিহাসে কিছুটা বিরল। তবে একথা ঠিক যে, বৈদিক সংহিতা ও সূত্র সাহিত্যগুলিতে রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞে গাথা-নারাশংসী ও বিভিন্ন আখ্যান সুরে পাঠ ও গান করা হোত। গাথা-নারাশংসী বীরপুরুষদের প্রশংসাসূচক স্তুতিগান-বিশেষ। গাথা-নারাশংসী মধ্যযুগীয় পদাবলী-কীর্তনের ঠিক অনুরূপ না হলেও তারই সমগোষ্ঠিভুক্ত বলা যায়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর মুনি ভরত (২য় শতাব্দী) নাট্যশাস্ত্রে দেবতাদের গুণ ও মহিমাকীর্তন বা স্তুতিগান 'গীতবিধি' ও স্তুতিমূলক ধ্রুবগান তথা সংকীর্তনের উল্লেখ করেছেন :

ছন্দঃপ্রমাণসংযুক্তং দিব্যানাং গানমিষ্যতে।
স্তুত্যাশ্রয়েণ তৎকার্যং কর্ম সংকীর্তনাদপি ॥

নাট্যশাস্ত্রে শৌর্য-বীর্য-গুণগাথা-রূপ স্তুতিমূলক নিবদ্ধ গানকে 'সংকীর্তন' বলা হয়েছে। তবে খৃষ্টপূর্ব সমাজের বা খৃষ্টীয় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে গীতবিধি ও স্তুতিগান-রূপ সংকীর্তনের গায়কীপদ্ধতি ও রূপ হয়তো মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলী-কীর্তনের প্রকাশভঙ্গি থেকে বেশ কিছুটা পৃথক ও পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াই

স্বাভাবিক। বৈদিক গাথা-নারাশাংসী ঋষি, মুনি ও ধর্মাচারী শাসক-বর্গের চরিতাবলী অবলম্বন করেও রচিত ও গান করা হোত। সুরসমন্বিত আখ্যানগুলিকে ছন্দায়িত ও মাধুর্যপূর্ণ করার জন্য বিচিত্র রকমের বীণা, বেণু ও পুষ্কর তথা মৃদঙ্গের সহযোগ থাকত। শতপথ-ব্রাহ্মণে পুরূরবা ও উর্বশীর চরিতাখ্যান, গন্ধর্বগণ-কর্তৃক সোমহরণ-আখ্যান, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭।১৩।২৪) শুনশোপের আখ্যানভাগ প্রভৃতির কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আখ্যানগুলির গতি ও প্রকৃতিকে অনুসরণ ও কতকটা অনুকরণ ক'রে মানবসমাজের গতিরুচ্ছুল বাস্তবরূপকে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা থেকেই নাটকের উৎপত্তি প্রাচীন সমাজে হয়েছিল এ'কথা নিছক সত্য না হলেও কতকটা অনুমান করা যায়। অনেকে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত নৃত্য থেকে নাটকের সৃষ্টি অনুমান করেন ও তার জন্য নাট্যসাহিত্যের প্রসঙ্গক্রমে 'নৃৎ'-ধাতু থেকে নৃত্যের সার্থকতাকে স্বীকার ক'রে গীত বা গান অপেক্ষা নৃত্যকে প্রাচীন ব'লে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার পথিকৃৎ হিসাবে আমরা কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রমও লক্ষ্য করি। তাঁরা নৃত্য আগে—কি গান আগে এ' প্রশ্ন ছাড়াও বাদ্যযন্ত্র আগে—কি কণ্ঠসঙ্গীত আগে, বীণা আগে—কি মৃদঙ্গ বা বেণু আগে এ'সব আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতে কসুর করেন নি। কিন্তু সামগ্রীক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন একেবারে অবান্তর না হলেও একদেশদর্শী। তবে উদারনৈতিক মনোবৃত্তি নিয়ে চিন্তা করলে বোধ হয় একথাই সত্য ব'লে প্রতিভাত হবে যে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ কণ্ঠ ও বাদ্য, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ, গীত ও নৃত্য পরস্পরে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সচ্ছন্দ প্রাণে উচ্ছ্বাস ও উল্লাসের সঙ্গে নৃত্য করলেও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কণ্ঠের মুখরতাকে মানুষের emotive feeling যে নষ্ট বা রুদ্ধ করত না এ'কথা মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায়। মোটকথা গানের সাহচর্য নিয়ে সুপ্রাচীন সমাজে নৃত্যের প্রচলন ছিল। এ' সম্বন্ধে তথাকথিত প্রাগ্বৈদিক বা প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনেরও অভাব নেই। চার হাজার কিংবা চাড়ে চার হাজার বছরের সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় নৃত্যশীলা নারীমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে সাতটি ছিদ্র

তথা পর্দাযুক্ত বাঁশী (flute or pipe) ও নানান্ রকমের চর্মবাদ্যে আচ্ছাদিত মৃদঙ্গের উপকরণও পাওয়া গেছে। বৈদিক যুগে গান হিসাবে অরণ্যেগেয়গান, রহস্যগান, উহ ও উহ্যগানের পাশাপাশি গ্রামেগেয়গানের চাক্ষুষ নিদর্শনের অভাব নেই। বৈদিক সাহিত্যগুলিও ঐতিহাসিক মালমশলা যুগিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ও জনসঙ্কুল লোকালয়ে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞগুলিতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের বিচিত্র রকমের সামগানকে ছন্দায়িত ও ভাবমাধুর্যে পূর্ণ করার জন্য পিচ্ছোরা বা পিচ্ছোলা, ঔডুম্বরাদি বীণার সমাবেশ থাকত, আর থাকত নৃত্য-পরিবেশনের আয়োজন। সামগরা মস্তক ও হস্ত-সঞ্চালন ক'রে একদিকে যেমন বৈদিক প্রথমাদি স্বরগুলির প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ-সন্নিবেশের ইঙ্গিত করতেন, অপরদিকে তেমনি তাঁদের সহচারিণীরা পিচ্ছোরাদি বীণার সহযোগে অথবা কখন করতালি দিয়ে যজ্ঞবেদীর চারদিকে মণ্ডলাকারে নৃত্য করতেন। সেই অপূর্ব নিদর্শন সত্যই সামগানকে শুধুই chanting বা আবৃত্তিধর্মী গান ব'লে প্রমাণ করে না, পরন্তু গান্ধর্ব-বিদ্যারূপ ত্রৌর্যত্রিক নৃত্য-গীত-বাদ্যসম্বলিত 'সঙ্গীত' বলেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। অবশ্য একেবারে প্রিমিটিভ যুগের কথা সাহিত্যের নজির দিয়ে প্রমাণ করা আজকের দিনে হয়তো নিতান্তই অসম্ভব। সুতরাং শ্রদ্ধেয় ওল্ডেনবর্গই বলুন কিংবা অধ্যাপক কিথই বলুন, তাঁদের ঐতিহাসিক তথ্য-পরিবেশনের মাপকাটি যে নিছক অনুমান এ'কথা স্বীকার করতেই হবে। তা'ছাড়া সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ে চাক্ষুষ ঘটনার সমাবেশবহুল প্রামাণিক সাহিত্য বা ইতিহাসের সৃষ্টি তো তখন তথা বৈদিক যুগে হয়নি!

তবে বৈদিক সাহিত্যের মালমশলা ও সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কৃত প্রমাণপঞ্জী যতটুকু পাওয়া যায় সে সব থেকে মোটেই এ'কথা বলা যাবে না যে, নাটকের সৃষ্টিকেন্দ্রে নৃত্য, গান ও বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেন। অষ্টাধ্যায়ীতে ভিক্ষু ও নটসূত্রের অবতারণায় তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর আগেকার সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। অধ্যাপক হিলব্রাণ্ড ও মনীষী কনোও এ'কথা অনুমান করেছেন ব'লে আমরা এ' প্রসঙ্গ তুলছি না, আমরা বরং তার চাক্ষুষ নিদর্শন

পেয়েছি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর নাটক তথা নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা অথবা সঙ্কলয়িতাকে আমরা 'মুনি ভরত' বলছি এ'জন্য যে, ভরত উপাধিধারী আরো পাঁচ ছ'জন গুণী জ্ঞানীর সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি, যেমন বৃদ্ধভরত, ব্রহ্মাভরত, সদাশিবভরত, কোহলভরত, মতঙ্গভরত, যষ্টিকভরত প্রভৃতি। সারদাতনয় তাঁর বিখ্যাত 'ভাবপ্রকাশন'-গ্রন্থে পঞ্চভরতের প্রসঙ্গ তুল্লেও তাকে 'নটকুল' বা 'নট' বলেই অভিহিত করেছেন। প্রাচীন তামিলগ্রন্থ শিলপ্পাধিকরমের তথ্য-প্রকাশ অবশ্য তা' থেকে ভিন্ন, কেননা পঞ্চভরতের প্রশ্ন সেখানে নেই, আছে 'পঞ্চভারতীয়ম্' নামে একটি গ্রন্থ।

যাক্ এ' হ'ল ভিন্ন কথা। তবে অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি যেমন 'নট' ও 'ভিক্ষু' প্রভৃতি সূত্রের প্রসঙ্গে কৃশাশ্ব ও শিলালিকে নটসূত্রের রচয়িতা বলেছেন তেমনি 'শিল্পম্' শব্দে মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রেরও পরিচয় দিয়েছেন। টীকাকর ভট্টোজিদীক্ষিত পরিষ্কারভাবে "মৃদঙ্গবাদনং শিল্পস্ত মার্দঙ্গিকঃ" সূত্রে নৃত্য, নাটক ও গানের আনুসঙ্গিক মৃদঙ্গাদি বাদ্য-যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তারপর খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার পতঞ্জলি খোলাখুলিভাবে অভিনয়-মঞ্চ ও নাটকাভিনয়ের কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি অন্যান্য শিল্পের মতো রঙ্গ, আরম্ভক, নট, গ্রন্থিক, শৌভনিক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ ক'রে বলেছেন এ'গুলি নাটকের অঙ্গ, সুতরাং নাটক ছিল। অবশ্য নাটক যে ছিল, রঙ্গমঞ্চ যে ছিল, কিংবা অভিনয়ের রীতি যে ছিল তা' আগেই বলেছি ও মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রই সে'কথা প্রমাণ করে। আবার পতঞ্জলি নাটকের নিদর্শক হিসাবে কংসবধ, বালিবধ—এ' দু'টি নাটকের কথাও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য খৃষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ২০০ শতাব্দীর মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে ও মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে নাটকের নিদর্শন ভালভাবেই পাওয়া যায়। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবদের সমুদ্রযাত্রা, জলক্রীড়া, ছালিক্যগানের সমারোহ, হল্লীসকনৃত্য, চারুদর্শনা ও বিশাল নেত্রা উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরা বা দেবনর্তকীদের সাহচর্যে অভিনয়,

নারদের বীনাযোগে ছ'টি গ্রামরাগের আলাপ প্রভৃতি নাটকের পূর্ণ রূপের রহস্যকথাই প্রমাণ করে।

অবশ্য নাটকের মাধ্যমে গান বা সঙ্গীতের সৃষ্টিপ্রসঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার আয়তনই বেড়ে চলেছে ব'লে প্রাচীন গ্রীসীয় ও অন্যান্য সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশের নাটকবিকাশের তুলনামূলক আলোচনা থেকে আপাততঃ বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করি।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকের সংখ্যা বা আয়তনের পরিধি নির্ণয় করা আমার আলোচনার বিষয় নয়। তবে এ'কথা ঠিক যে, নাট্যশাস্ত্রের বর্তমান সংস্করণই একমাত্র সংস্করণ নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বদ্‌বর্গ নানান্ বাদানুবাদের পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বারো হাজার ও ছ'হাজার শ্লোকযুক্ত দু'টি নাট্যশাস্ত্র ছিল, মুনি ভরত নাকি দু'টিরই রচয়িতা অথবা সঙ্কলিতা—অন্ততঃ ভাবপ্রকাশনকার সারদাতনয়ের এটাই অভিমত। অনেকে ছ'হাজার শ্লোকযুক্ত নাট্যশাস্ত্রকে প্রাচীন বলেন, অনেকে বলেন বারো হাজারের আয়তনই 'প্রাচীন, সময়ের ব্যবধানে লুপ্ত হ'য়ে তা' ছ'হাজারে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য বাদানুবাদ সকল জিনিস নিয়েই আছে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর 'মুনীনাং ভরতো মুনিঃ' তথা মুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রকে 'সংগ্রহ-গ্রন্থ' বলেছেন ও স্বীকার করেছেন যে, পূর্বগ বৃদ্ধভারত তথা প্রাচীন ভরতের আদি-নাট্যগ্রন্থকে অবলম্বন ক'রেই তিনি তার নাট্যশাস্ত্র সঙ্কলন করেছেন:

প্রণম্য শিরসাং দেবৌ পিতামহ-মহেশ্বরৌ।
নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্॥

কিংবা বলেছেন "শ্রূয়তাং নাট্যবেদস্য সম্ভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ" (১।৭)। পূর্বোক্ত শ্লোকে 'দেবৌ পিতামহ-মহেশ্বরৌ' শব্দগুলি বিশেষ অর্থপূর্ণ ও তারই আলোকে 'ব্রহ্মনির্মিতঃ' শব্দটি বোধগম্য হ'য়ে উঠবে। পৌরাণিকী ধারণার বশবর্তী হ'য়ে আমরা পিতামহকে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে শিব-পঞ্চানন আখ্যা দিতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করি না, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৬ শতকের প্রারম্ভে বিশ্বস্রষ্টা কমলজ চতুর্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্বকে যদি স্বীকার করি তবে পৃথিবী-সৃষ্টির আগে থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ শতক পর্যন্ত তাঁর জীবনকালকে স্বীকার করতে হয়,

যেটা মৃত্যুশীল পৃথিবীর মাটিতে একটু অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আসল কথা এই যে, 'ব্রহ্মা'-শব্দটিকে যদি আমরা ভরত, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতির মতো একটি উপাধি হিসাবে গ্রহণ করি তা হ'লে কোনো গোলমালই দেখা দেয় না, বরং তাতে বাস্তব ঘটনাবৈচিত্র্যের স্বাক্ষ্যদানকারী ইতিহাসের সম্মানই অক্ষুণ্ণ থাকে। আসলে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মুনি ভরত-সঙ্কলিত নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার শ্লোকে 'পিতামহ-মহেশ্বরৌ' থেকে প্রমাণ হয় যে, স্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মার সম্মানভাগী নাট্যশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত ও মহেশ্বর তথা সদাশিবভরত মুনি ভরতের আগে খ্রীষ্টপূর্ব সমাজে 'ব্রহ্মভরতম্' ও 'সদাশিবভরতম্' নামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন ও এ'কথা মুনি ভরতই তাঁর নাট্যশাস্ত্রে "নাট্য বেদস্য সম্ভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ" কিংবা ১।১৬ শ্লোকে "নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্" প্রভৃতি কথাদ্বারা স্বীকার করেছেন। আর সে'কথা স্পষ্ট ক'রে উল্লেখও করেছেন 'অভিনবভারতী'-ভাষ্যকার অভিনবগুপ্ত ও ভাবপ্রকাশনকার সারদাতনয়। অবশ্য অভিনবগুপ্তই সারদাতনয়ের প্রমাণবাক্যের নিদর্শন দিয়েছেন। অভিনবগুপ্ত বলেছেন "এতেন সদাশিবব্রহ্মভরতমতত্রয়বিবেচনেন" প্রভৃতি।

এ' থেকে বোঝা যায়, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনেক আগে ও এমন কি পাণিনিরও আগে ব্রহ্মাভরত তাঁর 'ব্রহ্মভরতম্' নামে নাট্যশাস্ত্র রচনা (সঙ্কলন ?) করেন। তাকে মুনি ভরত বলেছেন 'নাট্যবেদ'—"নাট্যবেদস্য সম্ভবোব্রহ্মনির্মিতঃ"। ব্রহ্মাভরতকে অনুসরণ ক'রে আবার কিছু দিন পরে—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ শতকের কোন সময়ে সদাশিব বা সদাশিবভরত 'সদাশিবভরতম্' নামে নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। অনেকে বলেন সদাশিবভরত প্রায় পাণিনির সমসাময়িক অথবা কিছু পূর্ববর্তী। প্রকৃতপক্ষে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে ৪।৩।১১০ সূত্র তথা "পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনট-সূত্রয়োঃ' কথাগুলি থেকে একথা অনুমিত হয় যে, পাণিনি ছাড়াও কৃশাশ্ব ও শিলালি নামে দু'জন নটসূত্রকার ছিলেন। মনীষী ষ্টাইন কনোর অভিমত অন্ততঃ তাই। অবশ্য তখন নটবৃত্তিকারী অনেক ভ্রাম্যমান সূতশ্রেণীর গায়ক ও অভিনেতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতের সূত সঞ্জয় ঐ কাহিনীর কথক ও রামায়ণের কুশী-লবও ভ্রাম্যমান গায়ক-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন ব'লে অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নটসূত্র বা নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : "পাণিনির অনেক পূর্বেও নট বলিয়া একটা পেশা ছিল এবং বহুসংখ্যক নাটক লেখা হইয়াছিল।* * এবং 'প্রোক্ত' হইতে আমরা বুঝিতে পারি যিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাঁহার পূর্বেও নটদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল ; সেই চেষ্টাগুলিকে একত্র করিয়া শিলালী ও কৃশাশ্ব সূত্রগ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন। * * তাহারাও আবার নিজের কথা লেখেন নাই, পুরাণো কথা লিখিয়াছেন। তাহার আগেও সুতরাং নাটক ছিল, কেননা 'নট' বলিয়া একটা পেশাই হইয়া গিয়াছে"। মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কথাও তাই, তিনি ব্রহ্মা ও সদাশিবের নাট্যশাস্ত্রেরই অনুসরণ করেছেন। তাঁরা দু'জনেই নাটকের প্রসঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্রের কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন, আর তাই থেকে বোঝা যায়, নাটকে কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গীতের মিতালি অপরিচ্ছেদ্য ছিল।

ক্ল্যাসিক্যাল যুগের আরম্ভ থেকে তথা খৃষ্টপূর্ব ৬ শতকে ব্রহ্মাভরত নাট্যোকোপযোগী যে সঙ্গীতের অনুশীলন ও পরিচয় দিয়েছেন তা' সম্পূর্ণ বৈদিকোত্তর গান্ধর্বসঙ্গীত বা গান্ধর্বগান। গান্ধর্বসঙ্গীতকে মার্গসঙ্গীতও বলা হ'ত এ'জন্য যে, বৈদিক সামগানের মতো তার আদর্শ ছিল পবিত্র ও অধ্যাত্মভাবপূর্ণ। স্বর, তাল ও পদ এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে গান্ধর্বসঙ্গীতকে ভাগ করা হয়েছে। এই 'স্বর' কিন্তু কেবলই ষড়্জাদি সাঙ্গীতিক স্বর নয়, তা' ছাড়া তার অনুসঙ্গী শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, আঠারটি জাতি তথা জাতিরাগ, বর্ণ, অলংকার, ধাতু প্রভৃতি ছিল। 'তাল' অর্থে অনেকগুলি উপকরণের সমষ্টি এবং 'পদ'ও তাই। বৈদিক গানেও স্বর, তাল ও পদ ছিল, তবে তা' ভিন্ন রকমের। গান্ধর্বগানে সেগুলি বিস্তৃত ও পরিস্ফুট হয়েছিল। জাতিরাগ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'জাতি' বা 'জাতিগান' নামে পরিচিত। রামায়ণে শুদ্ধ-সপ্ত-জাতির উল্লেখ আছে রামায়ণগানের প্রসঙ্গে। সেই শুদ্ধসপ্তজাতি আসলে অমিশ্রিত এবং ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামে লীলায়িত সাতটি 'জাতিরাগ'

ছিল। মুনি ভরতের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় অব্দে ঐ সাতটি শুদ্ধ জাতিরাগ ছাড়া আরো এগারটি বিকৃত জাতিরাগের সৃষ্টি হয়েছিল সঙ্গীতধারাকে বিস্তৃত করার জন্য। নাটকে যে রাগের পরিবেশন করা হ'ত তা' ছিল পুরোপুরিভাবে 'জাতি'নামাঙ্কিত রাগ। সেই জাতি রাগের যে 'রাগত্ব' তথা রঞ্জকত্ব-ধর্ম ছিল তা' মুনি ভরত বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন তার দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়ে। তা' ছাড়া রামায়ণের ৪র্থ অধ্যায়ে লব-কুশের রামায়ণগানের প্রসঙ্গে যে শুদ্ধ-জাতিরাগের উল্লেখ আছে সেগুলির মধ্যেও ছিল রাগধর্মের পূর্ণবিকাশ এবং বাল্মীকির "বীরাদিভি রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্" ও বিশেষ ক'রে "হ্লাদয়ৎ-সর্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ, শ্রোত্রাশ্রয়সুখ গেয়ম্" প্রভৃতি স্বীকৃতি থেকে বোঝা যায়। প্রাচীন ভারতে তথা খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টিয় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ভারতীয় সমাজে অভিজাত শিল্প ও কলাসঙ্গীত ছিল নাটকের জন্যই যেন নিবেদিত আর তার জন্য গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীর গানকে 'নাট্যগীতি' বা 'নাট্যধর্মী গান বলা হ'ত।

নাটকে 'কুতপ'-শব্দটি বিশেষ অর্থপূর্ণ, কেননা প্রাচীন ভারতে বাদ্যযন্ত্রের তথা যন্ত্রসংগীতের কি ধরণের বিকাশ সাধন হয়েছিল তা' 'কুতপ' শব্দের দ্বারাই বোঝা যায়। 'চতুর্বিংশং আতোদ্যং কুতপং' এটাই কুতপের আসল অর্থ মনে হয়। আজকাল ইংরাজীতে যাকে আমরা অর্কেষ্ট্রা ও সাধুভাষায় সমবেত-যন্ত্রসঙ্গীতকে ঐকতানবাদন বলি, কুতপ ঠিক সেই ধরণেরই ছিল। নাটকের অনুষ্ঠানে কুতপ ছিল অপরিহার্য, কেননা সঙ্গীত বা গানকে বাদ দিয়ে নাটক কখনই সার্থকতা লাভ করত না। কুতপ প্রধানতঃ চার রকম ছিল।

মুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকের প্রকৃতি-বিচার, কারণাদির বিশদ বিবরণ প্রভৃতি দিলেও ভারতীয় সঙ্গীতের আসল পরিচয় দিতেও কৃপণতা করেন নি। নাটকারম্ভের আগে কুতপবিন্যাস ক'রে আসারিত-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হ'ত। কুতপবিন্যাসকে প্রত্যাহারও বলা হ'ত। তারপর নাটকের অন্যান্য উপকরণ—অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি পরিঘট্টনা, সংঘোটনা, মার্গাসারিত, গীতবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী প্রভৃতির অনুষ্ঠান হ'ত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত

ও বাদ্য ছিল প্রত্যেকটির মধ্যেই অনুস্যূত। প্রবন্ধ সংক্ষেপের জন্য এদের আর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হলো না। অভিনবগুপ্ত তাঁর 'অভিনব-ভারতী' ভাষ্যে এদের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। আমার 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-গ্রন্থের ২য় ভাগেও এদের কিছুটা পরিচয় আছে।

আসারিতাদি ছাড়া নাট্যানুষ্ঠানে নির্গীত, সগীত, বহির্গীত এবং দেশজাত অথচ অভিজাত মাগধী, অর্ধমাগধী, পৃথুলা, সম্ভাবিতা প্রভৃতি নাট্যধর্মী গীতিগুলির প্রয়োগ বা সমাবেশ থাকত। নাট্যারম্ভের আগে যবণিকা উত্তোলন করা হ'ত ও পরে জাতিরাগে লীলায়িত ক'রে রাগালাপের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও পাঠ্যের তথা গানের অনুষ্ঠান হ'ত। মদ্রক, বর্ধমানক বা বর্ধমানাদি গীতি ও তাণ্ডবনৃত্য হ'ত। নাটকে নিবেশনের সময় মদ্রকাদি সাতটি ও ঋক্, পাণিকাদি সাতটি শুদ্ধগীতির অনুষ্ঠান হ'ত। নিবেশনের অর্থ—ঋক্, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি সাতটি গীতিবিশারদ নায়কদের শ্রেণীবদ্ধ ক'রে বসানো। তারপর কণ্ঠসঙ্গীতের অবতারণা করা হ'ত। এই অবতারণার নাম 'আরম্ভ'। ত্রিসামের প্রয়োগ হ'ত। পুস্করবাদ্য দিয়ে তাল রক্ষা করা হ'ত। পুষ্কর মৃদঙ্গজাতীয় চর্মবাদ্য ছিল। অঙ্গহার-অনুষ্ঠানের সময় পুষ্করবাদ্য বাজানো হ'ত।

বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সমতা বা তাল রক্ষা ক'রে 'চারী' সম্পন্ন হ'ত। নাট্যশাস্ত্রে চারীর উপযোগিতা অনেকে আবার স্বীকার করেন না। নাটকে বহির্গীতের প্রচলন সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে অনুষ্ঠিত বহিষ্পবমান-স্তোত্রগানের অনুকরণে করা হয়েছিল। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের বহির্দেশে বহিষ্পবমানস্তোত্র গান করার বিধি ছিল। গান্ধর্বশ্রেণীর গান বৈদিকোত্তর নাম, সুতরাং বেদাচারের অনুবর্তন যে নাট্যগীতি গন্ধর্বগানের সঙ্গে সঙ্গে নাটকেও হবে এতে আর আশ্চর্য কি! প্রাচীন নাটকে বহির্গীতের নাম ছিল বর্ধমানকগীতি। মুনি ভরত ও অভিনবভারতীকার অভিনবগুপ্ত বর্ধমানকগীতির পরিচয় দিয়েছেন। বর্ধমানকগীতি অনেকটা ধ্রুবাগীতির পর্যায়ভুক্ত ছিল। ধ্রুবাও ছিল নাট্যগীতি বা নাট্যধর্মী নিবদ্ধ প্রবন্ধ গান। সুতরাং তাল, লয়, ছন্দ ও সুর-সমন্বিত গান ছিল বর্ধমানকগীতি। অভিনবগুপ্ত বলেছেন: "ইহ বহির্যবনিকাঙ্গান্যেব পূর্বরঙ্গঃ, তানি চ গীতকানীত্যুৎথাপনানি ধ্রুবা-

রূপাণি” প্রভৃতি। শ্রীহর্ষ নাটকের পরিচয়ে ‘তৌর্যত্রিক’ অর্থ করেছেন রঙ্গ তথা পূর্বরঙ্গের প্রসঙ্গে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ থাকলেও বীণার সমাদরই ছিল বেশী। ‘তন্ত্রী’-শব্দে প্রধানভাবে তাই বীণাকেই বোঝাত। মুনি ভরত কুতপবিন্যাসের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন: “যত্তু তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোদ্যসমাশ্রয়ম্, গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ম্।” ‘নানাতোদ্যসমাশ্রয়ম্’ অর্থে অভিনবগুপ্ত বলেছেন: “নানাতোদ্য চতুর্বিধমাতোদ্যং ততং বীণাদি সুষিরং বংশাদি ঘনং তালবাদ্যাদি অবনদ্ধং মুরজাদি”। মোটকথা শুধু মুনি ভরতের মতে নয়, তাঁর পূর্বগ ভরতগণের অভিমতেও গান্ধর্বগানে বীণা, বংশ বা বেণু, ঘন ও তালবাদ্যাদির সমাবেশ থাকত। নাটকের মধ্যে ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল ও অভিজাত সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপের বিকাশ ও অভিব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। পরবর্তী যুগে তথা খৃষ্টীয় ৩য়—৫ম অব্দে এই নাট্যগীতি গান্ধর্বের ভিত্তিতে দেশী তথা আঞ্চলিক ও জাতীয় সুরগুলি রাগের কৌলিন্য লাভ ক’রে ভারতীয় সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। বর্তমানে যাকে আমরা ক্ল্যাসিক্যাল বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলি তার প্রাণকেন্দ্রই গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীত। মোটকথা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, রাগ, তাল ও ভাব-সমৃদ্ধ বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী সঙ্গীতকে প্রাণবান ও রূপায়িত করেছে আসলে বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল যুগের রঙ্গমঞ্চ ও নাটক। আজ হয়তো সে’কথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

পরিশেষে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীদেবকুমার বসুকে তাঁর এই আলোচনা-সভার আহবানের জন্য। সাংস্কৃতিক আলোচনার ভেতর দিয়েই জাতি বা দেশের সত্যকারের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ‘রত্ন-সাগর গ্রন্থমালার’ প্রকাশনের মাধ্যমে বাঙ্‌লাদেশের উজ্জ্বল সংস্কৃতির সেবাকার্যে যে আত্মনিয়োগ করেছেন দেশবাসীর কাছে তা’ আদর্শস্থানীয়। এ’ ধরণের আলোচনা-সভার ধারা প্রতিটি গ্রন্থ-প্রকাশনার কেন্দ্রস্থলকে নিয়ে গড়ে উঠুক এই আমরা প্রার্থনা করি।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

নাট্যতত্ত্ব ও বাঙলা নাটকের বিচার

বাঙলা নাটক নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে তাকে কোন মতেই পর্য্যাপ্ত বলা যায় না। বাঙলা নাটকের গঠন-রীতি থেকে আরম্ভ করে পূর্ব্বাচার্য্যদের নাট্য রচনা বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। বাঙলার জনশিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে বাঙলা নাটক, যাত্রা, কথকতা, প্রভৃতি অংশ নিয়েছিল,—এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। বর্ত্তমানে ছায়া-ছবির প্রতিযোগিতায় বাঙলার নাট্যশিল্প বিপন্ন হয়ে উঠেছে। এই সময়ে শ্রীদেবকুমার বসু নাটকের যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, তাতে তিনি বাঙালীর ধন্যবাদের পাত্র। নূতন ও পুরাতন নাটকগুলি এক জায়গায় দেখলে বাঙালী পাঠক, গবেষক, নাট্যকার, অভিনেতা, সকলেই প্রীত হবেন; নাটকের চর্চ্চায় অগ্রসর হবেন: প্রাচীনের গবেষণা এবং নূতনের সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হবে।

এই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবার উৎসাহ সঞ্চারের জন্য এই পুস্তকাটি প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রকাশিত নাটকের তালিকা বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ছাত্রদের প্রয়োজন মিটাবে বলেই আশা করা যায়।

বাঙলা দেশে এই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, কোন বিদেশী মহিলা ফুলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কচুরি পানা বাঙলা দেশে লইয়া আসেন। ইহা হইতে বাঙলার সর্ব্বত্র কচুরি পানা ছড়াইয়া পড়ে। বাঙলা দেশে নাটকের অভিনয় আরম্ভের সহিত এই ঘটনার একটা বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালী ইউরোপীয় মনোভাবে পরিপুষ্ট হইয়া যখন আমোদ-প্রমোদ ব্যাপারে বাঙলার যাত্রা, পাঁচালি, কবি, হাফ-আখড়াই, প্রভৃতির রস ও রুচি সম্বন্ধে আন্তরিক ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা পোষণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন ইংরাজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ ইংরাজি নাটক হইতে আবৃত্তি অথবা ইংরাজি নাটকের আংশিক বা সম্পূর্ণ অভিনয় দ্বারা নূতন ধরনের ইউরোপীয় রুচি-সম্মত আমোদ প্রমোদ পরিবেশন করিতে থাকে।

ইংরাজি-শিক্ষিতদের প্রশংসাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া ইংরাজি শিক্ষায় অনুরাগী ধনীরা তাঁহাদের গৃহে অস্থায়ী মঞ্চ স্থাপন করিয়া ইংরাজি নাটক অভিনয় করিতে থাকেন।

বলা বাহুল্য যে, এই প্রচেষ্টা কচুরি পানার মতই দেশের মাটিতে শিকড় প্রবেশ করাইতে পারে নাই। নাটকের অভিনয় সহরের মধ্যে ইংরাজি-শিক্ষিত ধনীদের সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের জাতীয় জীবনে তখনও ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রবেশ করে নাই বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয় নাই। সংস্কৃত নাটক যেমন ব্রাহ্মণ-শাসিত; সংস্কৃত-প্রভাবিত সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রাকৃত নাটকাদি প্রচলিত ছিল, ইহাও কতকটা সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে।

তাই বাঙলা দেশে প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সহিত বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত দেশী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ব্যবধান প্রায় ৪০ বৎসর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইংরাজি-শিক্ষা প্রসারের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটা যুগান্তর ঘটিয়াছিল, যাহাতে অনেক বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে বাঙালী ইউরোপীয় মনোভাব সম্পন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙালী তাহার বাঙালীত্ব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। তাই নাটক যখন বাঙালীর জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইল, তখন তাহা আর একান্তভাবে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকৃতি রহিল না।

এক জাতীয় দুইটি অনুষ্ঠান পাশাপাশি প্রচলিত থাকিলে পরস্পরের প্রভাব পরস্পরের উপর পড়িয়া থাকে। সংস্কৃত নাটকের সহিত প্রাকৃত নাটক প্রাচীন ভারতে বহুদিন ধরিয়া পাশাপাশি প্রচলিত থাকায় সংস্কৃত নাটকের বিদূষক প্রাকৃত নাটকের এবং তথা হইতে আধুনিক কথ্য ভাষায় রচিত যাত্রায় ভাঁড়-রূপে দেখা দিল এবং প্রাকৃত নাটক ও যাত্রার নৃত্য-গীতের বাহুল্য কোনও ছিদ্রপথ দিয়া সংস্কৃত নাটকে প্রবেশ করিল। সেইরূপ যাত্রা, প্রভৃতির পাশে ইউরোপীয় আদর্শে রচিত নাটক প্রচলিত হইবার ফলে বাঙলা যাত্রা রচনা ও অভিনয়ের রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং নাটকের ইউরোপীয় আদর্শ বাঙালীর জাতীয় আদর্শকে অনেকখানি স্থান ছাড়িয়া দেয়।

তাই বাঙলা নাটকের বিচার করিতে গেলে বাঙলা নাট্যশাস্ত্র রচনা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে; সংস্কৃত বা ইউরোপীয় নাট্য-শাস্ত্রের প্রচলিত নির্দ্দেশ অনুসারে বিচার করিলে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর সকল দেশেই নাটকের উৎপত্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে সমাজ-জীবনকে অবলম্বন করিয়া ইহা প্রসারিত হইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নাটক যখন একান্তভাবে কাব্য-সাহিত্যরূপে বিবেচিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ নাটকের বিষয়-বস্তু হইয়া উঠে। দেশ ভেদে যেমন ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, নাটকের আদর্শ, গঠন ও আঙ্গিক ও এক-এক দেশে এক-এক রূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বাঙালীর ধর্ম্মবোধ এবং সংস্কৃতি ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই বলিয়াই বাঙলা নাটক পুরাপুরি ইউরোপীয় হইয়া উঠে নাই। বাঙালীর সমাজ-জীবনে যাহা অসম্ভব ও অবাস্তব তাহা রস ও রুচির দিক দিয়া যত উন্নতই হোক না কেন, বাঙালীর জাতীয় সম্পদ হইয়া উঠিতে পারে না। যে সামাজিক পরিবেশে গ্রীক নাটক গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ইংলণ্ডে অথবা ফরাসীদেশে ছিল না বলিয়া সেক্‌স্‌পীয়ারের ও মোলিয়ারের হাতে নাটক রচনার আদর্শ নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ড বা ফরাসী দেশের মত সমাজ-জীবন বাঙলা দেশে কখনও ছিল না বলিয়া বাঙলা নাটক অন্যতর হইতে বাধ্য। এমন কি, সংস্কৃত নাটকের ব্রাহ্মণ-শাসিত পরিবেশ বাঙলা দেশে অনেক শিথিল ছিল বলিয়া বাঙলা নাটক সংস্কৃত নাটকের আদর্শও পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে স্থূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন —শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। রূপকাদি অভিনয়-সাপেক্ষ কাব্য এই দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে রূপক নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। বর্ত্তমান ভাষায় অবশ্য রূপকাদি অভিনয়সাপেক্ষ কাব্যকেই নাটক বলা হয়।

ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, দৃশ্যকাব্য একাধারে দৃশ্য এবং কাব্য। ইহা দ্বারা বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব, এই ত্রিবিধ উপাদানের সংযোগে সামাজিকচিত্তে রসের উদ্রেক হইয়া থাকে। রস ব্যতিরেকে কোনও অর্থেরই প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না।

ভরতের মতে দৃশ্যকাব্য শুধুই মূক আঙ্গিক অভিনয়াত্মক নহে—বাচিক অভিনয়ের স্থানও তুল্যভাবেই প্রধান ; সুতরাং দৃশ্যকাব্যের অভিনেয় এবং পাঠ্য দুই অংশই সমভাবে বিদ্যমান। নাট্যশাস্ত্রে আছে—

বাচি যত্নস্তু কর্ত্তব্যো নাট্যস্যৈষা তনুঃ স্মৃতা।
অঙ্গ-নৈপথ্য-সত্ত্বানি বাক্যার্থং ব্যঞ্জয়তি হি ॥
বাঙ্‌ময়ানীহ শাস্ত্রাণি বাঙ্‌নিষ্ঠানি তথৈব চ।
তস্মাদ্‌বাচঃ পরং নাস্তি বাগ্‌ঘি সর্বস্য কারণম ॥

অভিনবভারতী "বাচি যত্নস্তু কর্ত্তব্য" এর টীকায় বলিয়াছেন যে, ইহা কবিগণ রচনাকালে এবং নট প্রয়োগকালে করিবেন।

কাজেই দেখা যায় যে, সংস্কৃত নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য সামাজিক চিত্তে রসের উদ্রেক করা। ইহা ত্রিবিধ উপাদান-সংযোগে কবিগণ রচনা দ্বারা এবং নটগণ প্রয়োগদ্বারা পরিবেশন করিবেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায় যে, কাব্যরস সৃষ্টির জন্য নাটকের পাত্র-পাত্রী দীর্ঘ প্রকৃতি বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে ; ইহাতে ঘটনার গতি সংযত হইলেও সামাজিক-চিত্তে অভিপ্রেত রসের উদ্রেক হইয়াছে এবং নাটক সফলতা লাভ করিয়াছে। এই প্রাথমিক সত্যটি বিস্মৃত হইলে সংস্কৃত নাটকের বিচার সহৃদয় হইবে না।

সুতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে কাহিনী বা প্লটের চমৎকারিত্ব, সংলাপ বা ডায়ালগের সরসতা, অভিনয়ের উৎকর্ষ নাটকের অপরিহার্য্য অঙ্গ হইলেও এগুলি সম্মিলিতভাবে দর্শকগণের চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করে তাহার বিচারদ্বারা নাটকের সফলতা বিচার করিতে হইবে। এককভাবে কাহারও উৎকর্ষদ্বারা নাটক সফল হয় না।

যে গ্রীক শব্দটি হইতে ইংরাজি ড্রামা শব্দটি আসিয়াছে, তাহার অর্থ হইল, যে কাজটি করা হইয়াছে। কিন্তু আদিমতম যুগের গ্রীক

নাটকে মঞ্চের উপর ক্রিয়া সম্পাদনের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরাতন ও প্রচলিত কাহিনীগুলিকে নূতন রূপে পরিবেশনের চেষ্টায় অপূর্ব্ব কাব্যের আবৃত্তি দ্বারা প্রাচীনতম গ্রীক নাটকের আরম্ভ; আবৃত্তিকালে পাত্রদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনকে নাটকীয় ঘটনার ক্রিয়া বলিয়া গ্রহন করা যায় না। এস্‌কাইলাস্, প্রভৃতি নাট্যকারগণ নাটকের প্রাণবস্তুরূপে মানুষে মানুষে, মানুষে সমাজে এবং মানুষে ভাগ্যে অহরহ যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাকেই প্রতিফলিত করিয়াছেন।

কাজেই, আধুনিকতর যুগের ইউরোপীয় নাটক যে প্রাচীনতম গ্রীক নাট্যতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা বলা যায় না। সে যুগের নাটকের প্রধান লক্ষণ হইল অভিনয়, কথার আগে কাজ, সংলাপের আগে নাচ, মনের ক্রিয়ার আগে দেহের ক্রিয়া। অর্থাৎ, অভিনয়দ্বারা কোন একটি ঘটনাকে দর্শকের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করাই প্রধান লক্ষ্য; ইহার ঘটনাই পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবে এবং চরিত্রগুলি ঘটনার গতিকে প্রভাবিত করিবে। সুতরাং আধুনিকতর যুগের ইউরোপীয় নাটকের আদর্শ গঠনে পূর্ব্বযুগের ইউরোপের সকল দেশেরই নাটকের আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিস্তারিতভাবে বলিতে গেলে, ইহাতে গ্রীক নাটকের ট্র্যাজেডি-তত্ত্বের প্রভাব, ল্যাটিন নাটকের অধিকতর বাস্তবমুখিতা ও কর্ম্মচাঞ্চল্যের সহিত বিভিন্ন দেশে প্রচলিত লোকনাট্যের নৃত্য-গীত, রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং বাস্তবজীবনের পূর্ণাঙ্গ অনুকৃতিপ্রচেষ্টা মিলিত হইয়া এই নাট্যাদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তব-জীবনের পূর্ণাঙ্গ অনুকৃতির চেষ্টা ছিল বলিয়া ইউরোপীয় সমাজে যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা লইয়াই সে যুগে নাটক রচিত হইতে থাকে।

মহাকাব্যের এবং পুরাণের বর্ণনাত্মক কাহিনীগুলিকে অভিনয়-সাপেক্ষরূপে রচনা করিয়াই গ্রীক নাটকের আরম্ভ। সুতরাং ইহাদের পাত্র-পাত্রী এবং ঘটনাবলী সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে পড়েনা। যতদিন মহাকাব্যের এবং পুরাণের রস, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ মানুষের মনকে আকর্ষণ করিয়াছে, ততদিন গ্রীক নাটকের আদর্শই নাটক রচনার আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

এইজন্ত গ্রীক নাটকগুলি বীর অথবা করুণ রসাত্মক। ইহাতে ঘটনা, স্থান এবং সময়ের ঐক্য ও সমন্বয় রক্ষা করার দিকে দৃষ্টি ছিল। অর্থাৎ, গ্রীক নাটকের আদর্শ অনুসারে নাটকের কাহিনী একটিমাত্র ঘটনাকে আশ্রয় করিবে; নাটকীয় ঘটনাটি একই স্থানে ঘটিবে এবং নাটক অভিনয়ে যতটুকু সময় লাগিবে, ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবে সেই সময়ের মধ্যে ঘটিবে।

কিন্তু সমাজ যখন নাটককে আমোদ-প্রমোদের একটি বিশিষ্ট রীতিরূপে গ্রহণ করিল, তখন সামাজিকগণকে আনন্দ দিবার উদ্দেশ্যে নাটক রচনা করিতে গিয়া গ্রীকনাটকের ত্রিগুণের সমন্বয় ও ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব হইল না। একাধিক ঘটনার সমাবেশ, বিভিন্ন স্থানে ও কালে ঘটনার সংঘটন এবং দীর্ঘ সময়ে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী লইয়া নাটক রচিত হইতে থাকে। রসের দিক দিয়া অথবা অভিনয়-সফলতার দিক দিয়া বিচারে এইভাবে রচিত নাটককে সার্থকই বলা হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে উপন্যাসের ন্যায় নাটকেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আদর্শের বিরোধী বলিয়া সমসাময়িককালের সমালোচকেরা ইহাদের যতই নিন্দা করিয়াছিলেন, ততই ইহারা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং কালক্রমে উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া স্বীকৃত হইল।

নাটক রচনার রীতি আরও নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। অন্যান্য শ্রব্যকাব্যের মত অভিনয়-নিরপেক্ষ সংলাপ-প্রধান রচনায় সাজ-সজ্জা, দৃশ্যপট এবং মঞ্চে পাত্র-পাত্রীর গতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বন্ধনীর মধ্যে সংযোজন করিয়া অনেক পাঠোপযোগী নাটকও রচিত হইয়াছে এবং সমালোচকগণ ইহাদিগকে নাটক বলিয়া স্বীকারও করিয়া লইয়াছেন।

সুতরাং নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রশ্নই মনে আসে যে, নাটক কাহাকে বলিব। অন্ততঃ কোন কোন লক্ষণ নাটকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে নাটকের একটা মোটামুটি সংজ্ঞা ঠিক করা যাইতে পারে।

নাটকের লক্ষণ অনেকাংশে তাহার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে নাটক রচনার উদ্দেশ্য কি তাহাই দেখিতে হইবে।

নাটকের উদ্দেশ্য কি বলিতে গেলে আচার্য্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আলোচনায় আসিতে হইবে। ভরত বলিয়াছেন যে, নাটকের উদ্দেশ্য সামাজিক-চিত্তে রসের উদ্রেক করা। সুতরাং ইহার লক্ষ্য দর্শক সমাজ; নাট্যকার দর্শকগণের চিত্তে যে রসের উদ্রেক করিতে চাহেন তাহা তিনি রচনাকালে উপযুক্ত বাক্যবিন্যাসদ্বারা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ অভিনয়দ্বারা দর্শকগণের চিত্তে সঞ্চারিত করিবেন। দর্শকের চিত্ত জয় করিতে হইলে কাহিনী যেভাবে বিন্যাস করা দরকার, নাট্যকার সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন।

সুতরাং নাটকের মূল কথা হইল, বাক্যবিন্যাস ও অভিনয়। এই দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়া নাটকের পাত্র-পাত্রী পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। নাটকে কাহিনীর প্রয়োজন; ইহাদ্বারা চরিত্রগুলি পরিপূর্ণ ও প্রাণবান হইয়া উঠিবে। কাহিনীর ঘটনাগুলি অভিনীত হইবার সময়ে মনুষ্যচরিত্রের যে পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে তাহাই দর্শকদের চিত্তে রসের সঞ্চার করিবে। তাই, নাটকে শুধু কাহিনী অথবা ঘটনা-পরম্পরা থাকিলেই চলিবে না; ইহাতে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক ক্রিয়াদ্বারা সাধারণ বা অসাধারণ চরিত্র-রূপ প্রকাশ পাইবে।

সংলাপ নাটকের অপরিহার্য্য অঙ্গ; কিন্তু ইহা তখনই সার্থক যখন নাটকের পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকে প্রকাশ করিতে সহায়ক হইবে। কাজেই শুধু সংলাপ থাকিলেই কোন রচনা নাটক হইয়া যায় না। সংলাপ সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ইহা অতি দীর্ঘ না হইয়া উঠে; কারণ তাহাতে অভিনয় সংক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে এবং রচনা আবৃত্তি-প্রধান হইয়া উঠিবে।

অবশ্য প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিভঙ্গী এবিষয়ে ভিন্ন প্রকার ছিল। তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সংলাপকে ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বক্তৃতা এরূপ কবিত্বপূর্ণ যে ইহাদের দ্বারা কোন-না-কোন সঞ্চারী রসের সৃষ্টি হইত এবং পরিণামে স্থায়ী রসকে পরিপুষ্ট করিত। গ্রীক এবং সংস্কৃত নাটকে কাহিনী বা

ঘটনার প্রাধান্য কম ছিল বলিয়া অন্যদিকে পূর্ত্তির ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার যে অবসর বাহুল্য ছিল, তাহার ফলে সে সময়ে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ নাটক সৃষ্টির অবকাশ ঘটিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানের কর্ম্মবহুল যুগে একই অধিবেশনে নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অভিনীত হয়। সুতরাং যতক্ষণ দেহ এবং চক্ষুকর্ণের পীড়াদায়ক না হয়, ততক্ষণের মধ্যে কাহিনীটিকে শেষ করিতে হইবে। এইজন্য নাটকে ঘটনার সমাবেশ সম্বন্ধে নাট্যকারকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে চরিত্র-সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য্য ঘটনা বাদ পড়িয়া না যায় এবং অনাবশ্যক ঘটনার সমাবেশে কাহিনী অযথা দীর্ঘ না হয়।

নাটকের কাহিনী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাবেশে চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। সর্ব্বত্রই বিপরীতের সমাবেশ ও সংঘাত নাটকের প্রাণ। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত হইতেই কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি হইতে থাকে এবং ঘটনা-পরম্পরায় একটি চরম সঙ্কটময় অবস্থায় উপনীত হয়। নাট্যকার তাঁহার অভিপ্রেত রস সৃষ্টি করিতে এই চরম অবস্থার পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন; এই সংঘাতে যে পক্ষ জয় লাভ করিবে সেই পক্ষের আদর্শ অনুসারে নাটকের পরিণতি বা ফলশ্রুতি নির্দ্ধারিত হইবে।

নাটকের কাহিনী পরিকল্পনায় ফ্রেটাগের (Freytag) পিরামিডাকৃতি গঠনরীতি বিশেষ প্রচলিত। ফ্রেটাগ নিম্নলিখিতরূপ জ্যামিতিক রেখাচিত্র দ্বারা নাটকের কাহিনীর প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন,—
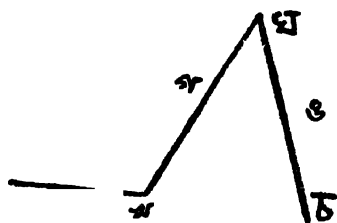
ক—ভূমিকা—দর্শক যাহাতে নাটকের ঘটনাবলী সহজে অনুধাবন করিতে পারে, তাহার জন্য যে সকল তথ্য তাহার জানা আবশ্যক সেগুলি প্রথমেই তাহাকে জানাইতে হইবে। সাধারণতঃ ভূমিকা যেমন মূল

গ্রন্থের অপরিহার্য্য নয়, নাটকেও সেইরূপ মূল কাহিনীর সহিত ইহার সংশ্রব অল্প। এইজন্য চিত্রে ইহাকে পিরামিডের পটভূমিরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

খ—জটিলতার বীজ—সাধারণতঃ প্রথম অঙ্কের যে-কোন দৃশ্যে নাটকীয় সংঘাতের সূত্রপাত ঘটাইতে হইবে।

গ—সংঘাতের আরম্ভ—জটিলতার বীজ যে সংঘাতের সৃষ্টি করিবে এবং যাহা কাহিনীকে চরম পরিণতির দিকে চালিত করিবে তাহা এই সময়ে আরম্ভ হইবে।

ঘ—চরম সঙ্কট—এই সঙ্কটের পরিণতি দ্বারা কাহিনীর পরিণতি নির্দ্ধারিত হইবে। চরম সঙ্কট সৃষ্টির সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নাটকের ঘটনা-পরম্পরায় ইহা যেন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘটা সম্ভব হয়।

ঙ—ঘটনার অবরোহণ—সংঘাতের ফলাফল দ্বারা নির্দ্ধারিত পরিণতির সূত্রপাত এই অবরোহণ হইতে আরম্ভ। এই অবরোহণ হইতে ইউরোপীয় নাটকের শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, অর্থাৎ নাটক ট্র্যাজেডি অথবা বিষাদাত্মক, কমেডি অথবা মিলনাত্মক, বা রোমান্স অথবা অসাধারণ হইবে তাহা নিরূপিত হয়।

চ—সমাপ্তি বা পরিণতি—ইংরাজিতে ইহাকে Catastrophe অথবা Denoument বলা হইয়াছে। অভিধানে শব্দ দুইটির যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের নাটক-সম্পর্কে প্রযুক্ত অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাদের সমাপ্তি বা পরিণতি বলাই সঙ্গত। ঘটনার অবরোহণ যে সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতিতে সমাপ্ত হইবে, তাহাই নাটকের সমাপ্তি।

নাটকের পরিণতি সম্বন্ধে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। কাহিনীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইবে, তাহা ভালোর সহিত মন্দের দ্বন্দ্ব ; এই মন্দ ভালোকে নিপীড়িত করিবে এবং পরিণামে হয়তো তাহার ধ্বংস সাধন করিবে। দর্শকের মন ভালোর দুর্দ্দশায় বিষাদ অনুভব করিবে, কিন্তু মন্দের মধ্যেই তাহার আত্মঘাতের বীজ নিহিত আছে বলিয়া তাহার ধ্বংসও অনিবার্য্যরূপে দেখা দিবে এবং সমাজ ও সংসারে

আবার ভালো সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। দর্শকগণ আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করিবে।

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কাহিনীর আরোহণ ও অবরোহণ হইতে উৎপন্ন রস যাহাতে সহজভাবে দর্শকের মনে সঞ্চারিত হইতে পারে তাহার জন্য কাহিনীকে উপযুক্তরূপে ভাগ করা হয়। মুখ্য বিভাগ অঙ্ক নামে এবং উপ-বিভাগ দৃশ্য নামে পরিচিত। সাধারণতঃ নাটক পঞ্চমাঙ্ক হইয়া থাকে এবং প্রতি অঙ্কে ৬ হইতে ৮টি দৃশ্য থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে, একথা বলা যায় না।

যাই হোক, নাটক বলিতে আমরা এরূপ একটি কাহিনী বুঝিব যাহার ঘটনাবলী সংলাপ ও অভিনয় দ্বারা রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হয়। সংলাপ ও ক্রিয়াকলাপ হইতে নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে তাহাদের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ঘটনার পরিণতি হইতে দর্শকগণের মনে একটি বিশেষ রসের উদ্রেক হয়। সুতরাং নাটকের বিচারে দেখিতে হইবে যে, কাহিনীর পরিণতি দর্শকচিত্তে রসের উদ্রেক করিয়াছে কিনা ; এই রস নাটকের পাত্র-পাত্রী অভিনয় এবং সংলাপ দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে কিনা। কাহিনীর গতির সহিত দর্শকচিত্তের গতি এক সূত্রে গ্রথিত না হইলে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যাইবে না। তাই স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এগুলিকে নাটকের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ধরিলে নাটকের ব্যাকরণ-সম্মত বিচার হইতে পারে, রসের বিচার হইবে না।

বাঙালা নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে নাট্যতত্ত্বের এই কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা নাটকের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দু' এক কথা

বাংলা নাটকের অর্থাৎ মঞ্চে-অভিনেয় বাংলা নাট্য রচনার বয়স একশো বছরের কিছু বেশী হয়েছে। নাট্যকারের এবং নাটকের সংখ্যাও, একশো বছরের তুলনামূলক হিসাব নিকাশের দিক দিয়ে, একেবারে উপেক্ষণীয় নয়; বরং উল্লেখযোগ্যই। কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, ঘরে-বাইরে যে পরিমাণ প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি তার প্রাপ্য, আজও সে তা' পায়নি। এই ন্যায্য পাওনা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে—একাধিক এবং বিশেষতঃ মারাত্মক একটি কারণে। বিশেষ কারণটি এই যে আমাদের ঘরের লোকের এমন একটা স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে যে পরে প্রশংসা না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁরা ঘরের কোন জিনিসকে সমাদর করবেন না। পরে কিছু বলেনি বলেই ঘরের এঁরা অবিরাম বলে চলেছেন—বাংলায় আবার নাটক কোথায়? এ মাটিতে আর যাই হোক নাটক জন্মাতে পারে না···অর্থাৎ এঁরা বলতে চান—এই একশো বছর ধরে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যতো নাটক অভিনীত হয়েছে, এতকাল যারা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর দর্শকদের চিত্ত তৃপ্ত করে এসেছে, তারা "নাট্য"—পদবাচ্য নয়—যেন তাদের না আছে নাটকের দেহ না আছে নাটকের আত্মা। আগেই বলেছি—ঘরের লোকের এই মনোভাবের প্রধান কারণ—পরের কাছে বাংলা নাটকের প্রশংসা না পাওয়া।

পরের কাছে প্রশংসা পাওয়া যে বাংলা নাটকের পক্ষে কতখানি কঠিন সমস্যা তা' কেউই ভেবে দেখতে চান না। এই সমস্যা সম্পর্কে "এলান হেরিস"—ইংরেজিতে অনূদিত ষ্ট্রীণ্ডবার্গের আটখানি বিখ্যাত নাটকের সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় যে চমৎকার কথাটি লিখেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"In literature too, as in politics it is harder (other things being equal) for the small nation to make itself heard

in the world, and in proportion to its peripheral position, to the narrow diffusion, peculiarity and difficulty of the language, its productions will be handicapped in attaining international currency." ছোট ছোট জাতির পক্ষে, যেমন রাজনীতিতে তেমনি সাহিত্যেও, জগৎকে নিজের কথা শোনানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাঙালীর পক্ষে এই কথা আরো বেশী প্রযোজ্য নয় কি? ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে বাংলা ছিল অন্যতম একটি প্রদেশ মাত্র এবং বাংলা ভাষা ছিল অপাংক্তেয়। স্বাধীন ভারতেও বাংলা ভারতের অন্যতম একটি রাজ্য এবং তার ভাষা অন্যান্য রাজ্য-ভাষার মতোই অ-রাষ্ট্রভাষা। অর্থাৎ বাংলা ভাষা কখনই ভারতের বাইরে—"ভারতীয় ভাষা" হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। বাঙালী জাতির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন—ভারতবর্ষে এবং জগৎ সভায় বড় আসন পাওয়ার প্রশ্ন—জড়িত হয়ে আছে, এ কথাটা আমরা যত কম ভুলব ততই আমাদের মঙ্গল। মনে রাখতেই হবে—বহু সীমাবদ্ধতার বাধা ঠেলে বাংলা নাটককে বিশ্বনাট্য সভায় আসন সংগ্রহ করতে হবে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের নিরুপায় অবস্থাটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব। অধ্যাপক এলারডাইস নিকল ১৯৪৯ খৃঃ "বিশ্বনাট্য" নামক যে বিরাট গ্রন্থখানি লিখেছেন, তার দশম পর্বে তিনি প্রাচ্য দেশীয় নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে সামান্য দু' একটা কথা বলেই ভারতীয় নাট্য রচনার ইতিহাস শেষ করেছেন। বাংলা নাটকের নাম গন্ধও তাতে নেই। বাংলা নাটক নিশ্চয়ই এতখানি উপেক্ষার পাত্র নয়। অন্যান্য নাটকের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, রূপক সাংকেতিক নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাটক অবশ্যই একটু স্থান দাবী করতে পারে। আর এমনও নয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক সম্বন্ধে ইউরোপের কোন ধারণাই নেই তবু এতখানি শোচনীয় উপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববন্দিত কবির রচনাও যেখানে এইভাবে উপেক্ষিত, সেখানে অন্যের সমাদরের মাত্রা সহজেই অনুমেয়।

বলা বাহুল্য, বাঙালীর রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা অনুরূপ হলে সমালোচকদের মনোভাবও নিশ্চয় ভিন্নরূপ হতো।

পরের আদর পাওয়া বাংলা নাটকের পক্ষে তখনই সম্ভব হবে, যখন ঘরের লোকে বাংলা নাটককে যথাযোগ্য সম্মান দিতে শিখবে এবং অপরে উপেক্ষা করলে উপযুক্ত প্রতিবাদ করে, বাংলা নাটকের রূপ-রসের মহিমা প্রচার করে, তার প্রাপ্য মর্যাদা উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে। দশের দরবারে বাংলা নাটককে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক, মঞ্চশিল্পী, পুস্তক প্রকাশক, সকলকেই সঙ্কল্প সামনে রেখে একযোগে কাজ করতে হবে। শুধু মৌখিক সঙ্কল্পই যথেষ্ট নয়: এজন্য যা যা করা দরকার তা করতে হবে। জাতীয় নাট্যশালার দাবী বহুদিনের। এই দাবী পূরণ করতে সরকারকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে। এই 'জাতীয় নাট্যশালা'ই হবে নাট্যবিদ্যার আদর্শ প্রয়োগস্থল—গবেষণাগার। এখানে কোন অশিক্ষিতপটু নাট্যকার, অভিনেতা প্রযোজক ও মঞ্চশিল্পীর স্থান থাকবে না। নাট্যবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা পারদর্শী হবেন তাঁরাই শুধু এখানে স্থান পাবেন। আগেই বলেছি—অশিক্ষিতপটুর স্থান এখানে থাকবে না; এখানকার সকলেই হবেন—শিক্ষিতপটু। এই শিক্ষিতপটু বা পারদর্শী নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক ও মঞ্চশিল্পী তৈরী করবার জন্য অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিদ্যার স্বতন্ত্র "ফ্যাকাল্‌টি" প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নাট্যশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলনের জন্য, বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অবিলম্বেই উদ্যোগী হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার "নৃত্য-নাট্য-সংগীত-একাডেমি" প্রতিষ্ঠা ক'রে নাট্যবিদ্যানুশীলনের শুভ সূচনা করেছেন; এজন্য সরকার অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু বলা বাহুল্য একাডেমিকে স্বতন্ত্র "চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র অথবা কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'কনষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজ'-এর মর্যাদায় উন্নীত না করা পর্যন্ত, অর্থাৎ একাডেমিতেই স্নাতক উপাধির এবং স্নাতকোত্তর উপাধির এবং গবেষণার বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত, নাট্যবিদ্যা চর্চা স্থায়ী এবং গৌরবময় প্রতিষ্ঠা পাবে না।

সকলে না জানলেও অনেকেই জানেন—বিংশ শতাব্দীর দশক থেকে আমেরিকার এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক তার স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানকার শিক্ষাধিনায়করা উপলব্ধি করেছেন—নাটক সাহিত্য বটে, কিন্তু ফলিত সাহিত্য অর্থাৎ প্রয়োগ-সাপেক্ষ বিদ্যা। নাটকের এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য এবং নাট্যবিদ্যার গুরুত্ব আমাদের দেশের শিক্ষানায়করা যত সত্বর উপলব্ধি করবেন, ততই আমাদের মঙ্গল। শুধু মৌখিক আক্ষেপ প্রকাশ করে শিক্ষাধিনায়করা যদি তাঁদের কর্তব্য সমাধান না করতে চান, তা'হলে তাঁদের অবিলম্বে নাটককে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে কলেজে পৃথক বিভাগ স্থাপনা করে নাটকের বিশেষ অধ্যাপনার ব্যবস্থা করতে হবে। নাট্যবিদ্যার ব্যাপক অনুশীলনের ফলে নাট্যরুচি উন্নত হ'লে, অবশ্যই নাট্যরচনা, নাট্যসমালোচনা নাট্যাভিনয় নাট্য-প্রযোজনা উন্নত হবে এবং সব কিছুকেই তখন উন্নত "মান" রক্ষা করে চলতে হবে। তখন নাট্যকার, নাট্যসমালোচক, অভিনেতা, প্রাযোজক—কারো পক্ষেই সহজে হাততালি পাওয়া সম্ভব হবে না। সেই সুদিন না আসা পর্যন্ত, বাংলা নাটকের বিশ্বনাট্যসভায় আসন লাভ করার আশা দুরাশা। সেদিন যখন আসবে তখন এমন একদল সমালোচক আসবেন যাঁরা বাংলা নাটকের অতীত ও বর্তমান কীর্তিকে দশের কাছে জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রচার করবেন, এমন একদল অভিনেতা ও প্রযোজক আসবেন যাঁরা বাংলা নাটকের রূপ—রসকে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে দশের কাছে উপস্থাপনা ও সঞ্চার করতে পারবেন এবং সেইদিন এমন সব নাট্যকার আসবেন যাঁরা কিছুতেই কৃত্রিম রূপ, কৃত্রিম আবেগ এবং বহু-খুঁতে-ভরা কাহিনী রচনা করতে উৎসাহিত হবেন না।

সেই সুদিনটিকে এগিয়ে আনার জন্য আজ নাট্যামোদীদের মঞ্চনাট্য-চিত্রনাট্য-রসিকদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। বলা বাহুল্য, সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, সমালোচক, পরিচালক, নাট্যকার, পেশাদার রঙ্গমঞ্চ, অপেশাদার অভিনেতৃ-সংঘ, সংবাদপত্র-পরিচালক, পুস্তক-প্রকাশক, সকলকেই এজন্য আরও বেশী উদ্যোগী হতে হবে

উদ্যোগী হওয়ার অর্থ—(ক) নাট্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং কলেজে স্বতন্ত্র নাট্য বিভাগ (মঞ্চ ও চিত্রনাট্য-বিভাগ) স্থাপনা করা। (খ) জাতীয় নাট্যশালা এবং ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা (গ) প্রতিনিধিস্থানীয় বাংলা নাটকের অনুবাদ এবং অভিনয় বিভিন্ন দেশে প্রচার এবং প্রদর্শন করা। (ঘ) উন্নত মানের নাটক-রচনার অভিনয়ের এবং প্রযোজনার জন্য নাট্যকার, অভিনেতা এবং প্রযোজকদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কামনা ঐকান্তিক হলে, অর্থাভাবের অজুহাত নিশ্চয়ই উঠবে না। এক সঙ্গে সবটুকু কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারা যাবে না—এই মনে করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কোন দিনই লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না। আশা করি এ বিষয়ে নাট্য-রসিকরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত।

বাংলা নাটকের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নানাদিকেই যখন সামান্য একটু আগ্রহ ফুটে উঠেছে, সেই সময়ে শ্রীমান দেবকুমার বসু বাংলা নাটকের প্রদর্শনী করতে এবং বাংলা নাটকের একখানি 'তালিকা-গ্রন্থ' প্রকাশ করতে উদ্যোগী হ'য়ে প্রত্যেক বাঙালীর কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বাংলা নাটক সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষ পঠন-পাঠন করবেন, এই 'তালিকাগ্রন্থ'খানি তাঁদের পরম সহায় হবে। বাংলার নাট্য-সম্পদের পরিচয় বাঙালীর চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্য শ্রীমান দেবকুমার যে চেষ্টা করেছেন, আশা করি তাঁর সেই চেষ্টা সার্থক হবে। বাঙালী তার নাট্য-সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন হলে এবং নাট্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করলে, শ্রীমান দেবকুমারের পরিশ্রম সফল হবে।

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য

বাংলা নাটকের ধারা

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবের সংস্পর্শে বাঙালীর যে সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটল তার সবচেয়ে সার্থক রূপ পরিস্ফুট হলো বোধ হয় নাটক ও নাট্যশালার মধ্যে। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন ক'রে যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী ও হাফ-আখড়াই প্রভৃতি লৌকিক আনন্দরসের উপায়গুলি সাময়িক ভাবে জনচিত্তের সম্বর্ধনা লাভ করেছিল; কিন্তু বিদেশী শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে সমাজের যে রুচি ও রস-পরিবর্তন হচ্ছিল তার সঙ্গে এই সব ধর্মমূলক লৌকিক সংগীতগুলি বেশীদিন খাপ খাইয়ে চলতে পারলে না এবং ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অবলোপের মধ্যে তারা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। প্রাচীন আনন্দরসের ধারা অবলুপ্ত হলো, জনগণের চিত্ত চাইল নবতর আনন্দরসের ধারা—আঘাতে বেদনায় যে রসের ধারা উদ্বেল হয়ে ওঠে, বাস্তব মানুষের মৃত্তিকা আশ্রয় ক'রে যে ধারা প্রবাহিত হয় তারই দাবী ধ্বনিত হলো। নাট্যশালা স্থাপিত হলো, নাটকের অভিনব রস-সিঞ্চনে জনচিত্ত সঞ্জীবিত হলো।

প্রথমে বিদেশী নাট্যমোদী ব্যক্তিদের দ্বারা নাট্যশালা স্থাপিত হলো; তারপরে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁদের গৃহপ্রাঙ্গণে নাট্যশালা স্থাপন করেন। অবশ্য সেই সব নাট্যশালা মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণ সে-সব স্থানে প্রবেশ করবার সুযোগ পেত না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হলো, নাট্যভারতী জনগণের সম্মুখে এসে তার অবগুণ্ঠন মোচন করলেন। নাট্যশালা শুধু প্রমোদ-কেন্দ্র নয়, জাতীয় জীবনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো।

অনূদিত নাটক নিয়েই বাংলা নাট্যসাহিত্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো। ইংরেজি নাটকের অনুবাদ এবং পরে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ কিছুকাল চলল। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হলো মৌলিক নাটক দু'খানি—তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের

কীর্তিবিলাস। এই দু'খানি নাটকের লেখকই পাশ্চাত্য নাট্যধারা অনুসরণ ক'রে নাটক রচনা করলেন। বাংলা নাটকের পরবর্তী কালের গতি ও প্রকৃতির একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

মৌলিক নাটকের প্রথম যুগে বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা নাট্যকারদের উপজীব্য ছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি তৎকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। মাইকেল মধুসূদনের পূর্বে নাটকের আঙ্গিক সংস্কৃত নাটককে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু মধুসূদনই পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিককে দৃঢ় ও চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাংলা নাটকে। সার্থক ট্র্যাজিক চেতনা তিনিই সর্বপ্রথম আনয়ন করলেন।

সামাজিক নাটকের যুগ শেষ হবার পর আরম্ভ হলো ঐতিহাসিক নাটকের যুগ। এই যুগের সর্বপ্রধান নাট্যকার হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ঐতিহাসিক নাটককে অবলম্বন ক'রে জাতীয় ভাবোদ্দীপনায় নাট্যালয় গুলি মেতে উঠলো। রাজপুত কাহিনীই প্রধানত জাতীয় ভাবরঞ্জিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রেরণা জুগিয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষ কুড়ি বছর পৌরাণিক নাটকের গৌরবময় স্বর্ণযুগ। এই যুগের চালক হলেন গিরিশচন্দ্র। তৎকালীন লোকের ধর্মোন্মাদনার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত ধর্মপ্রাণতা মিলিত হলো। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি ধর্মজীবনের এক নোতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন। তার স্বাক্ষর ফুটে উঠলো তাঁর ধর্মমূলক নাটকে। গিরিশচন্দ্রের সহযোগী রূপে তখন রাজকৃষ্ণ রায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি বহু পৌরাণিক নাটকরচয়িতা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সময় প্রহসনের আসর জমিয়ে রেখেছিলেন অমৃতলাল বসু।

বিশ শতকের গোড়ায় পুনরায় ঐতিহাসিক নাটকের অভ্যুত্থান হলো এবং এই সময়েই বোধ হয় ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণ-পরিণত রূপ দেখতে পেলাম। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতীয় জীবনের আশা ও বেদনার চূড়ান্ত রূপটি ফুটিয়ে তুললেন। দ্বিজেন্দ্রলাল

বাংলা নাটকের আঙ্গিকে বাস্তব মঞ্চচেতনা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বময় জগতের সন্ধান দিলেন।

নাটকের পূর্বতন ঐতিহ্য থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রধান নাট্যধারা প্রবর্তন করলেন। নাটকের প্রচলিত আঙ্গিকের প্রতি তিনি জানালেন সজাগ বিদ্রোহ। নাটককে প্রাচীনতর যাত্রাধর্মী করে তোলার দিকেই তিনি প্রবণতা দেখালেন। সাঙ্কেতিক নাটকের ধারা তিনিই বাংলা সাহিত্যে বহন ক'রে আনলেন। এদিক দিয়ে তিনি হ'য়ে রইলেন অনন্য।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা নাটকের ধারা শীর্ণ ও স্তিমিতভাবে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। অবশ্য আমরা মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের মত নাট্যকারকে পেয়েছি। কিন্তু নাটক ও নাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের নিতান্তই অভাব দেখা যাচ্ছে। সিনেমার প্রবল প্রতিযোগিতা আছে বটে, কিন্তু জাতির চিত্তভূমি থেকে নাটকের রস যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সর্ব্বনাশ রোধ করবার জন্য সম্মিলিত ও ঐকান্তিক চেষ্টা কোথায়? নাট্য-প্রচারের আদর্শ নিয়ে নানা আপেশাদারী নাট্যসংস্থা স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু নাট্যাভিনয় অতিমাত্রায় ব্যয়-সাপেক্ষ হওয়ায় তাদের কোন প্রগতিমূলক নাট্য-পরিকল্পনা রূপায়িত হতে পারছে না। প্রকাশকগণ সস্তা ধরণের গল্প-উপন্যাস ও রম্যরচনায় বাজার ছেয়ে ফেলেছেন, অথচ নাটক-প্রকাশনায় তাঁরা নিতান্তই অনিচ্ছুক। নাট্যকারগণও নাটক প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে এবং জগনণের উৎসাহ ও সম্বর্ধনা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে নাটক রচনায় আর কোন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এই সর্বব্যাপী জড়তা ও সর্বনাশী শৈথিল্য থেকে কি মুক্তির উপায় নেই? কিন্তু সেই উপায় বার করতেই হবে। নাটক বাঁচলে আমাদের রসচেতনা বাঁচবে, নাট্যালয়কে রক্ষা করতে পারলে আমাদের শিক্ষা ও আনন্দের ধারাকে রক্ষা করতে পারব। এইজন্য জনসাধারণের চিত্তকে আবার নাটক ও নাট্যশালার দিকে নিয়ে আসতে হবে।

'গ্রন্থজগতে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীদেবকুমার বসু বাংলা নাটকের একটি

প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রে নাট্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই সঙ্গে তিনি বাংলা নাটকের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাও কৌতূহলী নাট্যামোদী পাঠকের অনেক উপকারে আসবে ব'লেই মনে করি। নাটকের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি যে সাধু উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন তাতে সকলের সহযোগিতা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

অজিতকুমার ঘোষ

বাংলা নাটক

১৮৫২—১৯৫৭

১৮৫২

তারাচরণ শিকদার—ভদ্রার্জ্জুন

যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত—কীর্ত্তিবিলাস

১৮৫৩

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাবু নাটক

প্রেমদাস—চৈতন্যচন্দ্রোদয়

হরচন্দ্র ঘোষ—ভানুমতির চিত্তবিলাস
(Merchant of Venice)

১৮৫৪

রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব

১৮৫৫

নন্দকুমার রায়—অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

১৮৫৬

উমেশচন্দ্র মিত্র—বিধবা-বিবাহ*

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—বিধবোদ্বাহ

রাধামাধব মিত্র—বিধবা মনোরঞ্জন

রামনারায়ণ তর্করত্ন—বেণীসংহার

১৮৫৭

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বিক্রমোর্ব্বশী

বিহারীলাল নন্দী—
বিধবা-পরিণয়োৎসব

রামনারায়ণ তর্করত্ন—নবনাটক

১৮৫৮

কালীপ্রসন্ন সিংহ—সাবিত্রী-সত্যবান

তারকচন্দ্র চূড়ামনি—সপত্নীনাটক

নারায়ণ চট্টরাজগুণনিধি—
কলি-কৌতুক

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
চারইয়ারের তীর্থযাত্রা

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—বিদ্যাসুন্দর

রামনারায়ণ তর্করত্ন—রত্নাবলী

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—মুক্তাবলী

হরচন্দ্র ঘোষ—কৌরববিয়োগ

১৮৫৯

উমাচরণ দে—নলদময়ন্তী

কালিদাস শর্ম্মা—মুক্তাবলী

কালীপ্রসন্ন সিংহ—মালতী-মাধব

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—শর্ম্মিষ্ঠা

মনিমোহন সরকার—মহাশ্বেতা

১৮৬০

দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পনং নাটকং

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—একেই কি
বলে সভ্যতা ; বুড়ো শালিকের
ঘাড়ে রোঁ ;

*এই বৎসর বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়।

যদুনাথ মিত্র—বিশ্ববিনোদ
রামনারায়ণ তর্করত্ন—
অভিজ্ঞান শকুন্তলা
রামচন্দ্র দত্ত—বাল্যবিবাহ
শ্যামাচরণ শ্রীমানি—বাল্যোদ্বাহ-নাটক
শিমুয়েল পীরবক্স—বিধবা বিরহ
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—মালবিকাগ্নিমিত্র
১৮৬১
মাইকেল মধুসূদন দত্ত—কৃষ্ণকুমারী
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—
চপলা-চিত্ত-চাপল্য
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দলভঞ্জন
১৮৬২
কুশদেব পাল—কাদম্বিনী
দ্বারকানাথ গুপ্ত—বিক্রমোর্ব্বশী
ভুবন মোহন চক্রবর্ত্তী—
শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি
রামনাথ ঘোষ—
পাড়া গাঞ্রে একি দায় ?
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—ম্যাও ধরবে কে ?
—শুভস্য শ্রীঘ্রম
১৮৬৩
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—বোধেন্দুবিকাশ
দীনবন্ধু মিত্র—নবীন-তপস্বিনী
দুর্গাদাস কর—স্বর্ণ শৃঙ্খল
প্রাণনাথ দত্ত—প্রাণেশ্বর
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—কনের মা
কাঁদে আর টাকার পুটুলি বাঁধে
মনিমোহন সরকার—উষা নিরুদ্ধ
রাধামাধব হালদার—
বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—জানকী
১৮৬৪
দ্বারকানাথ মিত্র—মুষলং কুলনাশনং
নিমাই চাঁদ শীল—কাদম্বরী
বিশ্বম্ভর মিত্র—চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—বিধবা-বিলাস
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—জয়দ্রথ বধ
হরচন্দ্র ঘোষ—চারুমুখ-চিত্তহরা
(Romeo Juliet)
১৮৬৫
অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শকুন্তলা
রামনারায়ণ তর্করত্ন—
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল
১৮৬৬
উমেশচন্দ্র মিত্র—সীতার বনবাস
কামিনীসুন্দরী দেবী—উর্ব্বশী
ত্রৈলোক্য নাথ দত্ত—প্রেমাধিনী
দীনবন্ধু মিত্র—সধবার একাদশী
—বিয়ে পাগলা বুড়ো
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বুঝলে কিনা !
পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা—শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান
প্রেমধন অধিকারী—চন্দ্রবিলাস
যদুনাথ তর্করত্ন—দুর্ভিক্ষদমন
হরিমোহন কর্ম্মকার—শ্রীবৎসচিন্তা
ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী—চক্ষুঃস্থির
১৮৬৭
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—
মেঘনাদ বধ

দীনবন্ধু মিত্র—লীলাবতী
নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বারুণীবিলাস
নিমাইচাঁদ শীল—
এঁরাই আবার বড়লোক!
প্রাণনাথ দত্ত—সংযুক্তা-স্বয়ম্বর
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—
কিছু কিছু বুঝি!
মনোমোহন বসু—রামাভিষেক
যদুনাথ ঘোষ—হেমলতা
রামনারায়ণ তর্করত্ন—মালতী-মাধব
হরিমোহন কর্ম্মকার—জানকী-বিলাপ

১৮৬৮

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—
ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি
কালিদাস সান্ন্যাল—নল-দময়ন্তী
কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়—
বিপদই সম্পদের মূল
ক্ষেত্রমোহন ঘটক—কামিনী-নাটক
গিরীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—ইন্দ্রপ্রভা
গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত—
বিমাতা মনোরঞ্জন
চন্দ্রকালী ঘোষ—কুসুমকুমারী
বনমালী চট্টোপাধ্যায়—বরের কাশীযাত্রা
বনোয়ারীলাল রায়—কুমুদ্বতী
বিপিনমোহন সেনগুপ্ত—হিন্দুমহিলা
বেণীমাধব ঘোষ—ভ্রান্তি রহস্য
বেহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—দুর্গোৎসব
যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন—কীচকবধ
রামনারায়ণ তর্করত্ন—রত্নাবলী
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সুশীলা বীরসিংহ
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বঙ্গকামিনী

১৮৬৯

কেশবচন্দ্র সাধু—স্পর্শানন্দ
গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিক্রমোর্ব্বশী
নিমাইচাঁদ শীল—চন্দ্রাবতী
বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—হিন্দুমহিলা
বিহারীলাল সিংহ—রসরঞ্জন
রামনারায়ণ তর্করত্ন—উভয় সঙ্কট,
—চক্ষুদান
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ—অসুরোদ্বাহ
হরিমোহন কর্ম্মকার—ইন্দুমতী
হীরালাল মিত্র—আলালের ঘরে দুলাল

১৮৭০

অক্ষয়কুমার সেন—ভ্রমনিরাশ
কালীপদ ভট্টাচার্য্য—প্রভাবতী
কেদারনাথ ঘোষ—জ্ঞানদায়িনী
ক্ষেত্রমোহন কাঞ্জিলাল—প্রমোদনাথ
জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার—সুধা না গরল?
জগবন্ধু ভদ্র—দেবলাদেবী
জয়নাথ দাস—জীবন উন্মাদিনী
জীবনকৃষ্ণ সেন—ফাল্‌তো ঝকড়া
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
মালতী-মাধব
ফকিরচাঁদ বসু—শিবাজীর অভিনয়
বিপিনবিহারী দে—মনোহারিণী
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—প্রভাসমিলন
মতিলাল মজুমদার—অদ্ভুত
মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—হেমাঙ্গিনী

শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী—লক্ষণবর্জ্জন
হারাণচন্দ্র মিত্র—বিচ্ছেদ-নির্ব্বান
হরিমোহন কর্ম্মকার—মাগসর্ব্বস্ব
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—আগমনী

১৮৭১

অক্ষয়কুমার সাধু—রতনেই রতন চেনে
কৃষ্ণকমল গোস্বামী—দিব্যোন্মাদ
কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র—জ্ঞানদারঞ্জন
গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি—পার্ব্বতী-পরিণয়
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজবালা
দ্বারকানাথ দত্ত—বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল
ধীরেশচন্দ্র দাস ঘোষ—কুসুম-কামিনী
তারকনাথ চক্রবর্ত্তী—গিরিবালা
বিপিনবিহারী দে—একাদশীর পারণ
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—মৈথিলী-মিলন
মহেশচন্দ্র দাস দে—কুলপ্রদীপ
রামনারায়ণ তর্করত্ন—রুক্মিণীহরণ, —লোভে পাপ পাপে মৃত্যু
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—কিঞ্চিৎ জলযোগ
তারানাথ তর্কবাচস্পতি—ধনঞ্জয়বিজয়
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—শশিপ্রভা
দীনবন্ধু মিত্র—জামাই বারিক
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উপসংহার
নিমাইচাঁদ শীল—ধ্রুবচরিত্র
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রত্নবেদিকা
মদনমোহন মিত্র—মনোরমা
রমনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—এই একরকম
রামকালী ভট্টাচার্য—হিন্দুপরিবার
লক্ষ্মীমণি দেবী—চির সন্ন্যাসিনী
শিশিরকুমার ঘোষ—নয় শো রূপেয়া
শ্রীমতী নিতম্বিনী—অনূঢ়া যুবতী
সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—কিন্নরকামিনী
হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়—দারগামশাই
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—প্রহ্লাদ, হতভাগ্য শিক্ষক, ঘর থাকতে বাবুই ভেজে, রাম-বনবাস, সপত্নী কলহ

১৮৭২*

অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সমাজ-রহস্য
অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দেশাচার
উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ—চমৎকারচম্পূ
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—চিত্রাঙ্গিণী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ল্যাদাড়ু গিরিশ)—ধ্রুবতপস্যা
চন্দ্রকালী ঘোষ—কুসুমকুমারী

১৮৭৩

কালিদাস মুখোপাধ্যায়—মৎস্য ধরা
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতমাতা
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ধ্রুবোপাখ্যান
দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুশীলা সরলা সুন্দরী
দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী
দীনবন্ধু মিত্র—কমলে-কামিনী

*এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা
নিমচন্দ্র মিত্র—শরৎকুমারী
নিমাইচাঁদ শীল—তীর্থ মহিমা
নিত্যানন্দ শীল—
আর কেহ যেন না করে
বেণীমাধব ঘোষ—ঋষি চরিত্র,
—ভ্রমকৌতুক
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মা এসেছেন
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—আকাট মুর্খ
মনোমোহন বসু—সতী নাটক
মীর মশারফ হোসেন—বসন্তকুমারী,
—জমিদার দর্পণ
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—
মোহন্তের এই কি কাজ ?
রামনারায়ণ তর্করত্ন—স্বপ্নধন
লক্ষ্মীনারায়ণ দাস—
মোহন্তের এই কি কাজ !!!
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—নন্দ বংশোচ্ছেদ
শিশিরকুমার ঘোষ—বাজারের লড়াই
হরলাল রায়—হেমলতা
হরিনাথ মজুমদার—অক্রুর সংবাদ
১৮৭৪
উপেন্দ্রনাথ দাস—শরৎ-সরোজিনী
উমেশচন্দ্র গুপ্ত—হেমনলিনী
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
ভারতে যবন
কুঞ্জবিহারী বসু—ভারত অধীন,
তুই না অবলা ?
গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়—তুমি কার
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়—একেই কি বলে
বাঙ্গালী সাহেব, তারাবাঈ
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—
বিধবার দাঁতে মিশি
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—পুরুবিক্রম
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
সতী কি কলঙ্কিনী ?
নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রত্নাবলী
প্রমথনাথ মিত্র—নগমলিনী
প্রমথনাথ বসু—অমর সিংহ
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—নল-দময়ন্তী,
মোহন্তের চক্রভ্রমণ
মদনমোহন মিত্র —বৃহন্নলা
মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মায়াকানন
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—
মাতালের জননী বিলাপ
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—কুলীনকন্যা
অথবা কমলিনী, আনন্দ কানন
শ্রীনাথ চৌধুরী—আমি ত উন্মাদিনী
হরচন্দ্র ঘোষ—রজতগিরি-নন্দিনী
হরলাল রায়—শত্রু সংহার, বঙ্গের
সুখাবসান, রুদ্রপাল, মধুমতী
হরিনাথ মজুমদার—সাবিত্রী
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—মনিমালিনী
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিবাহ ভঙ্গ,
বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা
১৮৭৫
অক্ষয়কুমার চৌধুরী—দুর্গাবতী

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—উষাহরণ
অমৃতলাল বসু—হীরকচুর্ণ
অঘোরনাথ ঘোষ—পল্লী বিকশিনী
আবদুল করিম—জগৎমোহিনী
উপেন্দ্রনাথ দাস—সুরেন্দ্র-বিনোদিনী
উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—শুই কোয়ার
উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—বীরবালা
উমেশচন্দ্র গুপ্ত—বীরবালা,
—মহারাষ্ট্রকলঙ্ক
কানাইলাল সেন—কলির দশদশা
কুঞ্জবিহারী বসু—শক্র সিংহ
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রমথনাথ
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী—হীরক-অঙ্গুরীয়
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—সরোজিনী
তারকনাথ মুখোপাধ্যায়—ম্যাকবেথ
তারিণীচরণ পাল—ভীম সিংহ
দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়—চা-করদর্পণ
—জেল দর্পণ
দ্বারকানাথ সরকার—সৈরিন্ধ্রী
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বীর নারী
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পারিজাত
হরণ, শুইকোয়ার
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়—কুসুমে কীট
বিহারীলাল মিত্র—বিধবা বঙ্গবালা
ব্রজেন্দ্রকুমার রায়—প্রকৃত বন্ধু
ভুবনমোহন সরকার—ডাক্তারবাবু
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—ধ্রুব-যোগা
খ্যান, দুর্বাসার পারণ, রামের
রাজ্যপ্রাপ্তি, কৃষ্ণান্বেষণ,
কলঙ্ক-ভঞ্জন, মানভিক্ষা,
বামনভিক্ষা, পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস
মদনমোহন মিত্র—বিচিত্র মিলন
মহেন্দ্রলাল বসু—
চিতোর রাজমতী পদ্মিনী
মনোমোহন বসু—হরিশ্চন্দ্র
—নাগাশ্রমের অভিনয়
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—অজয়েন্দু
রসিকচন্দ্র রায়—সীতান্বেষণ
রাজকৃষ্ণ রায়—পতিব্রতা
রাধামাধব হালদার—চন্দ্রলেখা,
শশিকলা, এই কলিকাল
রামনারায়ণ তর্করত্ন—ধর্ম্মবিজয়,
—কংস-বধ
শ্যামাচরণ দাস—কুরুক্ষেত্রোপাখ্যান
সুকুমারী দত্ত—অপূর্ব্ব সতী
সত্যকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারী—
কর্ণাট কুমার
হরলাল রায়—কনক পদ্ম
হারাণচন্দ্র ঘোষ—ভারত দুঃখিনী
হরিমোহন কর্ম্মকার—মালিনী

১৮৭৬

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—নির্ব্বাসিত দীপ, প্রনয়
কানন বা প্রভাস, আগমনী
অমৃতলাল বসু—
চোরের উপর বাটপাড়ি
তিনকড়ি বিশ্বাস—কামিনী-কুমার
নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মাল্যপ্রদান
প্রমথনাথ মিত্র—জয়পাল

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসুন্দর

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—
ভ্যালারে মোর বাপ

মহীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
প্রমোদকুমার

মহেন্দ্রচন্দ্র দাস দে—মহীরাবণ-বধ

মীর মশারফ হোসেন—এর উপায় কি ?

রাধামাধব হালদার—শৈব্যাসুন্দরী

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—
নবাব সিরাজুদ্দৌলা

শ্যামলাল বসাক—সুশীলা-শ্রীপতি,
—ইহারই নাম চক্ষুদান
—মদনমঞ্জুরী

১৮৭৭

অঘোর নাথ ঘোষ—ডাহির সেনাপতি

কামিনীসুন্দরী দাসী—রামের অধিবাস

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কাদম্বরী

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—আগমণী, অকাল-
বোধন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—এমন কর্ম্ম
আর করব না (পরে অলীক বাবু)

হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার—মেঘনাদবধ

১৮৭৮

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—পিশাচিনী বা যাতনা
যন্ত্র, কনক প্রতিমা,
বিজয়া বা প্রতিমা-বিসর্জ্জন

উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—জীবন-তারা

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—
সভ্যতা-সোপান

~~কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়~~—যামিনী
চন্দ্রমা হীনা, গোপন চুম্বন

কেশবচন্দ্র ঘোষ—খণ্ড প্রলয়

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—রাম-বনবাস,
জরাসন্ধ বধ, রামের রাজ্যাভিষেক,
রাবণের দিগ্বিজয়, গৌরীমিলন,
সাবিত্রী সত্যবান,

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—
রাম-অভিষেক, রাম বিলাপ

কুসুমকুমারী দাসী—কৈলাস-কুসুম

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—গোপন চুম্বন,
দোল-লীলা

গৌরচন্দ্র সিদ্ধান্ত—ইন্দ্রলেখা

নন্দলাল রায়—বিদেশিনী-বিলাপ

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—
মেঘনাদবধ ব্যঙ্গ কাব্য

মদনমোহন মিত্র—শারদ-প্রতিমা

রাধামাধব কর—বসন্তকুমারী

রাজকৃষ্ণ রায়—অনলে বিজলী

রামগতি ন্যায়রত্ন—কুপিত কৌশিক

হরিমোহন কর্মকার—পর্ব্বত-কুসুম
—রাজপুত পতন

১৮৭৯

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—
সীতার বনবাস

গোপালচন্দ্র মিত্র—চন্দ্রকান্ত

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কামিনীকুঞ্জ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—অশ্রুমতী

দণ্ডধারী শর্মা—পাঞ্চালী

দেবেন্দ্রবিজয় বসু—প্রণয়োপহার
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—কৈলাস-কুসুম
প্রমথনাথ মিত্র—প্রেম-পারিজাত
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—
সীতার বনবাস, নিকুঞ্জকানন
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
আমি তোমারি
যোগেন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামনি—কানন-কথা
রাজকৃষ্ণ রায়—লৌহ-কারাগার
স্বর্ণকুমারী দেবী—বসন্ত উৎসব

১৮৮০

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—অপ্সর কানন বা
রত্নবেদী
উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—পৃথ্বিরাজ,
—জীবনতারা
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—
বিষাদ-প্রতিমা
কেদার নাথ চৌধুরী—মোহিনী মায়া
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—লক্ষ্মণ-বর্জন
কুঞ্জবিহারী বসু—বসন্তলীলা
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মায়ামৃগ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—মানময়ী
দ্বারকানাথ মিত্র—নলিনী বা
পতন
দেবকণ্ঠ বাগচি—নাটকাভিনয়
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—প্রমীলার পুরী বা
নারীদেশ
নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ—
অপূর্ব্ব ভারত-উদ্ধার
প্রমথনাথ মিত্র—শুম্ভ-সংহার
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—
আচাভুয়ার বোম্বাচাক
রাধানাথ মিত্র—আগমনী, বিজয়া,
নলিনীনাথ, উষাহরণ,

১৮৮১

অমৃতলাল বসু—তিলতর্পন
আলী কাদের—মোহিনী প্রেমপাশ
কালিদাস সান্যাল—বিদ্যাসুন্দর
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—অবতার
কুঞ্জবিহারী বসু—কাঞ্চন-কুসুম
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—অভিমন্যুবধ,
মায়াতরু, মোহিনী-প্রতিমা,
আনন্দরহো, রাবনবধ,
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মল্লিক মঙ্গল,
—রত্নময়ী
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—মণিমন্দির,
—পার্থ-প্রসাধন
নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নরমেধযজ্ঞ
প্রমথনাথ মিত্র—বীরকলঙ্ক
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—
অহল্যা হরণ
মনমোহন বসু—পার্থ-পরাজয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাল্মিকী-প্রতিভা,
ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড
রাজকৃষ্ণ দত্ত—
যেমন রোগ তেমনি রোজা
রাজকৃষ্ণ রায়—হরধনুর্ভঙ্গ
রাধানাথ মিত্র—প্রায় পারিজাত

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—রসাবিষ্কার-বৃন্দক

১৮৮২

অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—সতী-বিয়োগ

অমৃতলাল বসু—ব্রজলীলা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হাতে হাতে ফল

কিশোরীলাল সরকার—বেদবতী

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সীতার বনবাস, লক্ষ্মণবর্জ্জন, সীতাহরণ, রামের বনবাস, মলিনমালা, ভোটমঙ্গল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বপ্নময়ী

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—বিমুক্ত বেণীবন্ধন

নীলরতন মুখোপাধ্যায়—শরৎসাথী

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—রাবণবধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালমৃগয়া

রাধানাথ মিত্র—মায়াবতী, মেঘেতে বিজলী, কমলে-কামিনী, হরবিলাপ

১৮৮৩

অমৃতলাল বসু—কিস্‌মিস্

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ব্রজবিহার

গোপালচন্দ্র সিংহ—অপূর্ব্ব-মিলন

গোঁসাই দাস গুপ্ত—বৌ-বাবু

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—প্রকৃতি —দোললীলা

প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—অন্ধবিলাপ

মহেন্দ্রলাল খাঁ—মথুরা-মিলন

রাজকৃষ্ণ রায়—যদু-বংশ-ধ্বংস

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মানস-মোহিনী

হরিশ্চন্দ্র হালদার—বেদবতী

১৮৮৪

অমৃতলাল বসু—বিবাহ-বিভ্রাট

কুঞ্জবিহারী বসু—কৃষ্ণলীলা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—হীরার ফুল, বৃষকেতু

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—হঠাৎ নবাব

মধুসূদন দত্ত—মায়াকানন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রকৃতির প্রতিশোধ, মালিনী

রাজকৃষ্ণ রায়—তরণীসেন বধ, প্রহ্লাদ চরিত্র

রাধানাথ মিত্র—শ্রীবৎসচিন্তা

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

১৮৮৫

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—ভীষ্মের শরশয্যা, —ধর্ম্মবীর মহম্মদ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—হরিশ্চন্দ্র

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চন্দ্রকলা

দেবকণ্ঠ বাগচি—অশ্রুলতা

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—সত্য-পালন

রাজকৃষ্ণ রায়—বামনভিক্ষা

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—রাজসূয় যজ্ঞ

শরৎচন্দ্র গুপ্ত—আকাহানতুয়া নাটক

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নাকে খৎ

১৮৮৬

অঘোরচন্দ্র ঘোষ—ভারত-বিলাপ

অমৃতলাল বসু—চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—চৈতন্যলীলা

জানকীনাথ গোস্বামী—পাষাণে কুসুম

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল—যুগল-মিলন

প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ—দণ্ডি-চরিত

ভুবনকৃষ্ণ মিত্র—ধর্ম্মপরীক্ষা

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ঠাকুরপো

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বাধীন-জেনানা, সুরুচির ধ্বজা

রাজকৃষ্ণ দত্ত—চন্দ্রপ্রভা

শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কামিনী কুসুম

হরি ঘোষ—হরি ঘোষের গোয়াল

১৮৮৭

কুঞ্জবিহারী ভট্টচার্য—আনন্দমঞ্জরী

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বেল্লিক বাজার

—বুদ্ধদেব চরিত

—নল-দময়ন্তী

প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—অপূর্ব্ব মায়া-মিলন

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—প্রভাস-মিলন

মহেন্দ্রনাথ নাথ—কলির অবতার

যোগেন্দ্রচন্দ্র তর্কচুড়ামনি—মহাপ্রস্থান

রাখালদাস ভট্টচার্য—অবলা ব্যারাক,

—রুক্মিণী রঙ্গ

হরিভূষণ ভট্টচার্য—কুমারসম্ভব

১৮৮৮

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—নন্দবিদায়, হিরণ্ময়ী

উপেন্দ্রনাথ দাস—দাদা ও আমি

কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—রূপ সনাতন

—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

—পূর্ণচন্দ্র

দয়ালচন্দ্র ঘোষ—বিদ্যাসুন্দর

দুর্গাচরণ দত্ত—দ্রৌপদী হরণ

নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিচিত্র বিচার

প্যারীমোহন চৌধুরী—নবলীলা

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—সীতা স্বয়ংবর, নন্দবিদায়, পরিক্ষিতের ব্রহ্মশাপ

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ভণ্ড দলপতি দণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মায়ার খেলা

✓রাজকৃষ্ণ রায়—চন্দ্রহাস, হরিদাস ঠাকুর, কলির প্রহ্লাদ

রাধানাথ মিত্র—আশালতা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিজ্ঞান-বাবু

হারাণচন্দ্র রক্ষিত—শঙ্কর-বিজয়

—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক

১৮৮৯

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—গাধা ও তুমি, বক্কেশ্বর, গোপীগোষ্ঠ বা রাধা-কৃষ্ণের দিবা-মিলন

কুঞ্জবিহারী বসু—শকুন্তলা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রফুল্ল, দক্ষযজ্ঞ, বিষাদ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—একঘরে

নগেন্দ্রনাথ বসু—ধর্ম্মবিজয় বা শঙ্করাচার্য

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—বারাণসী-বিলাস

নীলমণি পাল—রত্নাবলী

মনোমোহন বসু—রাসলীলা

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চন্দ্রহাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজা ও রাণী

রাজকৃষ্ণ রায়—লোভেন্দ্র গবেন্দ্র, খোকাবাবু, মীরাবাঈ, বেলুনে বাঙ্গালী বিবি

রাধানাথ মিত্র—তারাতীর্থ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—টাইটেল বা ভিক্ষার ঝুলি

হেমচন্দ্র মিত্র—নরসিংহ

১৮৯০

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—ভাগের মা গঙ্গা পায় না

অনুকুলচন্দ্র মিত্র—আদর্শ প্রেম

অমৃতলাল বসু—তাজ্জব ব্যাপার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—হারানিধি

বিপিনবিহারী বসু—শ্রীবৃদ্ধি, —মানিকজোড়

মনোমোহন বসু—আনন্দময়

রাজকৃষ্ণ রায়—চতুরালী, সত্যমঙ্গল, চন্দ্রাবলী, প্রহ্লাদ-মহিমা, জগা পাগলা, জুজু, টাটকা টোটকা, হীরেমালিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিসর্জ্জন

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—জগা

১৮৯১

অঘোরনাথ পাঠক—লীলা

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—নিত্যলীলা বা উদ্ধব সংবাদ

অমৃতলাল বসু—তরুবালা, বিলাপ, সম্মতিসঙ্কট, রাজা-বাহাদুর

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—মলিনা-বিকাশ, মহাপূজা, কমলে-কামিনী

জানকীনাথ বসু—বার বাহার

দুর্গাদাস দে—পয়জারে পাজী

রাজকৃষ্ণ রায়—লক্ষহীরা, রাজা-বংশধ্বজ, নরমেধযজ্ঞ, লয়লা-মজনু

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—যোগেশ

১৮৯২

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—কলির হাট

অমৃতলাল বসু—কালাপানি

কৃষ্ণবিহারী বসু—শ্রীরামনবমী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ

জগৎচন্দ্র দাস—মণিপুর

প্রমথনাথ দাস—নদের চাঁদ, পূজার রোসনাই

বিহারীলাল সরকার—হরিষে বিষাদ

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—মোহশেল
✓ রাজকৃষ্ণ রায়—বনবীর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিত্রাঙ্গদা,
গোড়ায় গলদ
সুন্দরীমোহন দাস—
মিউনিসিপ্যাল-দর্পণ
স্বর্ণকুমারীদেবী—বিবাহ-উৎসব
হরিদাস দত্ত—সরযূ প্রয়াণ

১৮৯৩

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—আমোদ-প্রমোদ,
বুড়ো বাঁদর
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—উষা
অমৃতলাল বসু—বিমাতা
আশুতোষ চক্রবর্তী—চন্দ্রহাস
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রত্নাকর
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—মুকুল-মুঞ্জরা,
আবুহোসেন
বিপিনবিহারী ঘোষ—অম্বা
✓ রাজকৃষ্ণ রায়—বেনজীর বেদ্‌রেমুণীর
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কমলা
শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য—তান্তিয়া ভীল

১৮৯৪

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—মা
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—মানকুঞ্জ
অমৃতলাল বসু—বাবু
অমরেন্দ্রনাথ রায়—উষা
কেদারনাথ মণ্ডল—বেহদ্দ বেহায়া
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—ফুলশয্যা
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বড়দিনের বখশিস্‌,
জনা, আলাদীন বা আশ্চর্য-প্রদীপ,
স্বপ্নের ফুল, সভ্যতার পাণ্ডা
গোবিন্দচন্দ্র রায়—অভিজ্ঞান শকুন্তলা
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—মুই হ্যাঁদু,
মিলন, হরি অন্বেষণ,
যমের ভুল
বৈকুণ্ঠনাথ বসু—মান
মন্মথনাথ মিত্র—রূপ মাধুরী
রাধারমণ মিত্র—কামরূপ কামলতা

১৮৯৫

অমৃতলাল বসু—একাকার
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—করমেতি বাঈ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সমাজ বিভ্রাট বা
কল্কি-অবতার
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—দানলীলা
হরিপ্রসন্ন সেন—হরিরাজ

১৮৯৬

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—শ্রাবণী
কৃষ্ণলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়—উষা
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
প্রেমাঞ্জলি
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ফণির মণি, পাঁচ
কাল, নসীরাম,
কালাপাহাড়
চারুচন্দ্র মিত্র—লীলা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—
হিতে বিপরীত
দুর্গাদাস দে—ছবি
নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী—হরিরাজ

মনোমোহন সেন—বসন্ত
যশোদানন্দন সরকার—
অঙ্গুরীয় বিনিময়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মালিনী (১৩০২)
সিদ্ধেশ্বর মিত্র—লণ্ডভণ্ড

১৮৯৭

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—কাজের খতম
অমৃতলাল বসু—বৌমা, অবলাবল
কামিণী রায়—পৌরাণিকী
কুঞ্জলাল রায়—লাঞ্ছনা
কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন—একশৃঙ্গ
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
আলিবাবা
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—হীরক জুবিলী,
পারাস্যপ্রসূন বা পারিসানা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—বিরহ
দুর্গাদাস দে—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা,
—জুবিলী যজ্ঞ
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—দানযজ্ঞ
প্রমথনাথ দাস—আলিবাবা, রাধাকুঞ্জ
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—নবরাহা,
নরোত্তম ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বৈকুণ্ঠের খাতা
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—মলিন মুকুল
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কষ্টি পাথর
শ্রীবাঁট—হরিদা

১৮৯৮

অমৃতলাল বসু—গ্রাম্য বিভ্রাট
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
প্রমোদরঞ্জন
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—মায়াবসান
চুনীলাল দেব—ফটিকচাঁদ
দুর্গাদাস দে—মিস্ বিনোবিবি
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—চাঁদের হাট
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—গঙ্গেশ
সত্যচরণ সেনগুপ্ত—সাবিত্রী
হরকুমার ভট্টচার্য—শঙ্করাচার্য
হেমচন্দ্র মিত্র —পতিদান

১৮৯৯

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—শ্রীকৃষ্ণ, নির্ম্মলা, মজা
অমৃতলাল বসু—হরিশ্চন্দ্র
অহিভূষণ ভট্টাচার্য—দণ্ডীপর্ব
কালীকিংকর যশ—মার্কণ্ডের
পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—কুমারী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—দেলদার
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—পূর্ণবসন্ত
দুর্গাদাস দে—এঙ্কোর, শ্রী, শ্রীমতী
নগেন্দ্রনাথ সরকার—মদালসা
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—কালকেতু

১৯০০

অমৃতলাল বসু—সাবাস আটাশ,
কৃপণের ধন, আদর্শ বন্ধু
কালীকিংকর মুখোপাধ্যায়—
শিবের অন্নভিক্ষা
কালীকিংকর যশ—জয় পরাজয়
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—রাঙা বৌ
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—জুলিয়া
—বভ্রুবাহন

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ম্যাকবেথ, পাণ্ডব-
গৌরব, মণিহরণ, নন্দদুলাল

চারুচন্দ্র আচার্য—সভ্যতা-সঙ্কট

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—বসন্তলীলা,
ধ্যানভঙ্গ, অলীকবাবু,
উত্তরচরিত, রত্নাবলী,
মালতী-মাধব

দামোদর মুখোপাধ্যায়—সুকন্যা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—পাষাণী, ত্র্যহস্পর্শ

নবীনচন্দ্র সেন—শুভ নির্ম্মাল্য

রামচন্দ্র দত্ত—লীলামৃত

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়—
আক্কেল-সেলামী

শৈলেন্দ্রনাথ সরকার—রাম

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
আবুল কাশেম

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—মহীরাবণ

১৯০১

অমৃতলাল বসু—যাদুকরী
—বৈজয়েন্তবাস

কালীকিংকর যশ—মালাবতী

কালীচরণ মিত্র—অম্লমধুর

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—অশ্রুধারা, মনের
মতন, অভিশাপ

গোবিন্দচন্দ্র রায়—জ্যোতির্ময়ী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—মৃচ্ছকটিক,
মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী, মাল-
বিকাগ্নিমিত্র, মহাবীরচরিত
চণ্ডকৌশিক, বেণীসংহার

মনোমোহন গোস্বামী—শাজাদী
—রোশেনারা

১৯০২

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ফটিকজল

অমৃতলাল বসু—নবজীবন, অবতার

কালীকিংকর যশ—অর্জুনবিজয়
—বিজয় বসন্ত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—সাবিত্রী,
সপ্তম প্রতিমা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শান্তি, ভ্রান্তি

চুণীলাল দেব—কুব্জ ও দরজী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবোধ-
চন্দ্রোদয়, নাগানন্দ,
দায়ে পড়ে দারগ্রহ
(marriage frou)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রায়শ্চিত্ত

নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন—একাদশ বৃহস্পতি

মনোমোহন রায়—রিজিয়া

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিষেক,
অনাথিনী, প্রেমপাশ

১৯০৩

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—বেদৌরা,
বঙ্গের প্রতাপাদিত্য, রঘুবীর

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—আয়না

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—
বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—তারাবাঈ

দুর্গাদাস দে—ল-বাবু

মনোমোহন গোস্বামী—সংসার

মহাতাপচন্দ্র ঘোষ—রতনে রতনে
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—নাচ

১৯০৪

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—শ্রীরাধা
অমৃতলাল বসু—বাহবা বাতিক
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—বৃন্দাবন-বিলাস, রঞ্জাবতী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সৎনাম
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—রজত-গিরি,
—ধনঞ্জয় বিজয়,
—কর্পূর মঞ্জরী
—প্রিশদর্শিকা
দীনেন্দ্র রায়—দস্যুবন্ধন
নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন—
প্রেমের পথ, দিলবাহার
মনোমোহন গোস্বামী—মুরলা
মহেন্দ্রনাথ মিত্র—কাপালিনী
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পেয়ার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিরকুমার সভা
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—ঔরঙ্গজেব
হারাধন রায়—লক্ষ্মণ বর্জ্জন

১৯০৫

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—বাপ্পারাও
অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী—
চক্ষুস্থির, বিলাতি বুট
অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—কেদার রায়
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—শিবরাত্রি, ঘুঘু,
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ,
প্রনয় না বিষ,
এস যুবরাজ
ইন্দ্রপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—গুলবাহার
কালীকিঙ্কর যশ—শোণিত সিন্ধু
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—হরগৌরী, বলিদান
গোপালচরণ স্মৃতিভূষণ—
আত্মমেধে পূর্ণাহুতি
চারুচন্দ্র রায়—আক্কেল গুড়ুম
চুণীলাল দেব—নসিব
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রতাপ সিংহ
দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—সংসারচিত্র
ধনকৃষ্ণ সেন—মানস মিলন
প্রসন্নময়ী দাসী—বিদ্যুত প্রভা
বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল—মাতৃপূজা
ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কলির হাট
মতিলাল ঘোষ—কুমার চরিত
—প্রভাস মিলন
মনোমোহন গোস্বামী—পৃথ্বিরাজ
মনোমোহন রায়—ঐন্দ্রিলা
রামলাল সরকার—বিদেশী
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অবাককাণ্ড
সুরেন্দ্রনাথ বসুরায়—
সমাজ কলঙ্ক, হল কি
হরনাথ বসু—জাগরণ
হারাধন রায়—নলদময়ন্তী
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—প্রহ্লাদ চরিত্র
—শুকদেব চরিত
হরিদাস দে—বঙ্গবিভ্রাট

১৯০৬

অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী—গুলির পিণ্ডী
অতুলকৃষ্ণ মিত্র—শিরিফরহাদ

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল—বভ্রুবাহনের যুদ্ধ
অমৃতলাল বসু—সাবাস বাঙালী
অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়—শিব চতুর্দ্দশী
অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—
প্রেমপারাবার
কালীকিংকর যশ—যেমন মজা তেমনি
সাজা, সাবাস জামাই
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
উলুপী, পদ্মিনী
ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত—ভোজরাজ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সিরাজদ্দৌল্লা,
বাসর, মিরকাশিম
দেবেন্দ্রনাথ রায়—মহাপ্রস্থান
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—দুর্গাদাস
ধনকৃষ্ণ সেন—সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক,
রাবণের মোহমুক্তি
—মাতৃপূজা বা মহাব্রত
বনবিহারী চক্রবর্ত্তী—বনবিজয়
ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিধির লিখন
ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—
দু'শ তারিফ, বিষম মুস্কিল,
মনোমোহন রায়—জাগরিতা বা
মেবার কীর্ত্তি
মতিলাল ঘোষ—চণ্ডীমংগল
মহম্মদ ইউসুফ—ভোট রহস্য
মণীন্দ্রনাথ নাগ—মীরকাশেম
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—
অদৃষ্ট, চাঁদের হাট
স্বর্ণকুমারী দেবী—
দেবকৌতুক, কনেবদল

হরনাথ বসু—স্বর্ণহার
হরিদাস দত্ত—অর্পণা
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—ভৃগু চরিত,
শেষ প্রভাস বা যদুবংশ,
লবণ সংহার
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—বঙ্গবিক্রম
যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল—মণিমালা
—ময়না
শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য—জাপান প্রভা

১৯০৭

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—লুলিয়া
করিমবক্স সর্দার—পুত্র হত্যা
কেদারনাথ দাস—হররা
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—চাঁদবিবি,
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত,
রক্ষঃরমণী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—য্যায়সা-কা ত্যায়সা
—ছত্রপতি শিবাজী
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভূতের খেলা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—
জুলিয়াস সীজার
মনোমোহন গোস্বামী—সমাজ
শশিভূষণ কাব্যতীর্থ—দুর্ভিক্ষ বিক্রম
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—পদ্মিনী
হারাধন রায়—পার্থ পরীক্ষা,
মহাশ্বেতা বা কাদম্বরী
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাহবা হুজুগ
—গুরুদক্ষিণা
—নরমেধ যজ্ঞ

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল—অমৃতহরণ
কালীপদ মুখোপাধ্যায়—সুজা
দক্ষিণা সেন—বিল্বমংগল
ধনকৃষ্ণ সেন—হংসধ্বজের মহামুক্তি
বিহারীলাল দত্ত—শিবচতুর্দশী ও
বুড়োর কান
ভূতনাথ চক্রবর্তী—অনন্তব্রত
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—কন্যাদায়

১৯০৮

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—তুফানি,
হিন্দা হাফেজ
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—দলিতা ফণিনী,
কামিনীকুমার সেন ও মনমোহন সেন
—বাসন্তী
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—অশোক,
নন্দকুমার, দাদা ও দিদি,
বাসন্তী, বরুণা, ভূতের বেগার
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শাস্তি কি শান্তি?
চুনীলাল দেব—তিনটি আপেল, বাহবা
জগদীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—সাধের মিলন
দুর্গাদাস দে—মহিলা মজলিস
দেবেন্দ্রনাথ রায়—লীলাবতী
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—নূরজাহান, সীতা,
সোরাব-রুস্তম, মেবার পতন
ননীলাল শূর—দেলেরা, মেহের আরা
প্যারীমোহন সরকার—ফুল্লরা
প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—তমালী
বিহারী লাল দত্ত—মজা কি সাজা
মনোমোহন গোস্বামী—ছত্রপতি শিবাজী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শারদোৎসব, মুকুট,
প্রহসন
শশিভূষণ মজুমদার—প্রভাব সিংহ
? —শ্রীমতীর বন্দেমাতরম্
সত্যচরণ সেন—কেরাণীবাবু
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—যৎকিঞ্চিৎ
হারাধন রায়—মীরা উদ্ধার
হরিচরণ সেনগুপ্ত—অদৃষ্ট
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—দুর্গাসুর,
রণজিতের জীবনযজ্ঞ
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্যাণী

১৯০৯

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—দমবাজ, আয়েষা,
রংরাজ
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—কেয়া মজাদার
কৃষ্ণবিহারী দত্ত—হাসিকান্না
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
দৌলতে দুনিয়া
গিরিজামোহন নিয়োগী—মেবার মহিমা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সাজাহান
ধীরেন্দ্রনাথ রায়—বিনিময়
ননীলাল শূর—তুলসীদাস
নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন—কুসুমে কীট
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য—সুবল মিলন
প্রসাদচন্দ্র ঘোষ—ভারতের শেষ বীর
বিপিনবিহারী নন্দী—শিখ
ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—ভণ্ড
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
ভূতের বিয়ে

মনোমোহন গোস্বামী—কর্মফল
মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী—রমাবতী
যামিনীকুমার পাকড়াশী—জমিদার
যতীন্দ্রনাথ সিংহরায়—ব্যাপার
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—আনারকলি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রায়শ্চিত্ত
শিশিরকুমার ঘোষ—শ্রীনিমাই সন্ন্যাস
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—রূপ সনাতন
সুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য—থুবড়ো মেয়ে
হরনাথ বসু—ময়ূর সিংহাসন,
গুরু গোবিন্দ, মহারাষ্ট্র গৌরব
হরিপদ মুখোপাধ্যায়—রাণী দুর্গাবতী
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—ভবানী

১৯১০

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—পাষাণে প্রেম,
ঠিকে ভুল
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—আশাকুহকিনী
আশুতোষ দত্ত—বাসরে বিভ্রাট, কর্মফল
অমৃতলাল প্রামাণিক—শৈলজা
কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
বাংলার মসনদ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শঙ্করাচার্য
গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী—পাৎকো ভূত
দাশরথি মুখোপাধ্যায়—সোমনাথ
ভবনাথ সরকার—বিধিলিপি
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উপেক্ষিতা,
গুরুঠাকুর
যামিনীচন্দ্র ঘোষ—জামাই বদল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজা
শশাঙ্কমোহন সেন—সাবিত্রী
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—দশচক্র
হরনাথ বসু—বেহুলা
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—দীনবন্ধু,

১৯১১

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—জেনোরিয়া,
শাহাজাদী
অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী—গাই কি বলদ
অন্নদাদাস শর্মা—সতীর জয়
অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়—ঝকমারি
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—জীবনে মরণে
অমলা দেবী—ভিখারিণী
উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার—জয়দ্রথ বধ
এস, ঘোষাল—স্বর্ণপ্রতিমা
কালীকিঙ্কর যশ—ব্রাহ্মণ বিভ্রাট
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
ছোট পিসি বা রাক্ষসী মায়
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—পলিন
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—অশোক, তপোবল
গিরিশচন্দ্র দত্ত—সতী মালাবতী
চারুচন্দ্র মিত্র—আক্কেল সেলামী
চারুচন্দ্র রায়—রাজপূজা
জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী—সাত ভাই চম্প
দেবকণ্ঠ বাচস্পতি—ছবির বাজার
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—চন্দ্রগুপ্ত, পুনর্জন্ম
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সৎসঙ্গ,
বেজায় রগড়

ভূতনাথ মিশ্র—রাজভক্তি
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাজীরাও
মন্মথলাল মিশ্র—প্রেমের লুকোচুরি
যামিনীচন্দ্র ঘোষ—মুলে হাবাৎ
স্বর্ণকুমারী দেবী—পাকচক্র
সুরেন্দ্রনাথ রায়—তক্তে তাউস
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—অন্নপূর্ণা, রগড়, তারা
হরিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল—বিশ্বামিত্র
? —কলসী উৎসর্গ
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নাকে খৎ

১৯১২

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—প্রাণের টান, মোহিনীমায়া, আসল নকল
অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিণাম
অমৃতলাল বসু—খাস দখল
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—দেবব্রত
কানাইলাল শীল—মাণিক জোড়
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—মিডিয়া, খাঁজাহান
গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়—ভক্তি
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—গৃহলক্ষ্মী
চুনীলাল চট্টোপাধ্যায়—বিষের বাতি
জিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সিংহল বিজয়
দাশরথী মুখোপাধ্যায়—সেলিনা
দেবকণ্ঠ বাচস্পতি—উজ্জ্বলে মধুরে
দেবকুমার রায়চৌধুরী—দেবদূত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—পরপারে, আনন্দ বিদায়
ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র—ইউসুফ জুলেখা
ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—অন্নপূর্ণা
মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—রাণী মীনাবতী
মথুরানাথ রায়—কুলীণ কুমার
মনোমোহন বসু—রূপকথা
যামিনীচন্দ্র ঘোষ—বেল্লিক বুড়ো, উলটো বিপত্তি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ডাকঘর, অচলায়তন, বিদায় অভিশাপ,
লালমোহন রায়—হতেও পারে
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—দরিয়া
হারাধন রায়—যোগমায়া
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—জয়দেব, চাণক্য, অলর্ক, আনন্দময়
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—আকবরের স্বপ্ন

১৯১৩

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রেমের জেপলিন
অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রেম-পারাবার
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—ভীষ্ম, পুনরাগমন
নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী—ঝঞ্ঝা
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—ভাগ্যচক্র
বিজয়চাঁদ মহাতপ—কমলাকান্ত
বিজয়বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—সমাধি
মনোমোহন গোস্বামী—ধর্ম-বিপ্লব
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—রঙ্গমল্লী
সরলাবালা দেবী—পরিণাম
স্বর্ণকুমারী দেবী—রাজকন্যা

হরনাথ বসু—পম্পার পরিণাম

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—বিদুর, দাতাকর্ণ

১৯১৪

অক্ষয়কুমার রায়—নাদির শা

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রঙ্গিলা

অবনীকান্ত সেন—প্রমীলা

অমলা দেবী—শক্তি

অমৃতলাল বসু—নবযৌবন

অম্বিকাচরণ মজুমদার—অভাগিনী

আশুতোষ ঘোষ—প্রভাবতী

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সগরযজ্ঞ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—নিয়তি

জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়—হাল-ফ্যাসান

জ্যোতিষচন্দ্র লাহিড়ী—চিতোর কুমার

দেবকণ্ঠ বাগচী—হেস্তনেস্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—ভীষ্ম

পঞ্চানন রায়চৌধুরী—বাওয়া ডিমের বাচ্ছা

প্রফুল্লকুমার বসু—রোসেনা

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—ক্লিওপেট্রা

প্রিয়নাথ ঘোষাল—যুগল আহুতি

বিজয়রত্ন মজুমদার—সংশোধন

বিজয়ানন্দ—শুকদেব

বিশ্বপতি চৌধুরী—শ্মশান

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ক্ষত্রবীর

মহেশ পাল—ছোট গিন্নী

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—অহল্যাবাঈ

মনোমোহন রায়—রিজিয়া

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মায়াপুরী

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্মপদ

সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী—ভক্তির ডোর

সূর্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কর্ণাট কুমার

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—রুমেলা

হারাধন দত্ত—যযাতি

হারাধন রায়—রাম অবতার

হরেন্দ্রচন্দ্র বসু—কৃতবোধ

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—ব্রহ্মতেজ, নীলকণ্ঠ

হীরালাল দত্ত—নির্বাণ

১৯১৫

অক্ষয়কুমার মিত্র—মরণে বরণ

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—আহুতি, শুভদৃষ্টি

আশুতোষ চক্রবর্তী—গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—রত্নাকর উদ্ধার

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভীমসিংহ

কামিনী রায়—অম্বা

কালীপ্রসন্ন চৌধুরী—ব্রতভঙ্গ

কুমুদনাথ লাহিড়ী—সাগরের ডাক

কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু—রাত দুপুরে, ক্লিওপেট্রা

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জড়ভরত

ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী—মুক্তি

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—বাদশাজাদী, আহেরিয়া

গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য—বিক্রমোর্বশী

দাশরথী মুখোপাধ্যায়—কণ্ঠহার

দুর্লভবালা দেবী—কমলা-হরণ

দেবকণ্ঠ বাগচী—হুলুস্থূল

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
রাজা বৈদ্যনাথ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সিংহল বিজয়

নলিনীকান্ত ভট্টশালী—বীরবিক্রম

নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়—
শ্মশানে মিলন

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—বীররাজা

প্রভাতচন্দ্র রায়—শ্বেতপদ্ম

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—হামির

বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত—জহর-যজ্ঞ

বলাইচাঁদ আঢ্য—চিড়িয়াখানা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—সংশোধন

বিপিনচন্দ্র সরকার—একোদ্দিষ্ট প্রহসন

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
সাইন অব দি ক্রস, সওদাগর,
গোঁসাইজি

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মাধব রাও,
ব্রত উদ্‌যাপন

মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মানে মানে,
ভোজবাজি

মৃণালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্যামসুন্দর

যামিনীকান্ত সোম—খেলাঘর

যোগীন্দ্রনাথ বসু—দেববালা

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—কপিলের তেজ

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্মপথ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শের শা

সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়—রূপের ফাঁদ

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—রাণী জয়মতী

১৯১৬

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রামানুজ

অপূর্বকুমার মল্লিক—রূপসী

অসিতচন্দ্র কাব্যতীর্থ—দেবব্রত

কামিনী রায়—সিতিমা

কালিভূষণ মুখোপাধ্যায়—সতী সুকন্যা

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—রামানুজ

খগেন্দ্রনাথ রায়—বকেয়া বুড়ো

জ্ঞানরঞ্জন ঘটক—রাণী ভবানী

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী—মধ্যলীলা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—বঙ্গনারী

ধূর্জটি অধিকারী—রাণা-সঙ্গ

নগেন্দ্রনাথ বর্ধন—সুরেশ্বরী গঙ্গা

নারায়ণচন্দ্র বসু—হামির

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—
চোর বা বাহাদুর

নিশিকান্ত বসুরায়—বাপ্পারাও

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—বিয়ের বাজার

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—
আক্কেল সেলামী

প্রবোধচন্দ্র সরকার [প্রকাশক]
—সিতিকা (একাঙ্কিকা)

প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—অরিসিংহ

বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—প্রেমের তুফান

ভোলানাথ রায়—কুবলাশ্ব

মতিলাল ঘোষ—ধ্রুব

মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বারানসী

মনোমোহন গোস্বামী—সাধনা,
গুরুদক্ষিণা

হরনাথ বসু—পম্পার পরিণাম
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—বিদুর, দাতাকর্ণ
১৯১৪
অক্ষয়কুমার রায়—নাদির শা
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রঙ্গিলা
অবনীকান্ত সেন—প্রমীলা
অমলা দেবী—শক্তি
অমৃতলাল বসু—নবযৌবন
অম্বিকাচরণ মজুমদার—অভাগিনী
আশুতোষ ঘোষ—প্রভাবতী
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সগরযজ্ঞ
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—নিয়তি
জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়—
হাল-ফ্যাসান
জ্যোতিষচন্দ্র লাহিড়ী—চিতোর কুমার
দেবকণ্ঠ বাগচী—হেস্তনেস্ত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—ভীষ্ম
পঞ্চানন রায়চৌধুরী—
বাওয়া ডিমের বাচ্ছা
প্রফুল্লকুমার বসু—রোসেনা
প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—ক্লিওপেট্রা
প্রিয়নাথ ঘোষাল—যুগল আহুতি
বিজয়রত্ন মজুমদার—সংশোধন
বিজয়ানন্দ—শুকদেব
বিশ্বপতি চৌধুরী—শ্মশান
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ক্ষত্রবীর
মহেশ পাল—ছোট গিন্নী
মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—অহল্যাবাঈ
মনোমোহন রায়—রিজিয়া
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মায়াপুরী
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্মপদ
সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী—ভক্তির ডোর
স্বর্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কর্ণাট কুমার
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—রুমেলা
হারাধন দত্ত—যযাতি
হারাধন রায়—রাম অবতার
হরেন্দ্রচন্দ্র বসু—কৃতবোধ
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—
ব্রহ্মতেজ, নীলকণ্ঠ
হীরালাল দত্ত—নির্বাণ
১৯১৫
অক্ষয়কুমার মিত্র—মরণে বরণ
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—আহুতি,
শুভদৃষ্টি
আশুতোষ চক্রবর্তী—গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—রত্নাকর উদ্ধার
কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভীমসিংহ
কামিনী রায়—অম্বা
কালীপ্রসন্ন চৌধুরী—ব্রতভঙ্গ
কুমুদনাথ লাহিড়ী—সাগরের ডাক
কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু—রাত দুপুরে, ক্লিওপেট্রা
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জড়ভরত
ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী—মুক্তি
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
বাদশাজাদী, আহেরিয়া
গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য—বিক্রমোর্বশী
দাশরথী মুখোপাধ্যায়—কণ্ঠহার
দুর্লভবালা দেবী—কমলা-হরণ

দেবকণ্ঠ বাগচী—হুলুস্থুল
দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
রাজা বৈদ্যনাথ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সিংহল বিজয়
নলিনীকান্ত ভট্টশালী—বীরবিক্রম
নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়—
শ্মশানে মিলন
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—বীররাজা
প্রভাতচন্দ্র রায়—শ্বেতপদ্ম
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—হামির
বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত—জহর-যজ্ঞ
বলাইচাঁদ আঢ্য—চিড়িয়াখানা
বিজয়চন্দ্র মজুমদার—সংশোধন
বিপিনচন্দ্র সরকার—একোদ্দিষ্ট প্রহসন
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
সাইন অব দি ক্রস, সওদাগর,
গোঁসাইজি
মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মাধব রাও,
ব্রত উদ্‌যাপন
মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মানে মানে,
ভোজবাজি
মৃণালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্যামসুন্দর
যামিনীকান্ত সোম—খেলাঘর
যোগীন্দ্রনাথ বসু—দেববালা
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—কপিলের তেজ
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্মপথ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শের শা
সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়—রূপের ফাঁদ
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—রাণী জয়মতী

১৯১৬

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রামানুজ
অপূর্বকুমার মল্লিক—রূপসী
অসিতচন্দ্র কাব্যতীর্থ—দেবব্রত
কামিনী রায়—সিতিমা
কালিভূষণ মুখোপাধ্যায়—সতী সুকন্যা
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—রামানুজ
খগেন্দ্রনাথ রায়—বকেয়া বুড়ো
জ্ঞানরঞ্জন ঘটক—রাণী ভবানী
জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী—মধ্যলীলা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—বঙ্গনারী
ধূর্জটি অধিকারী—রাণা-সঙ্গ
নগেন্দ্রনাথ বর্ধন—সুরেশ্বরী গঙ্গা
নারায়ণচন্দ্র বসু—হামির
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—
চোর বা বাহাদুর
নিশিকান্ত বসুরায়—বাপ্পারাও
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—বিয়ের বাজার
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—
আক্কেল সেলামী
প্রবোধচন্দ্র সরকার [প্রকাশক]
—সিতিকা (একাঙ্কিকা)
প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—অরিসিংহ
বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—প্রেমের তুফান
ভোলানাথ রায়—কুবলাশ্ব
মতিলাল ঘোষ—ধ্রুব
মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বারানসী
মনোমোহন গোস্বামী—সাধনা,
গুরুদক্ষিণা

মনোজমোহন বসু—সোনায় সোহাগা
যতীন্দ্রনাথ পাল—একে আর ৪২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ফাল্গুনী
শশধর দত্ত—পুরুতদাদা
শশিভূষণ পাল—সতীলক্ষ্মী
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র—অভয় মাষ্টার
সরযূবালা দাশগুপ্ত—দেবোত্তর বিশ্বনাট্য
সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—যূথিকা
সুরুচিবালা সেন—অবতার
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
মোগল পাঠান
সুরেন্দ্রনাথ রায়—মুকুরে মুস্কিল
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—
হাতের পাঁচ
হরনাথ বসু—ভক্ত কবীর
হারানচন্দ্র রক্ষিত—কুবলাশ্ব
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—মান

১৯১৭

অতুলানন্দ রায়—পানিপথ
অমরচন্দ্র ঘোষ—বাবর শা
অহিভূষণ ভট্টাচার্য—উত্তরা-পরিণয়
অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—
মোহন মাধুরী
করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়—
মোহিনী, ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ
কানাইলাল পাল—রতনে রতন
কালীনাথ ঘোষ—আত্মদান
কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু—রাজার ডাক
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—উলুপী,
বঙ্গে রাঠোর
ক্ষুদিরাম ঘোষ—টাকার গাছ
গোপিকারমণ রায়—পাপের প্রায়শ্চিত্ত
জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী—পিঁপাজি
নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য—ভক্ত প্রীতি
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—রাতকাণা
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—বিয়োরে নজর
প্রমথনাথ সান্ন্যাল—বোকা বলাই,
ভগবানের দান
বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—মতির মালা
ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়—রমানন্দ
মতিলাল ঘোষ—বৃন্দাবন বিহার,
পরশুরাম
মনীন্দ্রনাথ মজুমদার—রাণা সংগ্রামসিংহ
যামিনীকিশোর গুপ্তরায়—
মুক্ত পারিজাত
রাখালচন্দ্র রায়—কল্পতরু
সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়—কিস্‌মৎ
সরস্বতী দেবী—স্বপ্ন
স্বর্ণকুমারী দেবী—নিবেদিতা
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—রামনির্বাসন
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পূজা

১৯১৮

অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক—অতিকায়
অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়—চাঁদে চাঁদে
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—কিস্‌মিস্‌
কিংশুককুমার ভট্টাচার্য—
পাতির পরিণাম

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—কিন্নরী

ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র—মৎফরাক্কা

নিশিকান্ত বসুরায়—দেবলাদেবী

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—চিতোরোদ্ধার, জয় পরাজয়

প্রাণবন্ধু চক্রবর্ত্তী—কলির বাবু

বিপিনবিহারী নন্দী—প্রতিষ্ঠা

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—ব্রহ্মশক্তি

ভোলানাথ রায়—কালচক্র

যতীন্দ্রনাথ পাল—রংবাহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গুরু

সত্যেন্দ্রনাথ সেন—আহুতি

সরসীলাল বসু—বাঙালী পল্টন

সুবোধচন্দ্র রায়চৌধুরী—ধ্বংস না সৃষ্টি

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—শেষবেশ

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীগৌরাঙ্গ

১৯১৯

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উর্বশী, দুমুখো সাপ

কালীপ্রসন্ন পাইন—হরিদাস

গুরুদাস সরকার—বিভ্রাট

দাশরথী মুখোপাধ্যায়—হীরার নথ

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—যোগবল

ধীরেন্দ্রনাথ দে—অভিসম্পাত

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—মুখের মত

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—পরদেশী

বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—মিসর কুমারী

বিধুভূষণ বসু—ব্রহ্মচারিনী

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাধরী, বৈবাহিক

মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—মুক্তার মুক্তি

মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত—কনোজ কুমারী বা সংযুক্তা

মনোমোহন গোস্বামী—বিধির বিধান

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—মেঘনাদ

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—আদর্শ দাদাঠাকুর

১৯২০

অনুরূপা দেবী—বিদ্যারণ্য

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রাখীবন্ধন, ছিন্নহার

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ওলোট-পালোট

অভয়চরণ দত্ত—মাল্যবান

অক্ষয়কুমার গোস্বামী—পৌষপার্বন

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—দ্বারাবতী

জ্ঞানরঞ্জন ঘটক—সূর্যমহল

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত—মনীষা

দেবেন্দ্রনাথ বসু—কুহকী

দিগ্বিজয় রায়চৌধুরী—দিলবাহার

নলিনাক্ষ সিংহ—কামিনী কাঞ্চন

পলিনরঞ্জন রায়—কালসোনা

ভৈরবচৈতন্য ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মর্ষি শুকদেব

মনোজমোহন বসু—রেশমী রুমাল

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—নর-নারায়ণ

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—চিড়িয়াখানা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অরূপরতন
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—
নিদ্রিত নারায়ণ
শশিভূষণ মোদক—দুই সতীন
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হিন্দুবীর
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—পঞ্চশর
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—ক্ষণদেবী,
মেঘনাদ
হারাধন রায়—তাম্রধ্বজ
হেমেন্দ্রকুমার রায়—প্রেমের প্রেমারা

১৯২১

অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—
পাগলের হাট
অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক—সমরাভিষেক
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বাসবদত্তা,
অযোধ্যার বেগম
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—হরিরাজ
কামিনীকান্ত রায়—আদর্শ বন্ধু
কালীকিংকর যশ—মোগল বাদশা
কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—আদর্শ সতী
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
মন্দাকিনী, আলমগীর
দীনেশরঞ্জন দাশ—উতঙ্ক
নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী—মেবার গৌরব
প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—
তুলসী প্রতিভা
বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত—চিতোর গৌরব

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
সেকেন্দার শাহ, কেলোর কীর্তি
ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—বিনকাশেম
মনমোহন বসু—যুগাবতার গান্ধী
মনোজমোহন বসু—যুগাবতার
মনোরমা দেবী—জীবন দর্শন
মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—ঠোকাঠুকি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ঋণশোধ, ডাকঘর
শৈলবালা ঘোষজায়া—মোহের প্রায়শ্চিত্ত
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার—নাসিরুদ্দিন
সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
হায়দর আলি
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—জয়লক্ষ্মী

১৯২২

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ—চন্দ্রকেতু
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—অপ্সরা,
সুদামা, ভদ্রা
আক্রামউদ্দিন—অনধিকার প্রবেশ
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—
রত্নেশ্বরের মন্দির
গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—লীলা
জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী—শ্রীকৃষ্ণ
জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র—যমজব্ধ
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—
নবাবী আমল
নিশিকান্ত বসু—বঙ্গে বর্গী
নারায়ণচন্দ্র বসু—নেকনজর
পান্নালাল শীল—উদ্ধারণ ঠাকুর
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—আজব গলদ

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—প্লাবন
প্রমথনাথ বসু ও বিভূতিনাথ গুপ্ত—
ঘোষ যাত্রা,
বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত—নদের পাগল
বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—নাদির শাহ
বিপিনবিহারী বাবাজী—একলব্য
ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়—দুষ্মন্ত কীর্তি
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ফুলশর,
পেলারামের স্বাদেশিককতা
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—
রাণাকুম্ভ
মনিলাল ঘোষ—দ্বারাবতী
যতীন্দ্রনাথ দাস—দেবদাসী
যুধিষ্ঠিরচন্দ্র পাল—ভাগ্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মুক্তধারা
রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়—পটলা
রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ—বাচস্পতি
ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ক্ষত্রনন্দিনী
সতীশচন্দ্র কবিভূষণ—প্রমতি
সুরেন্দ্রনাথ রায়—প্রাণের টান
সুরেন্দ্রনাথ সেন—পুরোহিত, ধর্মবল,
ঘুঘুর ঘুঘু
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—ভক্তের ভগবান,
সংজ্ঞার স্বয়ম্বর
হরিহর শেঠ—প্রতিভা

১৯২৩

অকিঞ্চন ভিক্ষু—স্বরাজনেত্রী
অক্ষয়কুমার গোস্বামী—জয়শ্রী
অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ—তরণীর যুদ্ধ,
মেবার কুমারী
অনুরূপা দেবী—কুমারিল ভট্ট
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কর্ণার্জুন
আলি আকবর খাঁ—ভিস্তি বাদশাহ
কার্তিকচন্দ্র সরকার—গায়ত্রী
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—বিদূরথ
গুণময় গঙ্গোপাধ্যায়—শক্তিলীলা
চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়—চিন্তামণি
জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী—শ্রীকৃষ্ণ
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—বিয়ে,
সত্যনিকেতন,
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—আনন্দ মন্দির
নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—চণ্ডীদাস,
হালখাতা, আলেকজাণ্ডার
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহের মুক্তি
বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—রকমারি
ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী—আদিশূর,
ছিন্ন কলস, পৃথিবী, প্রাণে প্রাণে
মনোমোহন রায়—মালবের রাণী
মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—চালবেচাল
মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—রাজা যদুমল্ল
যোগেন্দ্রনাথ দত্ত—কর্ণ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বসন্ত
রাজেন্দ্রকুমার সেন—মুক্তিপথ
রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ—স্কন্দগুপ্ত
শ্রীশচন্দ্র বসু—সন্দিগ্ধা
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
আলেকজাণ্ডার

সতীশচন্দ্র সেন—কাদম্বরী
হরনাথ বসু—চক্রে চাকী
হারাধন রায়—ধর্মের জয়
হরিদাস পরিব্রাজক—জয়দেব, শ্মশান
হরিপদ বিশ্বাস—শাক্যসিংহ
হরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়—নবজীবন

১৯২৪

অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ—সতী
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বন্দিনী, ইরাণের রাণী
অমৃতলাল বসু—বিষবৃক্ষ (বঙ্কিমচন্দ্র)
আশুতোষ ঘোষ—মার্চ্চেণ্ট অব ভেনিস
কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়—কাপ্তেনবাবু
কালীপ্রসন্ন কাবি—ভোট বিভ্রাট
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কলির মেয়ে, বরবদল
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—এক্সমাস, সিনা সোফিয়া, মানস প্রতিমা
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—রূপকুমারী
নিশিকান্ত বসুরায়—ললিতাদিত্য
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়—অকাল বোধন
প্রফুল্লকুমার বসু—কাঞ্চনমালা
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—দিল্লী অধিকার
প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—চন্দ্রাবলী
প্রিয়গোবিন্দ দত্ত—বিদ্রোহ
ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ—ভাগ্য দেবী
বিধুভূষণ সরকার—আসলে মেকি
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জোর-বরাত
ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী—নরকাসুর
মন্মথনাথ পালিত—বিমলার বিয়ে
মন্মথ রায়—মুক্তির ডাক
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—রঙ্গিনী
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—সীতা
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যুগল-মিলন
শরৎচন্দ্র কুমার—মহামন্ত্র
সঞ্জীব চৌধুরী—জঙ্গ বাহাদুর
সারদাচরণ রায়—রাজা রঘু
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—মহারাষ্ট্র
সুবোধ রায়—নাট মন্দির
হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার শত্রু

১৯২৫

অমরনাথ দত্ত—মীনকেতু
অমৃতলাল বসু—চন্দ্রশেখর (বঙ্কিমচন্দ্র)
অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাবাস ছেলে
অসিতরঞ্জন মজুমদার—ভারত লুণ্ঠন
এইচ, বালা,—পত্নী ভক্তি
কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভগ্নব্রত
কালীকিংকর মুখোপাধ্যায়—অভিশাপ
কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—গোলকুণ্ডা
গনপতি সরকার—মধ্যম রহস্য
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী—লছমী
জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী—সন্ধ্যা
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—অক্ষয় কীর্তি

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—
শৈশব রাণী, ঘুমের রাণী,
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—ঠকের মেলা
নিরঞ্জন বসু—শশাঙ্ক বর্ধন
পরেশনাথ চক্রবর্তী—দয়িতা সত্যভামা
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—রাখীবন্ধন,
মানিনী
ভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ—রত্নাকর
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
কৃতান্তের বঙ্গদর্শন
মহাতাপচন্দ্র ঘোষ—আত্মদর্শন
মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—পতিব্রতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গৃহপ্রবেশ
হরনাথ বসু—ভ্যালুপেয়েব্‌ল
হরিমোহন কুণ্ডু—বৌভাত
হেমচন্দ্র সেন—লোভের খেসারত

১৯২৬

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ,
চণ্ডীদাস
অমৃতলাল বসু—ব্যাপিকা বিদায়,
যদ্দেশাতনম্‌, রাজসিংহ (বঙ্কিমচন্দ্র)
ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রাধাকৃষ্ণ,
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—জয়শ্রী,
রাধাকৃষ্ণ, নরনারায়ণ
গঙ্গেশ চট্টোপাধ্যায়—রাজা হরিশচন্দ্র,
রাবণ বধ, সন্ধ্যা সমর
গদাধর সিংহরায়—সমাজ শাসন
গিরিজাকান্ত গোস্বামী—গুরুগোবিন্দ
গোবিন্দলাল বর্মা—বিশ্বজিৎ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জয়শ্রী
জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বড়ু চণ্ডীদাস
দীনবন্ধু মিত্র—জেনানা যুদ্ধ
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—দ্রৌপদী
ননীলাল ভট্টাচার্য—দ্রোণাচার্য
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—
মর্তের পরশ, অভিনেত্রী, আন্ধা,
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—ঋষির মেয়ে
নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়—শৈশব সাধনা
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—জয়মাল্য,
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়—পঞ্চবটী,
কলির বামুন
প্রফুল্লময়ী দেবী—ধাত্রীপান্না
ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ—পাষাণী,
ক্ষত্রিয় গৌরব
বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—শ্রীদুর্গা
বসন্তবিহারী মিত্র—চাঁদ সওদাগর
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালী,
যুগ মাহাত্ম্য
মতিলাল রায়—পতিব্রতা
যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—অজাত শত্রু
যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহমুক্তি,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিরকুমার সভা,
শোধবোধ, নটীর পূজা,
ঋতু উৎসব, রক্তকরবী
রাইচাঁদ সরকার—পাষণ্ড দলন
রাধিকাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ—
পাশকরা বউ
লীলাদেবী—ঝরার ঝরণা

সতীশচন্দ্র কবিভূষণ—পূর্ণাহুতি

সুরেশচন্দ্র মজুমদার—
মহারাজ সীতারাম

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—
লাখ টাকা

হেমদাকান্ত চৌধুরী—সমর মিলন

১৯২৭

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শ্রীরামচন্দ্র,
মগের মুল্লুক, পুষ্পাদিত্য

কৃষ্ণসুন্দর রায়—অভিশাপ

ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
পীরিলীর মেয়ে, কলির সাবিত্রী।

ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়—কল্পবৃক্ষ

গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়—
পণ্ডিত মেয়ে, মনোহর, প্রাণ ভোমরা

ঘনশ্যাম দেবাধিকারী—কর্মফল

জলধর চট্টোপাধ্যায়—অহিংসা

নরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী—
প্রেমের ফাঁদ, বাসন্তী, ব্যর্থ প্রেম,
আদরিণী, দৌলতে দুনিয়া,

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—শম্বরাসুর,
লয়লা মজনু

বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—নর্তকী

বিধুভূষণ সরকার—
মহারাষ্ট্র জাগরণ

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
ডারবি টিকিট

মন্মথ রায়—চাঁদ সওদাগর,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ঋতুরঙ্গ

রনেন্দ্রনাথ গুপ্ত—মহাপথ

রাইচরণ সরকার—শ্বেতার্জুন

লাল বিহারী শী—সপত্নী বিবাদ

শম্ভুদ্ধনন্দ স্বামী—নচিকেতা

শৈলেন্দ্রনাথ সরকার—গৌরাঙ্গ লীলা

সরযূবালা সেন—অন্নপূর্ণা

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
শ্রীগৌরাঙ্গ

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—তুলসী দাস

১৯২৮

অনন্তকুমার বসু—নিঠুর নিমাই

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ফুল্লরা

অমরনাথ দত্ত—লীলা

অমৃতলাল বসু—যাজ্ঞসেনী

আবদুল জব্বার—পল্লী শিক্ষা

কেশবচন্দ্র গুপ্ত—রামপ্রসাদ

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রামপ্রসাদ

কৃষ্ণমোহন দে—উপমা

গোপালচন্দ্র কবি কুসুম—
সাবিত্রী সত্যবান

জলধর চট্টোপাধ্যায়—ত্রিমূর্তি,
সত্যের সন্ধানে

জ্ঞানরঞ্জন ঘটক—দশানন, রক্তলেখা

জ্যোতি বাচস্পতি—নিবেদিতা

দিগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—সত্যের পথে

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—পান্নার-
রাণী, হুমকি দাওয়াই, ধাঁধাঁ
নিবেদিতা, পাগল, মজা, যন্তুর যাদু
লটারী, লুকোচুরি, স্বাধীন জেনানা

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ
নিশিকান্ত বসুরায়—পথের শেষে
বঙ্কিম দাসগুপ্ত—রক্তের লেখা
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—মীরাবাঈ
বিভূতিভূষণ সান্ন্যাল—মলয় মেলা
ভূপতিচরণ স্মৃতিরত্ন—রাজ্যশ্রী
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দাতাকর্ণ
মন্মথ রায়—দেবাসুর
যতীন্দ্রনাথ সেন—চিকিৎসা সঙ্কট
(পরশুরাম)
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—দিগ্বিজয়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শেষ রক্ষা
রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়—
জামদগ্নের শক্তিহরণ
রামবন্ধু পট্টনায়ক—গুরুদক্ষিণা
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পাঞ্চজন্য
শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়—স্বয়ম্বরা
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কুমার সিদ্ধার্থ

জলধর চট্টোপাধ্যায়—প্রাণের দাবী
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ—চীনের সিঁদুর
দক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত—ভক্তের ভগবান,
ভরত
ননীলাল ভট্টাচার্য—জরাসন্ধ
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—খিচুড়ি,
টেবলয়েড, দুঃসাহসের খেলা, নীরব রক্ষক, ৪৯ নম্বর, গৃহে নাট্যকার, গুলবেহস্ত, জুতার বদলে জরু, দরদী, নীরব রক্ষক, বেওয়ারিশ, ভুলের খেলা, মন চোর, রেলগাড়ীতে প্রেম, রোগীর সান্ত্বনা, রোশনি, শ্রেষ্ঠের পূজা, সেয়ানে সেয়ানে, সিগারেট ভার্সাস হারমনিয়ম, যখন আমি বড় হব, উদ্ধার, পরান বাবুর বড়দিন
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—নারায়ণী
নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—গায়ত্রী
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—মালিনী,
সৎমা, সৌমিত্রী

১৯২৯

অখিল নিয়োগী—বাপ্পাদিত্য, মহাপূজা
অমরকিশোর দাশগুপ্ত—ফুলধনু
কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য—গৌরদাস,
সিংহাসন
কেশব সেন—মহারাষ্ট্র গৌরব, সোনার
বাংলা, জয় পতাকা
ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তপ্ত পাপী,
মীনা, রাধাবাঈ
ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য—পরাজয়

ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ—রামানুজ
বঙ্কিম দাশগুপ্ত—কর্ণ
বন্দেআলি মিঞা—আমানুল্লাহ
বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—কর্ম্মবীর,
সুভদ্রা, সবুজসু·।
ভবেশ দাশগুপ্ত—ঠিকানা
ভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ—তুলসীদাস
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়— শঙ্খধ্বনি,
শাঁখের করাত

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নকল সাধু
মতিলাল চট্টোপাধ্যায়—ইরানী
মন্মথ রায়—শ্রীবৎস, মহাভারতী
মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—জাহাঙ্গীর
মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল—ভবঘুরে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পরিত্রাণ, তপতী
রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—শ্রীরামচরিত
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—রক্তকমল
শরৎচন্দ্র ঘোষ—শ্রী
? —সবুজ পাখী
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—ধূপের ধোঁয়া
সাতকড়িপতি রায়—জয়শ্রী
সিদ্ধেশ্বর ঘোষ—পতিতা
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—সমুদ্রগুপ্ত
সুধীরচন্দ্র চাকী— নদীনালা
সুনির্মল বসু—বন্দীবীর
সুরেন্দ্রনাথ রায়সরকার—আত্মজয়
সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়—হারানো রতন
হীরেন্দ্রনাথ সরকার—বড় কে ?
হেমচন্দ্র মজুমদার—বিজয় বসন্ত
হেমলতা দেবী—শ্রীনিবাসের ভিটা

১৯৩০

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মন্ত্রশক্তি, শকুন্তলা
আকবর উদ্দিন—সিন্ধু বিজয়
ইন্দুবালা রায়চৌধুরী—হীরার আংটি
কৃষ্ণচন্দ্র রায়—অমরনাথ
কেশব সেন—চন্দ্রগুপ্ত, একলব্য
খবীরউদ্দীন আমেদ—তুরান বীর
জলধর চট্টোপাধ্যায়—রাঙ্গারাখী, রামচন্দ্র
নজরুল ইসলাম—ঝিলমিল
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী —অভিনেত্রীর প্রেম, তগদির, প্রেমের কমেডি, আঁধারে চুম্বন, ব্রেসলেট, সেয়ানা পাগল।
নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—ভক্তের জয়
নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়— কাজের গোল, বাণী পূজা, মুক্তি
পাঁচকড়ি দে (সঃ)—কৃষ্ণযাত্রা
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়—কংসবধ
প্রভাচন্দ্র ঘোষ—গুরুদক্ষিণা
বিমলাসুন্দরী দেবী—শিখিপুচ্ছ
ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—প্রতারিতা
ভুপেন্দ্রনারায়ণ রায়—মনিপুর গৌরব
মন্মথ রায়—মহুয়া, কারাগার
মন্মথনাথ ঘোষ—ত্রিবেনী
মহম্মদ আবদুর রহমান—দেবলা উদ্ধার
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—গৈরিক পতাকা
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার—চাটনী
সতীশচন্দ্র ঘটক—হাটে হাড়ি বা আদর্শ স্ত্রী, অগ্নিশিখা
স্বর্ণকুমারী দেবী—দিব্য কমল
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—মানসী

১৯৩১

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মুক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গ
অবিনাশচন্দ্র দাস—মধ্যম ও কনিষ্ঠ

অমিতাভ মুখার্জি—ধীরেন বাবুর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা
ইন্দুবালা রায়চৌধুরী—সেণ্টলেজার
কৃষ্ণধন দে—ঋষির প্রেম
কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজার জামাই
কালিদাস দত্ত—বঙ্গে চৌহান
গজেন্দ্র মিত্র—রাণা প্রতাপ
গোপালসুন্দরী দেবী—অবলা জীবন
গোষ্ঠবিহারী দে—মেঘনাথ
তড়িৎকুমার বসু—শ্রীহীন কৃষ্ণ
নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রূপ-যজ্ঞ
নজরুল ইসলাম—আলেয়া
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—আজব খেল, আলোছায়া, বাঞ্ছারামের দুঃখ, বরাবরের মত, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, ছোট্ট খুকুমনি, হংকংএর পেয়ালা, হিন্দোলা, মায়া, মায়াতরু, মিস কিরণবালা, নাছোড়বান্দা, নিভৃত নিকুঞ্জ নিলয়, প্রেমে শাঠ্য, রক্তপর্ণা, শান্তিপূর্ণ গৃহ, অশ্বডিম্ব, বেদস্তর, বিদ্রোহ বা বেপরোয়া প্রেম, যার যেটি, বিজয়া দিনে, মূক-স্ত্রী, যাদু, হারানো জুতা
নিশিকান্ত সেন—কেয়াফুল
পুলিনবিহারী দত্ত—প্রেমের ফাঁদ
প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিয়তির খেলা
ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়—চোরের দাবী
বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—একলব্য
বাঁশরীমোহন—মুক্তির বাঁধন
ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দেশের ডাক, ধর পাকড়
মন্মথকুমার রায়—দুঃখীর ছেলে, দুঃখীর মেয়ে
মন্মথ রায়—উর্বশী নিরুদ্দেশ, সাবিত্রী, একাঙ্কিকা
মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাজীরাও
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কুশধ্বজ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নবীন, শাপমোচন
রাজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—প্রতিশোধ
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—ঝড়ের রাতে
শরৎচন্দ্র ঘোষ—অভিজাত
শশিভূষণ দত্ত—জয়াবতী
শৈলেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সঞ্জীবনী মন্ত্র
সতীশচন্দ্র ঘটক—পদধূলি
সত্যনারায়ণ মুখার্জি—দায় উদ্ধার
সত্যসাধন রায়—মিলন
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—স্বয়ংবরা
সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রুদ্ররাজ
সুরেন্দ্রনাথ দেবশর্মা—মানভঞ্জন
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—আত্মদান
সুরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কলির সমুদ্র মন্থন
হেমেন্দ্রকুমার রায়—ধ্রুবতারা

১৯৩২

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—দেবীচৌধুরাণী

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পোষ্যপুত্র, বিদ্রোহিনী

উৎপলেন্দু সেন—সিন্ধু গৌরব

কেশব সেন—কর্ণার্জুন

জলধর চট্টোপাধ্যায়—আঁধারে আলো, অসবর্ণা

দিলীপকুমার রায়—আপদ ও জলাতঙ্ক

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—কাল্পনিক মাসি, তরলা, প্রমিলার প্রথম, বিনোদ বালা, রঙ্গরাজ

বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত—শ্রীচরণেষু

বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—দেবযানী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালের যাত্রা

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—মানময়ী গার্লস স্কুল

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—সতীতীর্থ

শ্রীশচন্দ্র নন্দী—মনপ্যাথি

১৯৩৩

অনুরূপা দেবী—নাট্য চতুষ্টয়

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—জগদীশের দিগদারী,

জলধর চট্টোপাধ্যায়—মন্দির প্রবেশ, শক্তির মন্ত্র

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—অনীতা, অভিনয়ে প্রাণ, মলয়া, রাজপুত্র, ল্যাজা না মুড়ো,

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—নারায়ণী

প্রবোধকুমার মজুমদার—শুভযাত্রা

ফজলল করিম আমেদ—রণভেরী

বুদ্ধদেব বসু—অনেক রকম

বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—বনের পাখী

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—মহানিশা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—জননী

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত—মহাপ্রস্থান

১৯৩৪

অতুলচন্দ্র ঘোষ—প্রসন্ন রাঘব

অপরেশ মুখোপাধ্যায়—মা (অনুরূপা)

কনকলতা ঘোষ—প্রাণের পরশ

নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরি—নিয়তি

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—দরদী

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—ঝঞ্ঝা

বুদ্ধদেব বসু—অসামান্য মেয়ে

ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবশক্তি

ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কষ্টিপাথর

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মহামানব

মন্মথ রায়—অশোক

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—চক্রব্যূহ

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—পূর্ণিমা মিলন, পতিব্রতা, বাংলার মেয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রাবণ গাথা

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—দেশের দাবী
শৈলেন রায়—কাজরী
সুধাংশুকুমার হালদার—অভিনব
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—মারাঠা মোগল
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সরমা

১৯৩৫

এজহারল হক্—আওরংজেব
গীতা দেবী—বিপর্যয় (ব্যারনেস্ অব দি উইমপোল ষ্ট্রীট)
জলধর চট্টোপাধ্যায়—আত্মাহুতি
দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র—বুঝেছ
নিশিকান্ত বসুরায়—ধর্ষিতা
প্রবোধ সরকার—চোখের নেশা
প্রভাময়ী মিত্র—দেউল
প্রমথনাথ বিশী—ঋণং কৃত্বা
প্রসাদ ভট্টাচার্য—মানময়ী বয়েজ স্কুল
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—অবশেষে
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বৈকুণ্ঠে বাজি, শিবশক্তি
মন্মথ রায়—খনা, কাজলরেখা
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—ব্রতচারিণী
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—পথের সাথী
সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত—শ্যামা
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—বীর্যশুল্কা
সুশীল রায়—মামময়ী গার্লস কলেজ

১৯৩৬

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ—শ্রীপাদপদ্ম নাটক (গয়াসুর)
জলধর চট্টোপাধ্যায়—রীতিমত নাটক
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—মুখচোরা
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—দময়ন্তী নাটক, রূপসী ইরাণী
প্রমথনাথ বিশী—ঘৃতং পিবেৎ
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—সতী
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রহ্মতেজ
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—নন্দরাণীর সংসার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা
রমেশচন্দ্র গোস্বামী—কেদার রায়
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—আবুল হাসান
সুধাংশুকুমার হালদার—একাঙ্কিকা
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—শিবার্জুন, সর্বহারা, বভ্রুবাহন

১৯৩৭

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বনটিয়া
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—রেবা
বটকৃষ্ণ রায়—পাকচক্র
মন্মথ রায়—সতী, বিদ্যুৎপর্ণা, দেবাসুর, রাজনটী, যোগাযোগ
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—গয়াতীর্থ
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—প্রলয়
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—ডিটেকটিভ, বন্ধু
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—মোগল মসনদ

১৯৩৮

অয়স্কান্ত বক্সী—অভিসারিকা
জলধর চট্টোপাধ্যায়—নারীধর্ম্ম
জ্যোতি বাচস্পতি—সমাজ
প্রমথনাথ বিশী—মৌচাকে ঢিল
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—সাবিত্রী

বনফুল—মন্ত্রমুগ্ধ

মন্মথ রায়—মীরকাশিম, রূপকথা,
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রাজনটী

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—চক্রধারী, মাইকেল,
মহালক্ষ্মী, মৃণালিনী,
রাজনর্ত্তকী, রাজসিংহ

যামিনীমোহন কর—শান্তিপুরে অশান্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য

রমেশচন্দ্র গোস্বামী—বিদ্যাপতি

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—স্বামী-স্ত্রী,
সিরাজদৌল্লা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—লালপাঞ্জা

শুভব্রত রায়চৌধুরি—মৈত্রেয়ী

সুধীন্দ্রনাথ রাহা—বিষ্ণুর মায়া,
বাংলার বোমা

সুবোধচন্দ্র মিত্র—সত্যপ্রিয়া

১৯৩৯

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের
উইল)

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—কপাল কুণ্ডলা
(বঙ্কিমচন্দ্র)

অয়স্কান্ত বক্সী—ডাঃ মিস কুমুদ

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পাষাণ প্রতিমা

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—সরমা,
শিবশক্তি

বনফুল—শ্রীমধুসূদন

বিধায়ক ভট্টাচার্য—মাটির ঘর,
কুহকিনী

ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দুর্গা শ্রীহরি

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাসুদেব

মন্মথ রায়—সতী তুলসী, সমুদ্রগুপ্ত,
সোনার বাংলা, ছোটদের নাট্যম্

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—অভিযান,
সোনার বাংলা

যামিনীমোহন কর—বকধার্মিক

যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী—মহামায়ার
চর, মাকড়সার জাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্যামা(নৃত্যনাট্য)

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—তটিনীর বিচার

সুধীন্দ্রনাথ রাহা—জননী জন্মভূমি

১৯৪০

অনাথগোপাল সেন—বাজে মেয়ে

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ইন্দিরা, কমলাকান্ত

আশুতোষ ভট্টাচার্য—আগামী কাল

জলধর চট্টোপাধ্যায়—সিঁথির সিঁদুর,
পি ডবলু ডি

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—শিল্পী

প্রমথনাথ বিশী—পরিহাস বিজল্পিতম্

বিধায়ক ভট্টাচার্য—বিশ বছর আগে,
মালা রায়

বিমলচন্দ্র ঘোষ—মীরা

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—অন্নপূর্ণা

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—
পঞ্জাব কেশরী রণজিত সিংহ,
গঙ্গাবতরণ, সতী,
দেবীচৌধুরানী, দেবীদুর্গা

যামিনীমোহন কর—চুনকাম, মিটমাট,
বন্ধুর বিয়ে

যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী—পরিনীতা, বাংলার মেয়ে
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—সংগ্রাম ও শান্তি, হরপার্বতী, নার্সিংহোম
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সত্যপথ
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—রণদাপ্রসাদ

১৯৪১

অয়স্কান্ত বক্সী—রিহার্সাল
জলধর চট্টোপাধ্যায়—কবি কালিদাস, হাউসফুল
তুলসী লাহিড়ী—মায়ের দাবী বা রিক্তা
নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভুল, দৈবাৎ
প্রবোধেন্দু ঠাকুর—অশান্ত
বটকৃষ্ণ রায়—পঞ্চমাঙ্ক
বসন্ত চট্টোপাধ্যায়—চ্যারিটি শো
বিধায়ক ভট্টাচার্য—রত্নদীপ, রক্তের ডাক
ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী—বৃত্রসংহার
মহেন্দ্র গুপ্ত—ঊষাহরণ, কঙ্কাবতীর ঘাট, উত্তরা, উর্বশী
যামিনীমোহন কর—প্রহেলিকা, কমলে কামিনী
শিবরাম চক্রবর্ত্তী—বাজার করা হাজার ঠেলা

১৯৪২

অমল রায়চৌধুরী—বেয়াই মশাই
কৃষ্ণ দাস—খুনে, হোটেল
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দুইপুরুষ
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—রাখী বন্ধন
প্রমথনাথ বিশী—ডিনামাইট
বনফুল—বিদ্যাসাগর
বিধায়ক ভট্টাচার্য—তুমি আর আমি, চিরন্তনী
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—ব্ল্যাকআউট, সীতারাম
মনোজ বসু—প্লাবন
মহেন্দ্র গুপ্ত—রাণী ভবানী, রাণী দুর্গাবতী, অলকানন্দ
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—সুপ্রিয়ার কীর্তি

১৯৪৩

অয়স্কান্ত বক্সী—ভোলামাষ্টার, খুনী
কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—সম্ভাবনা
গৌতম সেন—ডাক্তার
প্রমথনাথ বিশী—গভর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর
পরিমল গোস্বামী—দুষ্মন্তের বিচার
মনোজ বসু—নূতন প্রভাত
মহেন্দ্র গুপ্ত—পৃথ্বিরাজ, বিজয়নগর, মহারাজ নন্দকুমার
শচীন সেনগুপ্ত—মাটির মায়া, ধাত্রী পান্না

১৯৪৪

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—নতুন তারা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—বিংশ শতাব্দী
দিলীপকুমার রায়—সাদা কালো
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দীপ শিখা
পরিমল গোস্বামী—আষাঢ়ে দেশে ঘুঘু
বনফুল—দশভান

বিজন ভট্টাচার্য—নবান্ন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বিশেষ রজনী

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—টিপু সুলতান

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—রাষ্ট্রবিপ্লব

সরোজ রায়চৌধুরী—হালদার সাহেব, উদ্বোধন

১৯৪৫

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—তারপর

ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ—মায়ামৃগ

জলধর চট্টোপাধ্যায়—রথের ঠাকুর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—চকমকি

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অন্তরাল

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—রক্ততিলক

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র—আজব দেশ, সহরতলী

বনফুল—রূপান্তর

বিমল দত্ত—সিংহল বিজয়

মনোরঞ্জন হাজরা—উদয়গড়

রণজিতকুমার সেন—সব্যসাচী

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—পলাশী

১৯৪৬

অজয় দাশগুপ্ত—পলাশীর পরে

গৌতম সেন—রামচন্দ্রের নরক দর্শন

তড়িৎকুমার সরকার—রাতের পাখা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—তরঙ্গ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বসন্তের রাণী

প্রবোধকুমার সান্যাল—মল্লিকা

বনফুল—সিনেমার গল্প

বিধায়ক ভট্টাচার্য—তেরশো পঞ্চাশ

মহেন্দ্র গুপ্ত—শকুন্তলা, শতবর্ষ আগে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—ভিটেমাটী

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—বন্দনার বিয়ে

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—সিংহাসন

শশিভূষণ দাশগুপ্ত—রাজকন্যার ঝাঁপি

শৈলেন বিশী—নেতাজী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—নন্দিনী

সুধীন্দ্রনাথ রাহা—মাতৃপূজা

১৯৪৭

জলধর চট্টোপাধ্যায়—থামাও রক্তপাত

তারক মুখোপাধ্যায়—রামপ্রসাদ

তুলসীচরণ লাহিড়ী—দুঃখীর ইমান

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাস্তুভিটা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—যৌবন জলতরঙ্গ

প্রমথনাথ বিশী—পারমিট

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—রায়গড়, শ্রীদুর্গা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—দমাদম দামোদর

সমর সরকার—জনগণ অধিনায়ক

১৯৪৮

কুমারেশ ঘোষ—ম্যানিয়া

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—কালিন্দী

তুলসীচরণ লাহিড়ী—পথিক

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্ণগ্রাস

বনফুল—বন্ধন মোচন

বিজন ভট্টাচার্য—জীবন কন্যা

বিধায়ক ভট্টাচার্য—তাই তো!

মনোজ বসু—বিপর্যয়

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—হায়দার আলি,
স্বর্গ হতে বড়
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—মাটীর মাশুল
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—যুগে যুগে
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—বাংলার প্রতাপ,
কালো টাকা

১৯৪৯

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পরিচয়
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মোকাবিল
দিলীপ রায়—সার্কাস
মণীন্দ্রনাথ মিত্র—চাঁদ সর্দার
মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ঝান্সীর রাণী
মনোজ বসু—রাখী বন্ধন
শিবরাম চক্রবর্তী—যখন তারা কথা
বলবে
শুভো ঠাকুর—মায়ামৃগ
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—গোলকুণ্ডা
সুশীলচন্দ্র দাস—সার্বজনীন শোকসভা
সোমেন্দ্রনাথ রায়—অবশ্যম্ভাবী

১৯৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দ্বীপান্তর
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—শিল্পী
মন্মথ রায়—কৃষাণ, কৃষক কন্যা
শশিভূষণ দাসগুপ্ত—
দিনান্তের আগুন
সত্যেন্দ্রনাথ জানা—পনেরো আগষ্ট
সুধীন্দ্রনাথ রাহা—বিক্রমাদিত্য

১৯৫১

অজয়কুমার চক্রবর্তী—মহাকবি
ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
ঋষি দাস—দুয়ে দুয়ে বাইশ
কিরণ দে চৌধুরী—দানব গৌরব
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—
বালাজী রাও, যুগবিপ্লব
দেবব্রত রেজ—জন্মজন্মান্তর
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—তুষারকণা,
এই স্বাধীনতা
শরৎচন্দ্র ঘোষ—জাতিচ্যুত
সুনীল দত্ত—লুটতরাজ

১৯৫২

অজয় দাস গুপ্ত—তখৎ-এ-তাউস
অনিল ভট্টাচার্য ও বিধায়ক ভট্টাচার্য—
সেই তিমিরে
আশালতা সিংহ—সুরের উৎস
উৎপলেন্দু সেন—সিন্ধু গৌরব
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়—কেরাণীর জীবন
জলধর চট্টোপাধ্যায়—হরিশ্চন্দ্র
তুলসীচরণ লাহিড়ী—ছেঁড়া তার
দিলীপকুমার—ভিখারিণী রাজকন্যা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—রামমোহন
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—তখত-এ-তাউস
ভূপেন্দ্রনাথ সরকার—ইতিহাসের নাটক
ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী—বামনাবতার
মন্মথ রায়—জীবনটাই নাটক
সত্যেন্দ্র সিংহ—মনোবৈজ্ঞানিক
সুধীরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—জিজাবাঈ
হরিপদ বসু—ভুল

১৯৫৩

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়—শকুন্তলা রায়
কুমারেশ ঘোষ—সালোম (Salome)
গোপাল চট্টোপাধ্যায়—আদর্শ হিন্দু হোটেল (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
তারাকুমার মুখোপাধ্যায়—প্রশ্ন
দেবাংশু সেনগুপ্ত—হালকা সুরে
প্রমথনাথ বিশী—ভূতপূর্ব স্বামী
বাণীকুমার—সন্তান (আনন্দমঠ অবলম্বনে)
বিভূতিভূষণ নন্দী—বিপ্লবী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—গণশার বিয়ে
মন্মথ রায়—উর্ব্বশী নিরুদ্দেশ
রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ওস্তাদ
শচীন সেনগুপ্ত—পথের দাবী (শরৎচন্দ্র)
শশধর ভট্টাচার্য—আধুনিকার প্রেম
শান্তশীল দাস—দেশের ছেলে
সলিল সেন—নতুন ইহুদী
সীতাংশু মৈত্র—মোহনলাল
সুকান্ত ভট্টাচার্য—অভিযান
সুকুমার চক্রবর্তী—কী চাই
সুশীলচন্দ্র দাস—নীলবর্ণ শৃগাল

১৯৫৪

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মশাল
নীহাররঞ্জন গুপ্ত—উল্কা
বরেন বসু—নতুন ফৌজ
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—উনপঞ্চাশ নম্বর মেস
শশধর ভট্টাচার্য—মল্লিক্স মেমোরাণ্ডাম্
শম্ভুনাথ ভদ্র—সাতটা থেকে দশটা

১৯৫৫

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মিতা
অবিনাশচন্দ্র সাহা—নবীন যাত্রী
দেবব্রত সুরচৌধুরী—ঘরভাড়া
দিলীপ রায়—দুই আর দুই
ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র—মহানায়ক শশাঙ্ক
নন্দদুলাল চক্রবর্তী—শরৎচন্দ্র
বঙ্কিমচন্দ্র দাস—কালের বিচার
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—টনসিল
বীরু মুখোপাধ্যায়—রাহুমুক্ত
মন্মথ রায়—মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল, রঘুডাকাত (একত্রে)
শান্তশীল দাস—দেশের মেয়ে, সভ্যতার অভিশাপ
শিবরাম চক্রবর্ত্তী—প্রাণকেষ্টর কাণ্ড
সুনীল দত্ত—হরিপদ মাষ্টার
সুনীল ঘোষ—বিদেশী (Stangers in the land—mona Brand)

১৯৫৬

অবনী সাহা—অমরাবতী ট্রেনিং কলেজ
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ—জীমূত বাহন
চারুবিকাশ দত্ত—জাগ্রত ভারত
দেবনারায়ণ গুপ্ত—পরিনীতা (শরৎচন্দ্র)

প্রদর্শিত নাটকের তালিকা

প্রদর্শিত নাটকের তালিকার তারিখ সেই নাটকের প্রথম সংস্করণের তারিখ। কিন্তু প্রথম সংস্করণ প্রদর্শিত করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় নাই। তালিকায় যে মূল্য দেওয়া আছে তাহা প্রথম সংস্করণের মূল্য নহে; যে সংস্করণ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহারই মূল্য। প্রত্যেক নাটকে উল্লিখিত চরিত্র নাটকের প্রধান চরিত্র।

অরূপ রতন [মাঘ ১৩২৬]
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশক ॥ শ্রীচিন্তামণি ঘোষ
২২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
পৃষ্ঠা ॥ ৪ + ৭৪ = ৭৮
চরিত্র ॥ ২২ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
দুই অঙ্ক ॥ রূপক
মূল্য ॥ আট আনা

অন্তরাল (১৯৪৫)
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ১২ + ৮ = ৯২
চরিত্র ॥ ৫ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
ভূমিকা ॥ শচীন সেনগুপ্ত
মূল্য ॥ দু-টাকা

অবশ্যম্ভাবী [শ্রাবণ ১৩৫৬]
সোমেন্দ্রনাথ রায়
প্রকাশক ॥ শ্রীবিশ্বনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
৫।১ দাশরথী দে লেন, শিবপুর, হাওড়া
পৃষ্ঠা ॥ ৬ + ১২৮ = ১৩৪
চরিত্র ॥ ৬ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

অভিশপ্ত পৃথিবী (সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)
কমল মৈত্র
পরিবেশক ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ১০ + ৪৬ = ৫৬
চরিত্র ॥ ৫ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
তিন দৃশ্য ॥ সামাজিক
শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি ও
শ্রীদেবকীকুমার বসুর ভূমিকাসহ
মূল্য ॥ এক টাকা

অমরাবতী ট্রেনিং কলেজ (১৯৫৬)
অবনী সাহা
পরিবেশক ॥ শরৎ পুস্তকালয়
৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
পৃষ্ঠা ॥ ৮ + ৬৮ = ৭৬
চরিত্র ॥ ২৭ পুরুষ
স্ত্রী বর্জিত ॥ তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

অভিযান (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০)
সুকান্ত ভট্টাচার্য
প্রকাশক ॥ সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
পৃষ্ঠা ॥ ৮ + ৪০ = ৪৮
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ১ স্ত্রী
সচিত্র কাব্যনাট্য
মূল্য ॥ এক টাকা বারো আনা

অংকুর (ফাল্গুন ১৩৬৩)
সুনীল দত্ত
প্রকাশক ॥ জাতীয় সহিত্য পরিষদ
১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২
পৃষ্ঠা ॥ ৯৮ ॥ চরিত্র—১৪ পুরুষ
স্ত্রী বর্জিত ॥ দুই অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

অযোধ্যার বেগম [১৯২১]
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১৭৬=১৮৪
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৯ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ ষ্টার ॥ ৭ই অগ্র, ১৩২৮
পঞ্চম অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক

অঙ্গীকার [পৌষ ১৩৬৩]
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থম ॥ কলিকাতা-১০
পৃষ্ঠা ॥ ৬+৪৬=৫২
চরিত্র ॥ ১২ পুরুষ
স্ত্রী বর্জ্জিত ॥ তিন অঙ্ক ॥ পৌরাণিক
মূল্য ॥ আট আনা

আজকাল [ভাদ্র ১৩৬৩]
ভানু চট্টোপাধ্যায়
বুক রিভ্যু
১৯।১, হেমচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-২৩
পৃষ্ঠা ॥ ৬+১২২+২=১৩০
চরিত্র ॥ ১০ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ রঙমহল ॥ ১৮-৯-১৯৫১
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

আদর্শ হিন্দু হোটেল [১৯৫৩]
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নাট্যরূপ ॥ গোপাল চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৮৪=৯২
চরিত্র ॥ ২১ পুরুষ ও ৬ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ রঙমহল ॥ জুন, ১৯৫৩
দুই অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

আজকের ডাক [জুন ১৯৫৪]
বোম্মানা বিশ্বনাথম্
প্রাকাশক ॥ সুনীলকুমার রায়
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৫৮=৬২
চরিত্র ॥ ৯+১১ পুরুষ
দুইটি একাঙ্কিকা ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ বারো আনা

আপদ [মাঘ ১৩৪১]
দিলীপকুমার রায়
প্রকাশক ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৪৪+১২১
চরিত্র ॥ ৭ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

আমার ছেলে [দোল পুর্ণিমা,১৩৬৩]
বাসুদেব চক্রবর্তী
প্রকাশক ॥ দুলালচন্দ্র গোস্বামী
চরিত্র ॥ ১৪ পুরুষ ও ৮ স্ত্রী
পৃষ্ঠা ॥ ১০ +২৬৮=২৭৮
ছয় অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ চার টাকা

আলমগীর [১৯২১]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

পৃষ্ঠা ॥ ৪+২২০=২২৪

চরিত্র ॥ ১৯ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী

পাঁচ অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক

প্রথম অভিনয় ॥ ১০ ডিসেম্বর ১৯২১ ॥ কর্ণওয়ালিস থিয়েটার

মূল্য ॥ আড়াই টাকা

ইঙ্গিত [মহালয়া, ১৩৬৩]

সীতাংশু মৈত্র

প্রকাশক ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী

পৃষ্ঠা ॥ ৮+৭২=৮০

চরিত্র ॥ ১৩ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী

তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক

মূল্য ॥ দেড় টাকা

উপেক্ষিতা

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

পৃষ্ঠা ॥ ৪+১৪২=১৪৬

চরিত্র ॥ ৯পুরুষ ও ৮ স্ত্রী

পাঁচ অঙ্ক ॥ পৌরাণিক

মূল্য ॥ এক টাকা

একাঙ্কিকা [১৯৩১]

মন্মথ রায়

পৃষ্ঠা ॥ ৮+২৮০=২৮৮

মূল্য ॥ পাঁচ টাকা

একটি নায়ক [বৈশাখ, ১৩৬৪]

দিলীপ রায়

প্রকাশক ॥ প্রতীতি প্রকাশনী

পৃষ্ঠা ॥ ৪+৩৪=৩৮

চরিত্র ॥ ৬ পুরুষ ১ স্ত্রী

একাঙ্কিকা ॥ কাব্যনাট্য ॥ রূপক

মূল্য ॥ দেড় টাকা

একেই কি বলে সভ্যতা [১৮৬০]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পৃষ্ঠা ॥ ৬+৩৪=৪০

চরিত্র ॥ ৫ পুরুষ ও ৭ স্ত্রী

দুই অঙ্ক ॥ প্রহসন

ঐতিহাসিক শ্যালক [বৈশাখ ১৩৬৩]

সীতাংশু মৈত্র

প্রাপ্তিস্থান ॥ ভারতী লাইব্রেরী

পৃষ্ঠা ॥ ৪+৯০=৯৪

তিনটি একাঙ্কিকা সংকলন ॥ ব্যঙ্গনাটিকা

মূল্য ॥ পাঁচ সিকা

কর্মখালি [পৌষ ১৩৬৩]

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

প্রাপ্তিস্থান ॥ এন, বি, এ,

পৃষ্ঠা ॥ ৮+৭৪=৮২

চরিত্র ॥ ৯ পুরুষ

দুই অঙ্ক ॥ সামাজিক

মূল্য ॥ পাঁচ সিকা

কবি [আষাঢ়, ১৩৬৪]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ॥ মিত্র ও ঘোষ

পৃষ্ঠা ॥ ১২+৯৮=১১০

চরিত্র ॥ ১০ পুরুষ ও ৭ স্ত্রী

তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক

প্রথম অভিনয় ॥ রঙমহল ॥ জুন ১৯৫৭

মূল্য ॥ দুই টাকা

কারাগার, মুক্তির ডাক, মহুয়া (একত্রে)
মন্মথ রায়
পৃষ্ঠা ॥ ১০+২৪৮=২৫৮
কারাগার ॥ পৌরাণিক ॥ পাঁচ অঙ্ক
প্রথম অভিনয় ॥ মনোমোহন থিয়েটার
মুক্তির ডাক ॥ একাঙ্ক
মহুয়া ॥ পৌরাণিক ॥ পাঁচ অঙ্ক
প্রথম অভিনয় ॥ মনোমোহন থিয়েটার
মূল্য ॥ একত্রে সাড়ে তিন টাকা

কালের বিচার [আশ্বিন, ১৩৬২]
বঙ্কিমচন্দ্র দাস
প্রাপ্তিস্থান ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ১২ + ৯৬ = ১০৮
চরিত্র ॥ ৯ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

কাশফুলের দিন [এপ্রিল, ১৯৫৭]
রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ নবচেতনা
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৯২=৯৬
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
চার দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ আড়াই টাকা

কিন্নরী [১৯১৮]
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
পৃষ্ঠা ॥ ৪+১২৪=১২৮
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ মিনার্ভা
পৌরাণিক ॥ তিন অঙ্ক
মূল্য ॥ এক টাকা

কীর্তিবিলাস [১৮৫২]
জি, সি, গুপ্ত
পৃষ্ঠা ॥ ১২+৫০=৬২
ভূমিকা ॥ ডাঃ সুকুমার সেন
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ও ৬ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥
মূল্য ॥ এক টাকা

কেলোর কীর্ত্তি [১৯২১]
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড এন্স
পৃষ্ঠা ॥ ৪ + ৬০ + ৪ = ৬৮
চরিত্র ॥ ৭ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ মিনার্ভা
দশ দৃশ্য ॥ প্রহসন
মূল্য ॥ আনা আনা

কৃষ্ণকলি [এপ্রিল, ১৯৫৭]
রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ নবচেতনা
পৃষ্ঠা ॥ ৪ + ৮৪ + ৪ = ৯২
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
চার দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ আড়াই টাকা

কৃষ্ণকুমারী [অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯]
অতুলানন্দ রায়
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৭৯=৮৭
চরিত্র ॥ ১২ পুরুষ ও ৬ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

গাঙ্গুলী মশাই [বৈশাখ, ১৩৬৪]
ধীরেন্দ্রনাথ দাস
প্রকাশক ॥ গণসাহিত্য ভবন
পৃষ্ঠা ॥ ১০ + ৭৪ = ৭২
চরিত্র ॥ ১৩ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
দুই অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ এক টাকা বারো আনা

গোলটেবিল ॥ [১৯৫৩]
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৬ + ১৮ = ২৪
চরিত্র ॥ ৫ পুরুষ
একাঙ্কিকা ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ ছয় আনা

গ্রামছায়াদি [মাঘ, ১৩৬৩]
সত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ বুক রিভ্যু
পৃষ্ঠা ॥ ৪ + ১৪২ = ১৪৬
চরিত্র ॥ ৯ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
সামাজিক ॥ চিত্রনাট্য

ঘর-ভাড়া [১৯৫৫]
দেবব্রত সুর চৌধুরী
প্রকাশক ॥ মিত্রালয়
পৃষ্ঠা ॥ ৪ + ৪৪ = ৪৮
চরিত্র ॥ ৫ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
চার দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

চণ্ডালিকা [ফাল্গুন, ১৩৪৪]
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশক ॥ বিশ্বভারতী
পৃষ্ঠা ॥ ৮ + ৩২ = ৪০
তিন দৃশ্য ॥ নৃত্যনাট্য
মূল্য ॥ আট আনা

চৌ-মাথা [জুন ১৯৫৭]
রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৬৪ + ৪ = ৬৮
চরিত্র ॥ ১৪ পুরুষ ও ১ স্ত্রী
চার দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

চাঁদ-সর্দার [আশ্বিন, ১৩৫৫]
মণীন্দ্রনাথ মিত্র
পৃষ্ঠা ॥ ৮ + ১৫৪ = ১৬২
চরিত্র ॥ ১৮ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

ছেঁড়া তার [কার্ত্তিক, ১৩৫৮]
তুলসীদাস লাহিড়ী
প্রকাশক ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ২ + ১১৪ = ১১৬
চরিত্র ॥ ১৮ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা চার আনা

জনগণ-অধিনায়ক [ভাদ্র, ১৩৫৪]
সমর সরকার
পৃষ্ঠা ॥ ৬ + ১১৪ = ১২০
চরিত্র ॥ ৩০ পুরুষ ও ৮ স্ত্রী
চার অঙ্ক ॥ বিপ্লবাত্মক
মূল্য ॥ দুই টাকা

জন্মজন্মান্তর [আগষ্ট, ১৯৫১]
দেবব্রত রেজ
প্রকাশক ॥ মিত্রালয়
পৃষ্ঠা ॥ ৬ + ১২৬ = ১৩২
পাঁচ অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ তিন টাকা

জয়ের পথে [আগষ্ট, ১৯৫৬]
সজীব সরকার
প্রকাশক ॥ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
পৃষ্ঠা ॥ ৬+৯৬=১৯২
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
দশ দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

জতু-গৃহ [মার্চ, ১৯৫৬]
সুনীল দত্ত
প্রকাশক ॥ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৭৮=৮৬
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ও ১ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

ঠাকুর বাড়ী [মে, ১৯৫৭]
চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা
প্রকাশক ॥ ইণ্ডিয়ানা
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৯৩+৮=১০৩
চরিত্র ॥ ১৩ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
চার অঙ্ক ॥ রবীন্দ্র কাহিনী
ভূমিকা ॥ ডাঃ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী
মূল্য ॥ দেড় টাকা

দশচক্র [১৩৬৩]
[ইবসেন : এনিমি অব দি পিপল্]
শান্তি বসু
প্রকাশক ॥ মিত্রালয়
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১৪৮=১৫৬
চরিত্র ॥ ১০ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
পঞ্চম অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ আড়াই টাকা

দুই আর দুই [১৯৫৫]
দিলীপ রায়
প্রকাশক ॥ প্রতিতী প্রকাশনী
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৭৪=৭৮
চরিত্র ॥ ১৪ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
চার অঙ্ক ॥ নাট্যকাব্য
মূল্য ॥ এক টাকা বারো আনা

দেবযানী [১৩৩২]
মুরারীমোহন সান্যাল
প্রকাশক ॥ বুক কোম্পানী
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৭৬=৮০
চার অঙ্ক ॥ পৌরাণিক
মূল্য ॥ এক টাকা

দিন আগত ঐ [১৯৪৯]
বিমল সেন-গুপ্ত
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৫৪=৫৮
তিনটি একাঙ্কিকা
মূল্য ॥ বারো আনা

দিব্যকমল [১৯৩০]
স্বর্ণকুমারী দেবী
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৪+১৬৪=১৬৮
চরিত্র ॥ ১৪ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥
মূল্য ॥ পাঁচসিকা

দুর্গা শ্রীহরি [১৯৩৯]
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
পৃষ্ঠা ॥ ১৪+৯৮=১১২
চরিত্র ॥ ২০ পুরুষ ও ৭ স্ত্রী
চার অঙ্ক ॥ পৌরাণিক
প্রথম অভিনয় ॥ ষ্টার ॥ ১৯৩৯
মূল্য ॥ এক টাকা

ধর্মঘট, পথে-বিপথে, চাষীর প্রেম, আজব দেশ [১৩৬৩]
মন্মথ রায়
পৃষ্ঠা ॥ ৮+২৭৩=২৮১
মূল্য ॥ চার টাকা

ধৃতরাষ্ট্র [বৈশাখ, ১৩৬৪]
ধনঞ্জয় বৈরাগী
প্রকাশক ॥ আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স
পৃষ্ঠা ॥ ১২+৮৬=৯৮
চরিত্র ॥ ১২ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

ধ্রুবতারা
[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহের উপন্যাস]
নাট্যরূপ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়
পৃষ্ঠা ॥ ৪+১৪০=১৪৪
চরিত্র ॥ ১১ পুরুষ ও ১২ স্ত্রী
পঞ্চম অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ পাঁচ সিকা

নবীন যাত্রী [ফাল্গুন, ১৩৬১]
অবিনাশচন্দ্র সাহা
প্রকাশক ॥ ভারতী লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৩২=৪০
চরিত্র ॥ ১০ পুরুষ
স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত ॥ এক অঙ্ক ॥
মূল্য ॥ দশ আনা

নতুন ফৌজ [শ্রাবণ, ১৩৬১]
[রঙরুট উপন্যাসের নাট্যরূপ]
বরেন বসু
প্রকাশক ॥ সাধারণ পাবলিশার্স
পৃষ্ঠা ॥ ৬+১২২=১২৮
চরিত্র ॥ শতাধিক পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ সৈনিক জীবন কাহিনী
মূল্য ॥ দেড় টাকা

নবজন্ম [মহালয়া ১৩৬২]
ধীরেন্দ্রনাথ দাস
প্রকাশক ॥ নবভারতী
পৃষ্ঠা ॥ ১০+১১০=১২০
চরিত্র ॥ ২৫ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

নতুন ইহুদী [মে, ১৯৫৩]
সলিল সেন
প্রকাশক ॥ ইণ্ডিয়ানা
পৃষ্ঠা ৮+১২৮=১৩৬
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
সতের দৃশ্য ॥ বাস্তুহারা কাহিনী
মূল্য ॥ দুই টাকা

নাটিকা [আগষ্ট, ১৯৫৬]
বোম্মানা বিশ্বনাথম্
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৭৫=৭৯
তিনটি একাঙ্কিকা ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ এক টাকা

নাট্যকার [বৈশাখ, ১৩৫৮]
অরুণ চক্রবর্তী
প্রকাশক ॥ উত্তরায়ণ লিমিটেড
চরিত্র ॥ ২০ পুরুষ ও ৭ স্ত্রী
আট দৃশ্য ॥ সামাজিক
ভূমিকা ॥ ডাঃ কালিদাস নাগ
মূল্য ॥ দুই টাকা

নীলকণ্ঠ [১৯৫৭]
রাম বসু
প্রকাশক ॥ গ্রন্থ-জগৎ
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৩৪=৪২
একাঙ্কিকা ॥ সামাজিক
প্রথম অভিনয় ॥ কবিতা মেলা
মূল্য ॥ দেড় টাকা

নীল শৃগাল [কার্তিক, ১৩৬০]
সুশীলচন্দ্র দাশ
প্রকাশক ॥ মৈত্রী প্রকাশনী
পৃষ্ঠা ॥ ৪+২০=২৪
ছয় দৃশ্য ॥ পশু সম্বন্ধীয় ॥ রূপক
মূল্য ॥ দশ আনা

নীল দর্পণ [১৮৬০]
দীনবন্ধু মিত্র
প্রকাশক ॥ দি বুক এম্পোরিয়ম
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৮২=৮৬
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ও ৭ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ সামাজিক
সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত প্রথম নাটক
মূল্য ॥ বারো আনা

নুরজাহান [১৯০৮]
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
পৃষ্ঠা ॥ ৪+১৬৪=১৬৮
চরিত্র ॥ ১১ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ মিনার্ভা ॥ ১৩১৪
পঞ্চম অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক
মূল্য ॥ আড়াই টাকা

পনেরো আগষ্ট [আশ্বিন, ১৩৫৭]
সত্যেন্দ্রনাথ জানা
প্রকাশক ॥ জেনারেল পিণ্টার্স
পৃষ্ঠা ॥ ১৮+১০০=১১৮
চরিত্র ॥ ১৩ পুরুষ ও ৭ স্ত্রী
ছয় অঙ্ক ॥ জাতীয় আন্দোলনমূলক
মূল্য ॥ দুই টাকা

পরিচয় [বৈশাখ, ১৩৬৩]
শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ৮+১২৪+৪=১৩৬
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৭ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

পাশুপত [ফাল্গুন, ১৩৫৭]
অতুলানন্দ রায়
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১২৬=১৩৪
চরিত্র ॥ ২৮ পুরুষ ও ১২ স্ত্রী
পরিচিতি ॥ শচীন সেনগুপ্ত
পাঁচ অঙ্ক ॥ পৌরাণিক

পূর্ণাহুতি [শ্রাবণ, ১৩৫৬]
কিশোরীমোহন ঘোষাল
প্রকাশক ॥ বরেন্দ্র লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ৮+২০৬=৩১৬
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ পৌরাণিক
মূল্য ॥ আড়াই টাকা

পূর্ণগ্রাস [১৯৪৮]
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ২+৩০=৩২
চরিত্র ॥ ১০ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
তিন দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ আট আনা

প্রত্যাবর্ত্তন [চৈত্র, ১৩৬৩]
প্রশান্ত চৌধুরী
প্রকাশক ॥ শ্রীগুরু লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১১২=১২০
চরিত্র ॥ ১৬ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ মিনার্ভা ॥ ১৯৫৬
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

প্রশ্ন [চৈত্র, ১৩৫৯]
তারাকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স
পৃষ্ঠা ॥ ২৪+৫৬=৮০
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
দুই অঙ্ক ॥ সমাজিক
প্রথম অভিনয় ॥ শ্রীরঙ্গম
মূল্য ॥ দেড় টাকা

বন্ধু [মাঘ, ১৩৬৩]
শান্তশীল দাশ
প্রকাশক ॥ তুলি-কলম
পৃষ্ঠা ॥ ৬+৭২=৭৮
চরিত্র ॥ ১৪ পুরুষ
স্ত্রী বর্জিত ॥ তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ এক টাকা

বন্ধু [১৯৩৭]
শ্রীশরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৬+১৩০=১৩৬
চরিত্র ॥ ২০ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ রঙমহল ॥ ১৩৪৪
পঞ্চম অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ এক টাকা বারো আনা

বড় বাবু
সর্ব্বরঞ্জন বরাট
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১৭৬=১৮৪
চরিত্র ॥ ১৭ পুরুষ ও ৮ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ হাস্যরসাত্মক সামাজিক
পরিচয় ॥ কালিদাস রায়

বাঙালী [১৩৩২]
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ১২+১৫৬=১৬৮
চরিত্র ॥ ১৯ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ মিনার্ভা ॥ ১৩৩২
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ আড়াই টাকা

বেলুগিনের বিবাহ [১৯৫৭]
[আ, ন, অস্ত্রোভস্কি]
অনুবাদক ॥ নীরেন্দ্রনাথ রায়
মস্কো হইতে প্রকাশিত
পৃষ্ঠা ॥ ২১৪
চরিত্র ॥ ৪ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ এক টাকা দুই আনা

বিপ্লবী [আশ্বিন, ১৩৫৯]
বিভূতিভূষণ নন্দী
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৯৬=১০৪
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

বিংশ শতাব্দী [১৯৪৪]
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ মিত্র ও ঘোষ
পৃষ্ঠা ॥ ২+১৩৪=১৩৬
চরিত্র ॥ ১২ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ রঙমহল ॥ ১৯৪৪
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা চার আনা

বিদেশী [ভাদ্র, ১৩৬২]
[মোনা ব্র্যাণ্ড]—সুনীল ঘোষ
প্রকাশক ॥ গ্রন্থলোক
পৃষ্ঠা ॥ ৬+৮৪=৯০
চরিত্র ॥ ৬ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
মূল্য ॥ দেড় টাকা

বৈকুণ্ঠে বাজি [১৯৩৫]
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৬০=৬৪
চরিত্র ॥ ১১পুরুষ ও ৫স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ মিনার্ভা ॥ ১৯৩৫
দুই অঙ্ক ॥ পৌরাণিক গীতি-নাটক
মূল্য ॥ এক টাকা

বিভ্রাট [১৩২৬]
লা বিশ ॥ ল্য গ্রামেয়ার
গুরুদাস সরকার
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১০=১১৮
চরিত্র ॥ ৪ পুরুষ ও ১ স্ত্রী
উনিশ দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ এক টাকা

ভদ্রার্জ্জুন [১৮৫২]
তারাচরণ শিকদার
প্রকাশক ॥ বুকল্যাণ্ড
পৃষ্ঠা ॥ ২৬+১৯০=১৩৫
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ পৌরাণিক
ভূমিকা ॥ ডাঃ সুকুমার সেন
মূল্য ॥ দুই টাকা

ভূতপূর্বস্বামী [১৯৫২]
প্র-না-বি (প্রমথনাথ বিশী)
প্রকাশক ॥ মিত্র ও ঘোষ
পৃষ্ঠা ॥ ৬ + ১০২ — ১০৮
চরিত্র ॥ ৬ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

ভাড়াটে চাই [১৩৬৪]
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ৮ + ৬৪ — ৭২
চরিত্র ॥ ২৪ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
একাঙ্কিকা ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ পাঁচ সিকা

ভ্রান্তি [১৩০৯]
গিরিশচন্দ্র ঘোষ
পৃষ্ঠা ॥ ৪ + ২০৮ — ২১২
চরিত্র ॥ ৯ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
প্রথম অভিনয়॥ক্লাসিকথিয়েটার॥১৩০৯
পঞ্চম অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক
মূল্য ॥ এক টাকা

মনোবৈজ্ঞানিক [১৩৫৯]
সত্যেন সিংহ
প্রকাশক ॥ দাসগুপ্ত কোং
পৃষ্ঠা ॥ ৬ + ১১২ — ১১৮
চরিত্র ॥ ৭ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা চার আনা

মশাল [১৯৫৪]
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ পুস্তকালয়
পৃষ্ঠা ॥ ৮ + ৮৮ — ৯৬
চরিত্র ॥ ১৩ পুরুষ ও ১ মেয়ে
সাত দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

মোকাবিলা [১৯৪৯]
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৮ + ১২০ — ১২৮
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দু-টাকা

মল্লিকা [১৯৪৬]
প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রকাশক ॥ গুপ্ত প্রকাশিকা
পৃষ্ঠা ॥ ২ + ১২৬ — ১২৮
চরিত্র ॥ ১১ পুরুষ ও ১০ স্ত্রী
বাইশ দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

মহারাজ নন্দকুমার [১৯৪৩]
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রকাশক ॥ শ্রীগুরু লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ১৪ + ৮২ — ৯৬
চরিত্র ॥ ১৮ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক
প্রথম অভিনয় ॥ ষ্টার ॥ জুন ১৯৪২
মূল্য ॥ দেড় টাকা

মল্লা ভল্লা [১৯৪৭]
[মরিস মেতারলিঙ্ক]—পুষ্পময়ী বসু
প্রকাশক ॥ র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১১২=১২০
চরিত্র ॥ ৬ পুরুষ ও ১স্ত্রী
দুই অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ তিন টাকা

মুসাফির [১৯৪৯]
বিমল সেনগুপ্ত
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৬৪=৬৮
চরিত্র ॥ ১০ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
সাত দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

মৌ-চোর [আগষ্ট, ১৯৫৭]
সলিল সেন
প্রকাশক ॥ ইণ্ডিয়ানা
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১৬৪=১৭২
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
এগারো দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা বারো আনা

ম্যাকবেথ [১৯৫২]
[সেকস্‌পিয়র]—নীরেন্দ্রনাথ রায়
প্রকাশক ॥ মডার্ণ বুক এজেন্সী
পৃষ্ঠা ॥ ১০+১০৪=১১৪
ল্য ॥ দেড়টাকা

মাকড়াসার জালে [আষাঢ় ১৩৪৬]
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
পৃষ্ঠা ॥ ১২+১৮২=১৯৪
চরিত্র ॥ ১৬ পুরুষ ও ৮ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ রঙমহল ॥ ১৯৩৯
চার অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ আড়াই টাকা

ম্যানিয়া [১৩৫৪]
কুমারেশ ঘোষ
প্রকাশক ॥ গ্রন্থ-গৃহ
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৬০=৬৪
চরিত্র ॥ ৬ পুরুষ
(স্ত্রী বর্জিত ॥ একাঙ্কিকা ॥ রসনাটিকা)
মূল্য ॥ এক টাকা

যম-জব্দ [১৩২৯]
জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র
পৃষ্ঠা ॥ ৬+৭৪–৮০
চরিত্র ॥ ১৬ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
চার অঙ্ক ॥ প্রহসন
মূল্য ॥ আট আনা

যাদুকর [আগষ্ট, ১৯৪৯]
অতুলানন্দ রায়
পৃষ্ঠা ॥+৪৪=৪৮
চরিত্র ॥ ৪ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
পাঁচ দৃশ্য ॥ রূপক
মূল্য ॥ এক টাকা ॥

যুগ-বিপ্লব [শ্রাবণ, ১৩৫৮]
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক ॥ কত্যায়নী বুক ষ্টল
পৃষ্ঠা ॥ ৬+১৪৪+২০=১৭০
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ ও ৫ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক
প্রথম অভিনয় ॥ ষ্টার ॥ ১৯৫১
মূল্য ॥ আড়াই টাকা

রূপযজ্ঞ [১৩৩৮]
নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
পৃষ্ঠা ॥ ৬+৩২=৩৮
চরিত্র ॥ ৪ পুরুষ ও ২স্ত্রী
একাঙ্ক ॥ রূপক
মূল্য ॥ আট আনা

রূপান্তর [মার্চ, ১৯৪৫]
বনফুল
প্রকাশক ॥ মিত্র ও ঘোষ
পৃষ্ঠা ॥ ৪+১১৬=১২০
চরিত্র ॥ ৮ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ রূপক
মূল্য ॥ দুই টাকা

লুণ্ঠতরাজ [১৯৫১]
সুনীল দত্ত
প্রকাশক ॥ নয়া সংস্কৃতি
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৩৬=৪০
চরিত্র ॥ ১৫ পুরুষ
দুই দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ আট আনা

শরৎচন্দ্র [মাঘ, ১৩৬২]
নন্দলাল চক্রবর্তী
প্রকাশক ॥ ইণ্ডিয়ানা
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১২৬=১৩৪
চরিত্র ॥ ৩২ পুরুষ ও ৬ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ জীবননাট্য
মূল্য ॥ দুই টাকা।

সবার উপরে মানুষ সত্য [১৩৬৩]
শচীন সেনগুপ্ত
প্রকাশক ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৮৪=৮৮
মূল্য ॥ দেড় টাকা

সরস্বতী স্টোর্স [১৯৫৬]
নির্মল ভট্টঃ
প্রকাশক ॥ ইণ্ডিয়ানা
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৮৪=৯২
চরিত্র ॥ ১৪ পুরুষ ও ১ স্ত্রী
নয় দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

সয়ম্বরা [১৩৩৫]
শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৬৮=৭২
চরিত্র ॥ ৯ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ মনমোহন থিয়েটার ॥
বড়দিনের অধিবাস : ৯ পৌষ, ১৩৩৫
তিন অঙ্ক ॥ প্রমোদ নাটিকা
মূল্য ॥ আট আনা

সধবার একাদশী [১৮৬৬]
দীনবন্ধু মিত্র
প্রকাশক ॥ দি বুক এম্পরিয়ম লিঃ
পৃষ্ঠা ॥ ৪+৭৬=৮০
চরিত্র ॥ ১১ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ বারো আনা

সার্বজনীন শোক সভা [১৩৫৬]
সুশীলচন্দ্র দাস
প্রকাশক ॥ আশুতোষ লাইব্রেরী
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৭২=৮০
চরিত্র ॥ ১৩ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
চার দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ পাঁচ সিকা

সার্কাস [আগষ্ট, ১৯৫৫]
দিলীপ রায়
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৪৪=৫২
চরিত্র ॥ ৫ পুরুষ ও ৩ স্ত্রী
পাঁচ অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দেড় টাকা

সালোম [মহালয়া, ১৩৬০]
[অস্কার ওয়াইল্ড]—কুমারেশ ঘোষ
প্রকাশক ॥ গ্রন্থ-গৃহ
পৃষ্ঠা ॥ ৮+৫৬+৬৪
চরিত্র ॥ ১২ পুরুষ ও ২ স্ত্রী
মূল্য ॥ পাঁচসিকা

সিরাজদৌল্লা [১৯০৬]
গিরিশচন্দ্র ঘোষ
পৃষ্ঠা ॥ ৮+১৯২=২০০
চরিত্র ॥ ২৫ পুরুষ ও ৭ স্ত্রী
প্রথম অভিনয় ॥ মিনার্ভা ॥ ১৩১২
পাঁচ অঙ্ক ॥ ঐতিহাসিক
মূল্য ॥ তিন টাকা

স্মিতা [শ্রাবণ, ১৩৬২]
[জন গলসওয়ার্দি : জয়]
অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ৬+৫৬=৬২
চরিত্র ॥ ৪ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ পাঁচ সিকা

স্বীকৃতি [১৩৬৪]
শ্রীঅনিলবরণ দত্ত
পৃষ্ঠা ॥ ১২+১১০=১২২
চরিত্র ॥ ১৪ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
তিন অঙ্ক ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ দুই টাকা

সুপ্রভাত [১৯৫৭]
যোগজীবন মুখোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা ॥ ২+৪৬=৪৮
চরিত্র ॥ ৭ পুরুষ ও ১ স্ত্রী
তিন দৃশ্য ॥ সামাজিক
মূল্য ॥ বারো আনা

হরিশ্চন্দ্র [পৌষ, ১২৮১]
মনোমোহন বসু
পৃষ্ঠা ॥ ৬+১২৮=১৩৪
চরিত্র ॥ ১৩ পুরুষ ও ৪ স্ত্রী
ছয় অঙ্ক ॥ পৌরাণিক
মূল্য ॥ এক টাকা